Visit http://www.asram.org

শিষ্যচরিত

মুখবন্ধ

১ থেওফিল, প্রথম পুস্তকে আমি সেই সকল বিষয়ে লিখেছিলাম, যা যীশু শুরু থেকে সেদিন পর্যন্তই সাধন করেছিলেন
ও শিখিয়েছিলেন, ২ যেদিন, পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে যাঁদের তিনি বেছে নিয়েছিলেন, সেই প্রেরিতদূতদের নির্দেশ
দেওয়ার পর তাঁকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হয়েছিল। ৩ নিজের যন্ত্রণাভোগের পরে তিনি অনেক প্রমাণের মধ্য দিয়ে তাঁদের
কাছে নিজেকে জীবিত বলে দেখিয়েছিলেন: চল্লিশদিন ধরে তাঁদের দেখা দিয়েছিলেন ও ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে নানা
কথা বলেছিলেন। ৪ তাঁদের সঙ্গে ভোজে বসে তিনি আদেশ করেছিলেন, তাঁরা যেরুসালেম থেকে চলে না গিয়ে বরং
যেন পিতার সেই প্রতিশ্রুতি-পূরণের অপেক্ষায় থাকেন, 'যে প্রতিশ্রুতির কথা তোমরা আমার কাছ থেকে শুনেছ, তথা:
৫ যোহন জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করলেন, তোমরা কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র আত্মায়ই দীক্ষাস্নাত হবে।'

প্রভুর স্বর্গারোহণ

৬ তাই তাঁরা একত্রে মিলিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, আপনি কি এই সময়েই ইস্রায়েলের জন্য রাজ্য
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন?' ৭ তিনি তাঁদের বললেন, 'পিতা যে সকল কাল বা লগ্ন নিজেরই অধিকারের অধীনে রেখেছেন,
তা তোমাদের জানবার নয়; ৮ কিন্তু তোমরা পরাক্রম লাভ করবে—সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম, যিনি তোমাদের
উপরে নেমে আসবেন; তখন যেরুসালেমে, সমস্ত যুদেয়া ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার
সাক্ষী হবে।'

৯ তিনি একথা বলার পর তাঁরা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তাঁকে ঊর্ধ্বে তোলা হল, এবং একটি মেঘ তাঁকে তাঁদের
দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। ১০ তিনি চলে যাচ্ছেন আর তাঁরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, এমন সময়
হঠাৎ সাদা পোশাক-পরা দু'জন পুরুষ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন; ১১ তাঁরা বললেন, 'হে গালিলেয়ার মানুষ,
তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই যে যীশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল,
তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন।'

প্রেরিতদূতের দল

১২ তখন তাঁরা জৈতুন নামে পর্বত থেকে যেরুসালেমে ফিরে গেলেন; সেই পর্বত যেরুসালেম থেকে তত দূরে
নয়—সাব্বাৎ দিনে যত দূরে যাওয়া যায়, ততদূরে। ১৩ শহরে প্রবেশ করে তাঁরা সেই উপরতলার ঘরে গেলেন যেখানে
সেসময়ে বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন: পিতর ও যোহন, যাকোব ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও টমাস, বার্থলমেয় ও মথি,
আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব ও উগ্রধর্মা সিমোন এবং যাকোবের ছেলে যুদা। ১৪ এঁরা সকলে, ও তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন
নারী, যীশুর মা মারীয়া ও তাঁর ভাইয়েরা, একমন হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন।

যুদার স্থানে মাথিয়াস

১৫ একদিন, যখন সমবেত লোকদের সংখ্যা প্রায় একশ' কুড়িজন, পিতর ভাইদের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে
বললেন, ১৬ 'ভাইয়েরা, যীশুকে যারা গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের যে পথপ্রদর্শক হয়েছিল, সেই যুদা সম্বন্ধে পবিত্র আত্মা
দাউদের মুখ দিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন, সেই শাস্ত্রবচন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। ১৭ সে তো আমাদেরই
একজন ছিল, এবং তাকেও এই সেবাদায়িত্বের সহভাগী হতে দেওয়া হয়েছিল। ১৮ অপকর্ম ক'রে যে টাকা পেয়েছিল,
তা দিয়ে সে একখণ্ড জমি কিনেছিল, এবং উচু থেকে সে উল্টে পড়ে গেলে তার পেট ফেটে গেছিল আর নাড়ীভুঁড়ি সব
বেরিয়ে পড়েছিল। ১৯ যেরুসালেম-বাসী সকলের কাছে কথাটা এত জানাজানি হয়েছিল যে, তাদের ভাষায় সেই জমিটা
আকেল্‌দামা, অর্থাৎ রক্তের জমি বলে ডাকা হল। ২০ বাস্তবিকই সামসঙ্গীত-পুস্তকে লেখা আছে,

তার বাসা জনহীন হোক,
তার মধ্যে বাস করার মত যেন কেউ না থাকে;

এবং,

অন্য একজন তার কর্মভার গ্রহণ করুক।

২১ সুতরাং, যোহনের দীক্ষাস্নানের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে যেদিন প্রভু যীশুকে আমাদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বে তুলে
নেওয়া হল সেদিন পর্যন্ত, যতদিন তিনি আমাদের মাঝে বসবাস করলেন, ততদিন যারা আমাদের সঙ্গে ছিল,
২২ তাদেরই একজনকে আমাদের সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে।' ২৩ তখন এই দু'জনের নাম প্রস্তাব করা
হল: ইউস্তুস নামে পরিচিত যোসেফ, যাঁকে বার্সাব্বাস বলে ডাকা হত, এবং মাথিয়াস। ২৪ তখন তাঁরা এই বলে প্রার্থনা
করলেন, 'প্রভু, তুমি সকলের অন্তরের কথা জান; নিজের স্থানে যাবার জন্য যুদা যে সেবাদায়িত্ব ও প্রৈরিতিক ভূমিকা
ত্যাগ করেছে, ২৫ তার স্থান গ্রহণ করার জন্য তুমি এই দু'জনের মধ্যে কাকে বেছে নিয়েছ, তা আমাদের দেখাও।'

২৬ পরে তাঁরা এই দু'জনের নামে গুলিবাঁৎ করলেন; মাথিয়াসের নামে গুলি পড়ল বিধায় তিনিই এগারোজন
প্রেরিতদূতের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

পবিত্র আত্মার আগমন

২ যখন পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এল, তখন তাঁরা সকলে এক স্থানে একত্রে মিলিত হয়েছিলেন; ২ এমন সময়ে হঠাৎ
আকাশ থেকে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শব্দ এল, এবং তাঁরা যে বাড়িতে বসে ছিলেন, সেই বাড়ি সেই
শব্দে ভরে গেল; ৩ আর তাঁরা দেখতে পেলেন, আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বা ভাগ ভাগ করে পড়ে তাঁদের
প্রত্যেকজনের উপরে বসল, ৪ এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন, ও আত্মা তাঁদের যেভাবে বাক্‌শক্তি
দিলেন, তাঁরা সেই অনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ৫ সেসময়ে, আকাশের নিচের সমস্ত দেশের বহু
ভক্ত ইহুদী যেরুসালেমে ছিল। ৬ সেই শব্দ ধ্বনিত হলে ভিড় জমে গেল: তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, যেহেতু প্রত্যেকজন
নিজ নিজ ভাষায় তাঁদের কথা বলতে শুনতে পাচ্ছিল। ৭ খুবই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য হয়ে তারা তখন বলল, 'দেখ, এরা
যারা কথা বলছে, এরা সকলে কি গালিলেয়ার মানুষ নয়? ৮ তবে আমরা কেমন করে প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃভাষায়
এদের কথা বলতে শুনছি? ৯ এই আমরা, যারা পার্থিয়া, মেদিয়া এবং এলামের মানুষ আছি, আবার মেসোপটেমিয়া,
যুদেয়া ও কাপ্পাদোসিয়া, পন্তাস ও এশিয়া, ১০ ফ্রিজিয়া ও পাম্ফিলিয়া, মিশর ও লিবিয়ার সাইরিনি অঞ্চলের মানুষ এবং
রোম-অধিবাসী—১১ ইহুদী ও ইহুদীধর্মাবলম্বী, উভয়েই—এবং ক্রীট ও আরব দেশের মানুষ, এই আমরা শুনতে
পাচ্ছি, ওরা আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ঈশ্বরের মহাকীর্তির কথা বলছে।' ১২ তারা স্তম্ভিত হল এবং বিমূঢ় হয়ে একে
অপরকে বলতে লাগল, 'এর অর্থ কি?' ১৩ তবু কেউ কেউ বিদ্রূপ করে বলছিল, 'মিঠে মদ খেয়ে ওরা মাতাল হয়েছে।'

পিতরের উপদেশ

১৪ কিন্তু পিতর সেই এগারোজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জোর গলায় তাদের উদ্দেশ করে একথা বললেন: 'যুদেয়ার
মানুষেরা! তোমরাও, হে যেরুসালেম-বাসী সকলে! তোমাদের কাছে একথা স্পষ্ট হোক, এবং আমার কথা মনোযোগ
দিয়ে শোন। ১৫ তোমরা যে ভাবছ এরা মাতাল, তা নয়; বাস্তবিকই এখন সবে সকাল ন'টা! ১৬ বরং তা-ই ঘটছে,
যে-বিষয়ে নবী [যোয়েল] বলেছিলেন:

১৭ সেই শেষ দিনগুলিতে—ঈশ্বর একথা বলছেন—
আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব।
তোমাদের ছেলেমেয়েরা নবীয় বাণী দেবে,
তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে,
আর তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে।
১৮ *সেই দিনগুলিতে আমার দাস ও দাসীদের উপরেও*
আমার আত্মাকে বর্ষণ করব।
[আর তারা নবীয় বাণী দেবে।]
১৯ *আমি ঊর্ধ্বে আকাশে নানা অলৌকিক লক্ষণ,*
এবং নিচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন দেখাব।
[রক্ত, আগুন ও ধোঁয়ার মেঘ।]
২০ *প্রভুর দিনের আগমনের আগে,*
সেই মহা ও উজ্জ্বল দিনের আগমনের আগে
সূর্য অন্ধকারে,
ও চাঁদ রক্তে পরিণত হবে।
২১ *এবং এমনটি ঘটবে যে,*
যে কেউ প্রভুর নাম করবে,
সে পরিত্রাণ পাবে।

২২ ইস্রায়েলের মানুষেরা, এই সমস্ত কথা শোন: নাজারেথীয় যীশু, যিনি ঈশ্বর দ্বারা তোমাদের কাছে এমন
পরাক্রম-কর্ম, অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্ন-কর্ম দ্বারাই প্রমাণসিদ্ধ মানুষ ছিলেন, যা—তোমরা নিজেরাই যেমনটি জান—
ঈশ্বর নিজে তাঁরই দ্বারা তোমাদের মধ্যে সাধন করেছেন, ২৩ সেই যীশুকে ঈশ্বরের নিরূপিত পরিকল্পনা ও পূর্বজ্ঞান
অনুসারে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলে পর তোমরা তাঁকে ধর্মহীনদের হাত দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ করিয়ে হত্যা করেছ।
২৪ কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে পুনরুত্থিত করেছেন, কারণ মৃত্যু যে তাঁকে নিজের বশ্যতায় ধরে
রাখবে, তা সম্ভব ছিল না; ২৫ বস্তুত দাউদ তাঁর সম্বন্ধে বলেন:

আমার সামনে প্রভুকে অনুক্ষণ রাখলাম,
কারণ তিনি আমার ডান পাশে থাকেন
আমি যেন বিচলিত না হই।

২৬ *তাই আমার অন্তর আনন্দ করল,*
আমার জিহ্বা মেতে উঠল ;
আমার দেহও প্রত্যাশায় বিশ্রাম পাবে,
২৭ *তুমি যে আমার প্রাণ বিসর্জন দেবে না পাতালের হাতে,*
তোমার পুণ্যজনকেও তুমি অবক্ষয় দেখতে দেবে না।
২৮ *তুমি আমাকে জানিয়ে দিয়েছ জীবনের পথ,*
তোমার শ্রীমুখ দ্বারা আমাকে আনন্দে পূর্ণ করবে।

২৯ ভাইয়েরা, সেই কুলপতি দাউদ সম্বন্ধে আমি তোমাদের মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাঁকে
সমাধিও দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁর সমাধিমন্দির আজও পর্যন্ত আমাদের মাঝে রয়েছে। ৩০ কিন্তু, যেহেতু তিনি নবী
ছিলেন, এবং জানতেন যে, ঈশ্বর *তাঁর ঔরসের এক ফল তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন* বলে দিব্যি দিয়ে তাঁর
কাছে শপথ করেছিলেন, ৩১ সেজন্য খ্রীষ্টের পুনরুত্থান আগে থেকে দেখে তিনি সেবিষয়ে একথা বলেছিলেন যে, *তাঁকে
পাতালে বিসর্জন*ও দেওয়া হয়নি, তাঁর মাংসও *অবক্ষয়* দেখেনি। ৩২ এই যীশুকেই ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছেন, আর
আমরা সকলেই তার সাক্ষী। ৩৩ অতএব ঈশ্বরের ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত হয়ে তিনি পিতার কাছ থেকে সেই
প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে তাঁকে বর্ষণ করেছেন, যেমনটি তোমরা আজ দেখতে ও শুনতে পাচ্ছ। ৩৪ বস্তুত
দাউদ স্বর্গে আরোহণ করেননি, তবু নিজেই একথা বলেন :

প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
৩৫ *যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের*
আমি করি তোমার পাদপীঠ।

৩৬ অতএব সমগ্র ইস্রায়েলকুল নিশ্চিত হয়ে একথা জানুক যে, ঈশ্বর যাঁকে প্রভু ও খ্রীষ্ট করে তুলেছেন, তিনি
হলেন সেই যীশু যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে।’

বিশ্বাসীর দলে বহু লোক যোগদান

৩৭ তেমন কথা শুনে তাদের হৃদয় কেমন যেন বিদ্ধই হল, এবং পিতরকে ও অন্য প্রেরিতদূতদের বলল,
‘ভাইয়েরা, আমাদের কী করা উচিত?’ ৩৮ পিতর তাদের বললেন, ‘মনপরিবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপমোচনের
উদ্দেশে প্রত্যেকে যীশুখ্রীষ্ট-নামের খাতিরে দীক্ষাস্নাত হও : তবেই সেই দান, সেই পবিত্র আত্মাকেই পাবে। ৩৯ কেননা
এই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য, ও সেই সকলেরই জন্য দেওয়া *যারা দূরে আছে—সেই
সকলেরই জন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভু যাদের ডেকে আনবেন।’* ৪০ আরও বহু বহু যুক্তি দেখিয়ে তিনি তাদের উদ্দেশ
করে কথা বললেন, এবং এই বলে তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন : ‘এই প্রজন্মের কুটিল মানুষের হাত থেকে
নিজেদের ত্রাণ কর।’ ৪১ তখন যারা তাঁর কথা গ্রহণ করল, তারা দীক্ষাস্নাত হল। সেদিন আনুমানিক তিন হাজার
লোক তাঁদের সংখ্যায় যুক্ত হল।

আদিমণ্ডলীর জীবন-সহভাগিতা

৪২ তারা সকলে প্রেরিতদূতদের শিক্ষা গ্রহণে, জীবন-সহভাগিতায়, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠার
সঙ্গে যোগ দিত। ৪৩ সকলের অন্তরে সম্ভ্রম বিরাজ করত, এবং প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে বহু অলৌকিক লক্ষণ ও
চিহ্ন-কর্ম ঘটত। ৪৪ যারা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা সকলে একসঙ্গে থাকত, এবং সবকিছুতে সকলের সমান
অধিকার ছিল ; ৪৫ তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি করত এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে তা সকলের মধ্যে ভাগ
করে দিত। ৪৬ তারা প্রতিদিন একমন হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দিরে যেত, আবার ঘরে রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান করত ; সানন্দে
ও সরলহৃদয় হয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত, ৪৭ ঈশ্বরের প্রশংসা করত, ও নিজেরাই ছিল জনগণের অনুগ্রহের
পাত্র। যারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল, প্রভু দিনে দিনে তাদের সংখ্যায় তাদের যুক্ত করতেন।

খোঁড়া একজন মানুষের সুস্থতা-লাভ

৩ একদিন পিতর ও যোহন যখন বিকেল তিনটের প্রার্থনার জন্য মন্দিরে যাচ্ছিলেন, ২ তখন একটি মানুষকে বয়ে আনা
হচ্ছিল ; সে মাতৃগর্ভ থেকে খোঁড়া ছিল, তাকে প্রতিদিন মন্দিরের ‘সুন্দর তোরণ’ নামে পরিচিত মন্দিরদ্বারে বসিয়ে রাখা
হত, যারা মন্দিরে ঢুকত, সে যেন তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে পারে। ৩ পিতর ও যোহন মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছেন দেখে
সে তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাইল। ৪ পিতর, ও তাঁর সঙ্গে যোহনও, তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমাদের দিকে
তাকাও।’ ৫ আর সে তাঁদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। ৬ কিন্তু পিতর বললেন,
‘রুপো বা সোনা আমার নেই, কিন্তু আমার যা আছে তা তোমাকে দিচ্ছি : নাজারেথীয় সেই যীশুখ্রীষ্টের নামে, হেঁটে
বেড়াও।’ ৭ আর তার ডান হাত ধরে তিনি তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ; ঠিক সেই মুহূর্তেই তার পায়ে ও গোড়ালিতে
বল এল, ৮ আর সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও হেঁটে বেড়াতে লাগল ; এবং হেঁটে হেঁটে, লাফ দিতে দিতে ও ঈশ্বরের

প্রশংসাবাদ করতে করতে তাঁদের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করল। ৯ সমস্ত জনগণ দেখতে পেল, সে হেঁটে বেড়াচ্ছে ও
ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করছে; ১০ আর তারা চিনতে পারল যে, এ ছিল সেই লোক, যে মন্দিরের 'সুন্দর তোরণে' বসে
ভিক্ষা করত। তার যা ঘটেছিল, তার জন্য তারা স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হল।

পিতরের উপদেশ

১১ আর সেই লোকটি পিতরকে ও যোহনকে তখনও ধরে রাখছে, সেসময়ে সমস্ত জনগণ অত্যন্ত অবাক হয়ে
সলোমন-অলিন্দে তাঁদের দিকে ছুটে এল। ১২ তা দেখে পিতর জনগণকে বললেন, 'ইস্রায়েলের মানুষেরা, এতে
তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ কেন? আমরাই যে নিজের পরাক্রম বা ভক্তি গুণে একে হাঁটবার ক্ষমতা দিয়েছি, এমনটি মনে
ক'রে কেনই বা তোমরা আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছ? ১৩ যিনি *আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের
পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর,* তিনিই নিজের দাস সেই যীশুকে গৌরবান্বিত করেছেন, তোমরা যাঁকে তুলে দিয়েছিলে, ও
পিলাত তাঁকে মুক্ত করে দেওয়ার পক্ষে রায় দিলে তোমরা তাঁর সামনে যাঁকে অস্বীকার করেছিলে। ১৪ তোমরাই সেই
পবিত্র ও ধর্মময় মানুষকে অস্বীকার করেছিলে, তোমরাই চেয়েছিলে, তোমাদের জন্য একজন নরঘাতককে দেওয়া
হোক, ১৫ কিন্তু জীবনের প্রণেতাকে তোমরা হত্যা করেছিলে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত
করেছেন: আমরা নিজেরাই তার সাক্ষী! ১৬ আর এই যে মানুষকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ও ভালমত চেন, তাঁর নামে
বিশ্বাসের খাতিরেই তাঁর নাম তাকে বল দিয়েছে; তাঁর খাতিরে বিশ্বাস-ই তোমাদের সকলের সাক্ষাতে তাকে
সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তুলেছে।

১৭ এখন, ভাইয়েরা, আমি জানি, তোমরা যা করেছিলে, তোমাদের জননেতারাও যা করেছিলেন, তা অজ্ঞতা
বশতই করেছিলে। ১৮ কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা সকল নবীর মুখ দিয়ে আগে থেকে
বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা এভাবেই পূর্ণ করেছেন। ১৯ সুতরাং মনপরিবর্তন কর, নিজেরাই ফের, যেন তোমাদের
পাপ মুছে দেওয়া হয়, ২০ এবং প্রভুর সম্মুখ থেকে স্বস্তির কাল আসতে পারে, ও তিনি যাঁকে আগে থেকে খ্রীষ্ট বলে
নিরূপিত করেছিলেন, তাঁকে, অর্থাৎ সেই যীশুকেই তোমাদের কাছে প্রেরণ করেন, ২১ যাঁকে স্বর্গ অবশ্যই গ্রহণ করে
রাখবে যে পর্যন্ত সমস্ত কিছুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাল এসে উপস্থিত না হয়; এই কালের কথা ঈশ্বর প্রাচীনকাল থেকেই
নিজের পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন। ২২ মোশী তো বলেছিলেন, *প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের
ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন; তিনি তোমাদের যা কিছু বলবেন, তোমরা তা শুনবে।*
২৩ *যে কেউ সেই নবীর কথা শুনবে না, তাকে জাতির মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।* ২৪ আর সামুয়েল থেকে শুরু করে
পরবর্তীকালে যত নবী কথা বললেন, তাঁরাও সকলে এই কালের কথা বলে দিলেন।

২৫ তোমরা নবীদের সন্তান, আর সেই সন্ধিরও সন্তান, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন
করেছিলেন যখন আব্রাহামকে বলেছিলেন, *তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে।* ২৬ তোমাদেরই
খাতিরে ঈশ্বর তোমাদের সমস্ত অধর্ম থেকে তোমাদের প্রত্যেককে ফিরিয়ে নিয়ে আশিসপ্রাপ্ত করার জন্য, আগে
নিজের দাসের উদ্ভব ঘটালেন ও পরে তাঁকে প্রেরণ করলেন।'

ইহুদী মহাসভার সামনে পিতর ও যোহন

৪ তাঁরা জনগণের কাছে তখনও কথা বলছেন, এমন সময়ে যাজকেরা, মন্দিরপাল ও সাদুকিরা তাঁদের কাছে এসে
পড়লেন; ২ তাঁরা এব্যাপারে খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তাঁরা জনগণকে উপদেশ দিচ্ছিলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে
পুনরুত্থান যীশুতেই সাধিত বলে প্রচার করছিলেন। ৩ তাঁদের গ্রেপ্তার করে তাঁরা পরদিন পর্যন্ত তাঁদের কারাগারে
আটকে রাখলেন, যেহেতু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। ৪ তথাপি যে সকল লোক সেই বাণী শুনেছিল, তাদের মধ্যে
অনেকে বিশ্বাসী হল, এবং পুরুষদের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ হাজার হল।

৫ পরদিন ইহুদীদের সমাজনেতারা, প্রবীণবর্গ ও শাস্ত্রীরা যেরুসালেমে সভায় সমবেত হলেন; ৬ তাঁদের সঙ্গে
মহাযাজক আন্না, কাইয়াফা, যোহন, আলেক্‌জান্দার, ও মহাযাজক-বংশের সমস্ত লোকও উপস্থিত ছিলেন। ৭ তাঁরা
মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোন্ পরাক্রমগুণে কিংবা কার্ নামে এ কাজ করেছ?'
৮ তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, 'জাতির নেতৃবৃন্দ ও প্রবীণবর্গ! ৯ আমরা
একটি পঙ্গু মানুষের যে উপকার করেছি, সেই সম্বন্ধে, এবং সে কেমন করে পরিত্রাণ পেয়েছে, তা সম্বন্ধেও যখন আজ
আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, ১০ তখন আপনারা সকলে ও ইস্রায়েলের সকল মানুষ একথা জেনে নিন:
নাজারেথীয় সেই যীশুখ্রীষ্টেরই নামগুণে, যাঁকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন, যাঁকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত
করেছেন, সেই নামগুণেই এই লোকটি আপনাদের সামনে সুস্থ দেহে দাঁড়িয়ে আছে। ১১ তিনিই *সেই প্রস্তর, যা
গৃহনির্মাতা* এই আপনাদের *দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে।* ১২ আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই!
কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে
পারি বলে স্থির করা আছে।'

১৩ পিতর ও যোহনের তেমন সৎসাহস দেখে, এবং তাঁরা যে অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষ, তা বিবেচনা করে তাঁরা
আশ্চর্য হলেন; আবার এও চিনতে পারলেন যে, এঁরা যীশুর সঙ্গী হয়েছিলেন। ১৪ আর যখন দেখতে পেলেন, ওই
সারিয়ে তোলা লোকটি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তখন প্রতিবাদ করার মত আর কোন কথা পেলেন না।

১৫ সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে তাঁদের আদেশ দিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন; ১৬ তাঁরা
বলছিলেন: ‘এই লোকদের নিয়ে আমরা কী করব? কেননা ওদের দ্বারা প্রকাশ্যই একটা চিহ্ন-কর্ম সাধিত হয়েছে;
আর তা যেরুসালেমের সমস্ত অধিবাসীদের কাছে এতই জানাজানি হয়েছে যে, আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না।
১৭ তবু কথাটা যেন জনগণের মধ্যে আরও অধিক রটে না যায়, এজন্য, আসুন, ওদের ভয় দেখাই, যেন আর কারও
কাছে এই নামটা উল্লেখ না করে।’ ১৮ তাই তাঁরা তাঁদের ভিতরে ডেকে এই কড়া আদেশ দিলেন, যেন তাঁরা যীশুর
নাম উল্লেখ না করেন, আবার সেই নামকে কেন্দ্র করে যেন কোন উপদেশ না দেন। ১৯ কিন্তু পিতর ও যোহন প্রতিবাদ
করে বললেন, ‘ঈশ্বরের কথার চেয়ে আপনাদেরই কথা শোনা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উচিত কিনা, তা আপনারা নিজেরা
বিচার করুন; ২০ কারণ আমরা যা নিজেরাই দেখেছি ও শুনেছি, তা না বলে থাকতে পারি না।’ ২১ তখন তাঁরা আরও
ভয় দেখাবার পর তাঁদের ছেড়ে দিলেন; জনগণের কারণে তাঁরা তাঁদের শাস্তি দেওয়ার কোন উপায় পাচ্ছিলেন না,
যেহেতু সকল লোকে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করছিল। ২২ আসলে, যে লোকটিকে অলৌকিক ভাবে সুস্থ করা হয়েছিল,
তার বয়স ছিল চল্লিশের বেশি।

প্রার্থনায় রত ভক্তমণ্ডলী

২৩ মুক্তি পাওয়ামাত্র তাঁরা নিজেদের সঙ্গীদের কাছে গেলেন; এবং প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণেরা তাঁদের যা কিছু
বলেছিলেন, তা সবই জানালেন। ২৪ তা শুনে সকলে একমন হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে কণ্ঠ উত্তোলন করে বলল, ‘হে
মহাপ্রভু, *আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে, তুমিই সেই সবকিছুর নির্মাণকর্তা*; ২৫ পবিত্র আত্মা
দ্বারা তুমিই তোমার দাস দাউদের মুখ দিয়ে একথা বলেছ:

বিজাতিরা কোলাহল করল কেন?
কেনই বা মানুষেরা অনর্থক ষড়যন্ত্র করল?
২৬ *প্রভু ও তাঁর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে*
রুখে দাঁড়াল পৃথিবীর রাজা সকল,
নেতৃবৃন্দ একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হল।

২৭ আর আসলে, যাঁকে তুমি অভিষিক্ত করেছ, তোমার পবিত্র দাস সেই যীশুর বিরুদ্ধে হেরোদ ও পোন্তিয় পিলাত
বিজাতিদের ও ইস্রায়েলের মানুষদের সঙ্গে এই নগরীতে একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, ২৮ তোমার হাত ও তোমার ইচ্ছা
দ্বারা যা কিছু আগে থেকে নিরূপিত হয়েছিল, তারা যেন তার সিদ্ধি ঘটায়। ২৯ এখন, প্রভু, ওদের হুমকির দিকে
তাকাও, এবং এমনটি দাও, যেন তোমার এই সকল দাস সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে তোমার বাণী প্রচার করতে পারে;
৩০ তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, যেন তোমার পবিত্র দাস যীশুর নাম দ্বারা আরোগ্য, চিহ্ন-কর্ম ও অলৌকিক লক্ষণ
ঘটে।’ ৩১ তাঁরা প্রার্থনা করতে করতে, যে স্থানে সমবেত ছিলেন, তা কেঁপে উঠল; এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায়
পরিপূর্ণ হলেন ও সৎসাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

আদিমণ্ডলীর আদর্শ জীবনধারণ

৩২ যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা ছিল একমন একপ্রাণ; তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে
কিছু নিজেরই বলত না, বরং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল। ৩৩ প্রেরিতদূতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর
পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকতেন, এবং তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। ৩৪ তাদের মধ্যে
কেউই অভাবে ভুগছিল না, কারণ যারা জমি বা বাড়ির মালিক ছিল, তারা তা বিক্রি করে দিত, ও বিক্রি করে যে টাকা
পেত, তা প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে এনে রাখত; ৩৫ পরে তা প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হত।

বার্নাবাসের দানশীলতা

৩৬ যোসেফ নামে একজন লেবীয় ছিলেন, যিনি জন্মসূত্রে সাইপ্রাসের মানুষ; প্রেরিতদূতেরা তাঁকে আবার বার্নাবাস,
অর্থাৎ ‘উদ্দীপনার সন্তান’ নাম দিয়েছিলেন: ৩৭ একখণ্ড জমির মালিক হওয়ায় তিনি তা বিক্রি করে টাকাটা এনে
প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে রেখে দিলেন।

আনানিয়াস ও সাফীরার প্রতারণা

৫ আনানিয়াস নামে একজন লোক ছিল; তার স্ত্রী সাফীরার সঙ্গে সে একটা সম্পত্তি বিক্রি করল, ২ এবং স্ত্রীর সঙ্গে
একমত হয়ে টাকার কিছুটা অংশ রেখে দিল, আর বাকি অংশটা এনে প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে রাখল। ৩ পিতর
বললেন, ‘আনানিয়াস, শয়তান কেমন করে তোমার হৃদয় এতই দখল করেছে যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা
বলেছ ও জমির টাকার কিছুটা রেখেছ? ৪ জমিটা বিক্রি করার আগে তা কি তোমারই ছিল না? বিক্রি করার পরেও
সেই টাকার উপরে তোমার কি পুরো অধিকার ছিল না? তবে এমন কাজ করার ভাব তোমার হৃদয়ে স্থান পেল কেন?
তুমি তো মানুষের কাছে নয়, ঈশ্বরেরই কাছে মিথ্যা বলেছ।’ ৫ এই সমস্ত কথা শোনামাত্র আনানিয়াস মাটিতে পড়ে
মারা গেল; আর যারা শুনছিল, তারা সকলেই ভীষণ ভয়ে অভিভূত হল। ৬ তখন যুবকেরা উঠে তাকে কাপড়ে জড়াল
ও বাইরে নিয়ে গিয়ে তার কবর দিল।

৭ প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তার স্ত্রীও এসে উপস্থিত হল; কিন্তু কী ঘটেছে, সে তা জানত না। ৮ পিতর তাকে জিজ্ঞাসা
করলেন, 'বল দেখি, তোমরা সেই জমি এই দামেই কি বিক্রি করেছিলে?' সে বলল, 'হ্যাঁ, এই দামে।' ৯ তখন পিতর
তাকে বললেন, 'তোমরা কেন প্রভুর আত্মাকে যাচাই করার জন্য একমত হয়েছিলে? এই যে, যারা তোমার স্বামীর
কবর দিয়েছে, তাদের পায়ের শব্দ দরজায় শোনা যাচ্ছে; তারা তোমাকেও বাইরে নিয়ে যাবে।' ১০ সে ঠিক সেই
মুহূর্তেই তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে মারা গেল। আর সেই যুবকেরা যখন ভিতরে এল, তখন তাকে মৃত অবস্থায়
পেল, এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে তার কবর দিল। ১১ তখন গোটা মণ্ডলী, আর যারা একথা শুনতে
পেল, সকলেই ভীষণ ভয়ে অভিভূত হল।

প্রেরিতদূতদের সাধিত আশ্চর্য কাজ

১২ প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত; তারা সকলে একমন হয়ে
সলোমন-অলিন্দে মিলিত হত। ১৩ তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অন্য কেউ সাহস করত না, কিন্তু জনগণ তাদের ভাল
বলত। ১৪ দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত; ১৫ এমনকি লোকেরা রাস্তার ধারে
ধারে অসুস্থদের এনে খাটিয়ায় বা বিছানায় শুইয়ে রাখত, যেন পিতর সেদিকে যাওয়ার সময়ে কমপক্ষে তাঁর ছায়াই
কারও কারও গায়ে পড়ে। ১৬ আর যেরুসালেমের আশেপাশের শহরগুলো থেকেও বহু লোক জড় হতে লাগল, তারা
অসুস্থদের ও অশুচি আত্মায় নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে আসত, আর তারা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠত।

প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার ও অলৌকিক মুক্তিদান

১৭ তখন মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা, অর্থাৎ সাদুকি সম্প্রদায়ের লোকেরা উঠলেন; ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে
১৮ তাঁরা প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার করে হাজতখানায় আটকে রাখলেন। ১৯ কিন্তু রাতের বেলায় প্রভুর দূত কারাগারের
দরজাগুলো খুলে দিলেন, ও সকলকে বাইরে চালিত করে বললেন, ২০ 'যাও, মন্দিরে দাঁড়িয়ে জনগণের কাছে এই
জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রচার কর।' ২১ তা শুনে তাঁরা সকালবেলায় মন্দিরে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন।
ইতিমধ্যে মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা এসে মহাসভা, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের প্রবীণবর্গের সভা ডেকে সমবেত
করলেন, এবং তাঁদের আনবার জন্য কারাগারে লোক পাঠালেন।
২২ কিন্তু নিযুক্ত সেই লোকেরা কারাগারে গিয়ে সেখানে তাঁদের পেল না; তাই ফিরে এসে জানাল, ২৩ 'আমরা
দেখলাম, কারাগার একেবারে ভাল করে বন্ধ করা আছে, দরজায় দরজায় প্রহরীরাও পাহারা দিচ্ছে, অথচ দরজা খুলে
ভিতরে কাউকে পেলাম না।' ২৪ তেমন কথা শুনে মন্দিরপাল ও প্রধান যাজকেরা দিশেহারা হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই
সমস্ত কিছুর অর্থ কী; ২৫ ইতিমধ্যে কে যেন একজন এসে তাঁদের জানাল, 'দেখুন, আপনারা যাদের কারাগারে
রেখেছিলেন, সেই লোকেরা মন্দিরে দাঁড়িয়ে সকলকে উপদেশ শোনাচ্ছে।'
২৬ মন্দিরপাল প্রহরীদের সঙ্গে করে সেখানে গিয়ে তাঁদের নিয়ে এলেন, কিন্তু বল প্রয়োগে নয়, কারণ তারা ভয়
করছিল হয় তো জনগণ তাদের পাথর ছুড়ে মারবে। ২৭ তারা তাঁদের নিয়ে এসে মহাসভার সামনে দাঁড় করালে
মহাযাজক তাঁদের জেরা করতে লাগলেন; তিনি বললেন, ২৮ 'আমরা এই নামকে কেন্দ্র করে উপদেশ দিতে তোমাদের
স্পষ্টভাবেই নিষেধ করেছিলাম; তবু দেখ, তোমরা নিজেদের উপদেশে যেরুসালেমকে পূর্ণ করেছ, এবং সেই
লোকটার রক্তপাতের দায়িত্ব আমাদের উপরে চাপাতে চাচ্ছ।' ২৯ পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতেরা উত্তরে বললেন,
'মানুষের প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে বরং ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত। ৩০ একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে
হত্যা করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন। ৩১ তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও
ত্রাণকর্তা ক'রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপমুক্তি দান করতে
পারেন। ৩২ আমরা নিজেরাই এই সবকিছুর সাক্ষী; আর সাক্ষী আছেন সেই পবিত্র আত্মাও, যাঁকে ঈশ্বর তাদেরই কাছে
দান করেছেন, যারা তাঁর প্রতি বাধ্য।'
৩৩ একথা শুনে তাঁরা অধিক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, এবং তাঁদের হত্যা করতে চাচ্ছিলেন। ৩৪ কিন্তু গামালিয়েল নামে
মহাসভার একজন ফরিসি সদস্য তখন উঠে দাঁড়ালেন; তিনি ছিলেন একজন বিধানাচার্য, তাছাড়া সমস্ত জনগণের
সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি প্রেরিতদূতদের কিছুক্ষণ বাইরে রাখতে নির্দেশ দিলেন। ৩৫ পরে মহাসভার সদস্যদের
উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'ইস্রায়েলের মানুষেরা, এই লোকদের বিষয়ে আপনারা কী করতে যাচ্ছেন, তা নিয়ে
সাবধান হোন। ৩৬ কেননা কিছু দিন আগে থেউদাস উঠে নিজেকে বিশেষ ব্যক্তিত্ব বলে দাবি করেছিল, এবং আনুমানিক
চারশ' লোক তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু সে নিহত হওয়ার পর যত লোক তার অনুসরণ করেছিল, সকলেই
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তাদের দলের কিছুই রইল না। ৩৭ সেই লোকটার পরে লোকগণনার সময়ে গালিলেয়ার যুদা
উঠে কতগুলো লোককে নিজের পিছনে আকর্ষণ করেছিল; কিন্তু সেও বিনষ্ট হল, আর যত লোক তার অনুসরণ
করেছিল, সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। ৩৮ এখন আমি আপনাদের একথা বলছি, আপনারা এই লোকদের ব্যাপার নিয়ে
ক্ষান্ত হোন, তাদের যেতে দিন; কারণ এই আন্দোলন বা এই প্রচেষ্টা যদি মানুষ থেকে আসে, তবে এমনিই বিলুপ্ত
হবে; ৩৯ কিন্তু যদি ঈশ্বর থেকে আসে, তাহলে তাদের বিলুপ্ত করতে আপনারা সক্ষম হবেন না। এমনটি যেন না ঘটে
যে, আপনারা ঈশ্বরের সঙ্গেই সংগ্রাম করছেন!'

৪০ তাঁরা তাঁর কথায় সম্মতি দিলেন, এবং প্রেরিতদূতদের ভিতরে ডাকিয়ে এনে তাঁদের কশাঘাত করালেন, এবং
যীশুর নামকে কেন্দ্র করে কোন কিছু বলতে নিষেধ করে তাঁদের মুক্ত করে দিলেন। ৪১ সেই নামের খাতিরে অপমান
বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।
৪২ প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মসীহ যীশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন—একাজে
তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

সেই সাতজন নিয়োগ

৬ সেই দিনগুলিতে, যখন শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন স্থানীয় নয় এমন গ্রীকভাষী ইহুদীরা স্থানীয় হিব্রুদের
বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ তুলল, কারণ দৈনিক সাহায্যদানে তাদের বিধবাদের অবহেলা করা হচ্ছিল। ২ তখন সেই
বারোজন সকল শিষ্যের একটা সভা ডেকে বললেন 'খাদ্য-পরিবেশনে সেবার জন্য ঈশ্বরের বাণী অবহেলা করা
আমাদের উচিত নয়। ৩ ভাই, তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা এমন সাতজনকে বেছে নাও, যাদের সুনাম আছে, যারা
ঐশআত্মা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি। তাদেরই হাতে আমরা এই কাজের ভার তুলে দেব; ৪ আর আমরা প্রার্থনা-সভায়
ও বাণী-সেবায় নিবিষ্ট থাকব।' ৫ এই প্রস্তাব সমবেত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল, আর তারা এই কয়েকজনকে
বেছে নিল: স্তেফান—ইনি ছিলেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি—এবং ফিলিপ, প্রখরস, নিকানোর, তিমন,
পার্মেনাস ও আন্তিওখিয়ার নিকোলাস—ইনি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ৬ তারা এঁদের প্রেরিতদূতদের সামনে
হাজির করল ও প্রার্থনা করার পর তাঁদের উপরে হাত রাখল।
৭ ইতিমধ্যে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল, এবং যেরুসালেমে শিষ্যদের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছিল; যাজকবর্গের
মধ্যেও অনেকে বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেন।

স্তেফানকে গ্রেপ্তার

৮ স্তেফান অনুগ্রহ ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে জনগণের মধ্যে অলৌকিক লক্ষণ ও মহা মহা চিহ্ন-কর্ম সাধন
করছিলেন। ৯ পরে, যাকে বিমুক্তদের সমাজগৃহ বলে, তার কয়েকজন সদস্য এবং সাইরিনি ও আলেক্‌জান্দ্রিয়ার
কয়েকজন লোক এবং সিলিসিয়া ও এশিয়ার অন্য কয়েকজন লোক স্তেফানের সঙ্গে তর্ক করার জন্য উঠে দাঁড়াল;
১০ কিন্তু তিনি যে প্রজ্ঞায় ও আত্মায় কথা বলছিলেন, তা প্রতিরোধ করতে তারা সক্ষম ছিল না; ১১ তাই তারা
কয়েকজন লোককে এই কথা বলতে প্ররোচিত করল, 'আমরা একে মোশী ও ঈশ্বরের নিন্দা করতে শুনেছি।'
১২ জনগণকে এবং প্রবীণদের ও শাস্ত্রীদের উত্তেজিত করে তুলে তারা স্তেফানের উপর এসে পড়ল, এবং গ্রেপ্তার করে
তাঁকে মহাসভায় নিয়ে গেল। ১৩ পরে এমন মিথ্যাসাক্ষী দাঁড় করিয়ে দিল যারা বলল, 'এই লোক অবিরতই এই পবিত্র
স্থানের বিরুদ্ধে ও বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে। ১৪ আমরা নিজেরা একে একথা বলতে শুনেছি যে, নাজারেথীয় এই
যীশু এই স্থান ভেঙে ফেলবে, এবং মোশী যে সকল নিয়ম-প্রথা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন, সে তার পরিবর্তন
ঘটাবে।'
১৫ যাঁরা বিচারসভায় বসছিলেন, তাঁরা সকলে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকালেন, দেখলেন, তাঁর মুখ স্বর্গদূতেরই
মুখের মত।

স্তেফানের উপদেশ

৭ মহাযাজক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই সমস্ত কথা কি সত্য?' ২ উত্তরে তিনি বললেন: 'ভাই ও পিতা সকল, শুনুন!
আমাদের পিতা আব্রাহাম হারানে বসতি করার আগে যখন মেসোপটেমিয়ায় বাস করতেন, তখন গৌরবের ঈশ্বর
তাঁকে দেখা দিয়ে ৩ বললেন, *তোমার দেশ ও তোমার জ্ঞাতিকুটুম্বকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়, এবং সেই দেশের দিকেই
যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব।* ৪ তখন তিনি কাল্দীয়দের দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে হারানে গিয়ে বসতি করলেন,
আর তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে ঈশ্বর সেখান থেকে তাঁর বাস উঠিয়ে তাঁকে এই দেশেই নিয়ে এলেন, যে দেশে আপনারা
এখন বাস করছেন, ৫ কিন্তু তাঁকে তিনি এই দেশে কোন কিছু নিজের অধিকার বলে দিলেন না, এক পা জমিও নয়,
তবু প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি *তাঁকে ও তাঁর পরে তাঁর বংশধরদের এই দেশ নিজস্ব অধিকার বলে দেবেন*—যদিও
আব্রাহাম তখনও নিঃসন্তান ছিলেন! ৬ ঈশ্বর যখন তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তখন তাঁর প্রকৃত কথা এ ছিল: *তাঁর
বংশধরেরা বিদেশে প্রবাসী হবে, এবং সেখানকার লোকেরা চারশ' বছর ধরে তাদের নিজেদের দাসত্বে রাখবে ও
অত্যাচার করবে। ৭ কিন্তু তারা যে জাতির দাস হবে, আমিই সেই জাতির বিচার করব।* ঈশ্বর আরও বললেন,
তারপরে তারা বেরিয়ে আসবে, এবং এই স্থানে আমার উপাসনা করবে। ৮ তাঁকে তিনি পরিচ্ছেদন-সন্ধিও দিলেন:
তাই আব্রাহামের সন্তান ইসায়াকের জন্ম হলে *তিনি অষ্টম দিনে তাঁকে পরিচ্ছেদিত করলেন;* একই প্রকারে ইসায়াক
যাকোবকে, ও যাকোব সেই বারোজন কুলপতিকে পরিচ্ছেদিত করলেন। ৯ কিন্তু কুলপতিরা *যোসেফকে ঈর্ষা করে
তাঁকে মিশরে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করলেন। তবু ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন,* ১০ এবং তাঁর সমস্ত ক্লেশ থেকে
তাঁকে উদ্ধার করলেন ও *মিশর-রাজ ফারাওর সামনে তাঁকে এতই অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা দান করলেন যে, ফারাও তাঁকে
মিশরের ও নিজের সমস্ত গৃহের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করলেন। ১১ পরে সারা মিশর জুড়ে ও কানান দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা
দিল,* ভীষণ ক্লেশ ঘটল, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের খাদ্যের অভাব হল। ১২ *মিশরে খাদ্য-সামগ্রী আছে শুনে*

যাকোব আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রথমবার পাঠালেন; ১৩ দ্বিতীয়বার *যোসেফ ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন,*
এবং ফারাওর কাছে যোসেফের জাতির পরিচয় প্রকাশ পেল। ১৪ তখন যোসেফ নিজের পিতা যাকোবকে ও নিজের
গোটা পরিবার-পরিজনদের—মোট পঁচাত্তরজন লোককে—নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। ১৫ যাকোব মিশরে
গেলেন; এবং সেখানে তাঁর ও আমাদের পিতৃপুরুষদের মৃত্যু হওয়ার পর ১৬ *তাঁদের দেহ সিখেমে আনা হল ও সেই*
সমাধিগুহায় তাঁদের সমাধি দেওয়া হল, যা আব্রাহাম সিখেমের পিতা সেই হামোরের সন্তানদের কাছ থেকে টাকার
বিনিময়ে *কিনেছিলেন।*

১৭ আব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণের সময় যখন কাছে আসছে, তখন মিশরে *জাতি*
বৃদ্ধি পেতে পেতে বিপুল হয়ে উঠল। ১৮ শেষে *মিশরের রাজপদে এমন এক রাজা আবির্ভূত হলেন, যিনি যোসেফ*
সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। ১৯ তিনি *আমাদের জাতির সঙ্গে ছলচাতুরি করলেন, ও আমাদের পিতৃপুরুষদের*
এমনভাবেই অত্যাচার করলেন তাঁরা যেন নিজেদের শিশুদের বাইরে ফেলে রাখতে বাধ্য হন, যাতে তারা না বাঁচে।
২০ সেসময়েই মোশীর জন্ম হয়। তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন; তিন মাস ধরে তাঁকে নিজের পিতার ঘরে
লালন-পালন করা হল। ২১ পরে, যখন তাঁকে বাইরে ফেলে রাখা হল, তখন ফারাওর কন্যা তাঁকে দত্তক রূপে গ্রহণ
করলেন ও নিজের সন্তান বলে লালন-পালন করলেন। ২২ এভাবে মোশীকে মিশরীয়দের সমস্ত জ্ঞান-বিদ্যা শিক্ষা
দেওয়া হল; এবং তিনি কথা-কর্মে পরাক্রমী হয়ে উঠলেন। ২৩ যখন তাঁর প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়, তখন তিনি
নিজের ভাই সেই ইস্রায়েল সন্তানদের দেখতে যাবেন বলে স্থির করলেন। ২৪ একজনের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে
দেখে তিনি তার পক্ষে দাঁড়িয়ে সেই মিশরীয়কে আঘাত করায় অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে প্রতিশোধ নিলেন। ২৫ তিনি
মনে করছিলেন, তাঁর ভাইয়েরা বুঝবে যে, ঈশ্বর তাঁর হাত দিয়ে তাদের পরিত্রাণ সাধন করছেন, কিন্তু তারা বুঝল
না। ২৬ পরদিন তারা যখন মারামারি করছিল, তখন তিনি সেখানে দেখা দিয়ে মিল ঘটাতে চেষ্টা করলেন; বললেন,
তোমরা তো পরস্পরের ভাই! এত হানাহানি কেন? ২৭ কিন্তু *নিজের প্রতিবেশীকে যে আক্রমণ করেছিল,* সে ধাক্কা
মেরে এই বলে তাঁকে সরিয়ে দিল, *আমাদের উপরে কে তোমাকে জননায়ক ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে?*
২৮ *গতকাল তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা করেছিলে, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?* ২৯ এই কথায়
মোশী পালিয়ে গিয়ে *মিদিয়ান দেশে প্রবাসী হয়ে থাকলেন;* সেখানে দুই পুত্রসন্তানের পিতা হলেন।

৩০ চল্লিশ বছর অতিবাহিত হলে সিনাই পর্বতের প্রান্তরে *এক দূত জ্বলন্ত এক ঝোপে অগ্নিশিখার মধ্যে তাঁকে দেখা*
দিলেন। ৩১ মোশী এই দৃশ্যে আশ্চর্য হয়ে রইলেন, এবং *ভাল করে দেখবার জন্য কাছে এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময়ে*
প্রভুর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: ৩২ *আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর: আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের ঈশ্বর!* মোশী
কম্পিত হয়ে সেদিকে তাকাতে সাহস করলেন না। ৩৩ প্রভু তাঁকে বললেন, *পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে*
তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তা পবিত্র ভূমি। ৩৪ *মিশরে আমার আপন জনগণের দুর্দশা আমি দেখেছি, তাদের হাহাকার শুনেছি,*
আর তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি; এখন এসো, আমি তোমাকে মিশরে প্রেরণ করছি।

৩৫ এই যে মোশীকে তারা এই ব'লে অস্বীকার করেছিল, কে তোমাকে জননায়ক ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে,
সেই মোশীকেই ঈশ্বর ঝোপের মধ্যে-দেখা-দেওয়া সেই দূত দ্বারা জননায়ক ও মুক্তিসাধক করে প্রেরণ করলেন।
৩৬ ইনিই মিশরে, লোহিত সাগরে ও চল্লিশ বছর ধরে প্রান্তরে নানা অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্ন-কর্ম সাধন করে তাদের
বের করে আনলেন। ৩৭ এই মোশীই ইস্রায়েল সন্তানদের এই কথা বললেন, *ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের*
মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন। ৩৮ প্রান্তরে সেই জনসমাবেশের দিনে তিনিই তো উপস্থিত ছিলেন:
যে দূত সিনাই পর্বতে তাঁর কাছে কথা বলেছিলেন, তিনিই সেই দূত এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে মধ্যস্থ
ছিলেন। তিনিই সেই জীবন-বাণী পেলেন যেন সেই বাণী আমাদের দান করেন। ৩৯ অথচ আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর
প্রতি বাধ্য হতে চাইলেন না, বরং তাঁকে সরিয়ে দিলেন, মনে মনে মিশরে ফিরে গেলেন, ৪০ এবং আরোনকে বললেন,
আমাদের জন্য এমন দেবতাদের মূর্তি তৈরি কর যাঁরা আমাদের আগে আগে চলবেন, কেননা এই যে মোশী মিশর
দেশ থেকে আমাদের এখানে এনেছেন, তাঁর কি ঘটল তা আমরা জানি না। ৪১ সেসময়ে তাঁরা একটা বাছুর তৈরি করে
সেই মূর্তির প্রতি বলি উৎসর্গ করলেন, ও নিজেদের হাতে গড়া বস্তুর জন্য ফুর্তি করলেন। ৪২ কিন্তু ঈশ্বর তাঁদের প্রতি
বিমুখ হলেন, আকাশের তারকা-বাহিনীর উপাসনায় তাঁদের ছেড়ে দিলেন, ঠিক যেমনটি নবীদের পুস্তকে লেখা আছে:

হে ইস্রায়েলকুল, প্রান্তরে সেই চল্লিশ বছর ধরে
তোমরা কি আমার প্রতি কোন বলি বা যজ্ঞ উৎসর্গ করলে?
৪৩ *তোমরা বরং মোলক দেবের তাঁবু*
ও রেফান দেবের তারাটা তুলে বহন করলে,
সেই মূর্তি দু'টো যা পূজা করার জন্য তোমরা গড়েছিলে!
তাই আমি তোমাদের বাবিলনের ওপার দেশে দেশছাড়া করতে যাচ্ছি।

৪৪ যেমন তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে প্রান্তরে আমাদের পিতৃপুরুষদের সেই সাক্ষ্য-তাঁবু ছিল; মোশী
তাঁবুর যে নমুনা দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁকে তিনি সেই নমুনা অনুসারেই তাঁবুটা তৈরি করতে বলেছিলেন। ৪৫ আর
সেই তাঁবু গ্রহণ করে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যোশুয়ার সঙ্গে তা সঙ্গে করে বহন ক'রে সেই জাতিগুলির
অধিকার-ভূমিতে প্রবেশ করলেন যাদের ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁবুটা

দাউদের সময় পর্যন্ত রইল। ৪৬ ইনি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ পেলেন, এবং *যাকোবের ঈশ্বরের জন্য একটি আবাস প্রস্তুত
করার অনুমতি যাচ্না করলেন;* ৪৭ *সলোমনই কিন্তু তাঁর জন্য একটি গৃহ গেঁথে তুললেন।* ৪৮ তবু পরাৎপর যিনি, তিনি
তো হাতে গড়া এক গৃহে বাস করেন না, যেমনটি নবী বলেন:

৪৯ *যখন স্বর্গ আমার সিংহাসন*
ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ,
তখন—প্রভু বলছেন—
আমার জন্য তোমরা কেমন গৃহ গেঁথে তুলবে?
৫০ *কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান?*
আমারই হাত কি এই সবকিছু গড়েনি?

৫১ হে জেদি মানুষ! আপনাদের কান ও হৃদয়ই অপরিচ্ছেদিত! আপনারা সবসময় পবিত্র আত্মাকে প্রতিরোধ করে
থাকেন: আপনাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন, আপনারাও তেমন। ৫২ আপনাদের পিতৃপুরুষেরা নবীদের মধ্যে কাকেই বা
নির্যাতন করেননি? যাঁরা সেই ধর্মাত্মারই আগমন-সংবাদ দিতেন যাঁর প্রতি আপনারা কিছু দিন আগে বিশ্বাসঘাতকতা
করেছেন ও হত্যা করেছেন, তাঁদেরই তাঁরা হত্যা করতেন; ৫৩ হ্যাঁ, সেই আপনারাই, যাঁরা দূতদের হাত দিয়ে বিধান
পাওয়া সত্ত্বেও তা পালন করেননি!'

স্তেফানের মৃত্যু
ভক্তমণ্ডলীর নির্যাতক সৌল

৫৪ এই কথা শুনে তাঁরা অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, তাঁর দিকে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। ৫৫ কিন্তু তিনি পবিত্র
আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেলেন; এও দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের
ডান পাশে যীশু দাঁড়িয়ে আছেন; ৫৬ তিনি বলে উঠলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ উন্মুক্ত, এবং মানবপুত্র ঈশ্বরের
ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।' ৫৭ তাঁরা কানে আঙুল দিয়ে জোর গলায় চিৎকার করতে লাগলেন আর সবাই মিলে তাঁর
উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন; ৫৮ এবং তাঁকে শহর থেকে বের করে এনে পাথর ছুড়ে মারতে লাগলেন; সাক্ষীরা নিজেদের
জামাকাপড় সৌল নামে একটি যুবকের পায়ের কাছে রাখল। ৫৯ তারা স্তেফানকে পাথর মারতে মারতেই তিনি এই
মিনতি নিবেদন করলেন, 'প্রভু যীশু, আমার আত্মা গ্রহণ কর।' ৬০ পরে নতজানু হয়ে জোর গলায় বলে উঠলেন, 'প্রভু,
এই পাপের জন্য এদের দায়ী করো না।' এবং এ বলে নিদ্রা গেলেন।
৮ তাঁর হত্যায় সৌলের সম্মতি ছিল।
সেদিন যেরুসালেমের মণ্ডলীর উপর তীব্র নির্যাতন শুরু হল; প্রেরিতদূতেরা ছাড়া অন্য সকলে যুদা ও সামারিয়ার
নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। ২ ভক্তপ্রাণ কয়েকজন মানুষ স্তেফানের সমাধি দিল ও তাঁর জন্য মহাশোক পালন করল।
৩ ইতিমধ্যে সৌল মণ্ডলীকে উচ্ছেদ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন: ঘরে ঘরে ঢুকে তিনি পুরুষ-নারী
সকলকেই টেনে নিয়ে কারাগারে তুলে দিচ্ছিলেন।

সামারিয়ায় ঈশ্বরের বাণী

৪ যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা তখন স্থানে স্থানে ঘুরে ঘুরে শুভসংবাদের বাণী প্রচার করছিল। ৫ আর
ফিলিপ সামারিয়ার এক শহরে গিয়ে লোকদের কাছে সেই খ্রীষ্টের কথা প্রচার করতে লাগলেন। ৬ লোকেরা ফিলিপের
কথা শুনে ও তাঁর সাধিত চিহ্ন-কর্মগুলো দেখে একমন হয়ে তাঁর কথায় মনোযোগ দিত। ৭ কারণ অশুচি আত্মাগ্রস্ত
অনেক লোক থেকে সেই সকল আত্মা জোর গলায় চিৎকার করে বের হচ্ছিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও খোঁড়া
মানুষ সুস্থ হচ্ছিল। ৮ তাতে সেই শহরে বড়ই আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।
৯ সিমোন নামে একটি লোক সেই শহরে বেশ কিছু দিন ধরে তন্ত্রমন্ত্র সাধনে সামারিয়ার লোকদের মুগ্ধ করছিল;
সে নিজেকে একটা মহা ব্যক্তিত্ব বলে দাবি করত; ১০ তার কথায় ছোট বড় সকলে কান দিত; তারা বলত: 'ইনি তো
ঈশ্বরের সেই পরাক্রম, যা মহাপরাক্রম বলা হয়।' ১১ তারা এজন্যই তার কথায় কান দিত, কারণ বহুদিন থেকে
লোকটা নিজের তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা তাদের মুগ্ধ করে আসছিল। ১২ কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশুখ্রীষ্টের নাম বিষয়ে
শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলে তারা যখন তাঁর কথায় বিশ্বাস করল, তখন পুরুষ ও নারীও দীক্ষাস্নাত হতে লাগল;
১৩ এমনকি, সিমোন নিজেও বিশ্বাসী হল, এবং দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার পর ফিলিপের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে লাগল;
অনেক চিহ্ন ও মহা মহা পরাক্রম-কর্ম ঘটছে দেখে সে একেবারে মুগ্ধ হল।
১৪ যেরুসালেমে প্রেরিতদূতেরা যখন শুনতে পেলেন যে, সামারিয়া ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করে নিয়েছে, তখন তাঁরা
পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন। ১৫ এসে তাঁরা তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র
আত্মাকে পায়; ১৬ কেননা পবিত্র আত্মা তাদের কারও উপরে তখনও আসেননি; বাস্তবিকই তারা কেবল প্রভু
যীশু-নামের উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছিল। ১৭ তখন তাঁরা তাদের উপর হাত রাখলেন, আর তারা পবিত্র আত্মাকে
পেল।

১৮ সিমোন যখন দেখল, প্রেরিতদূতেরা হাত রাখার ফলে পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হচ্ছে, তখন তাঁদের কাছে টাকা
এনে ১৯ বলল, 'আমাকেও এই অধিকার দিন, আমি যার উপর হাত রাখব, সে যেন পবিত্র আত্মাকে পায়।' ২০ পিতর
তাকে বললেন, 'তোমার টাকা তোমার সঙ্গে নষ্ট হোক, তুমি যে ভেবেছ, ঈশ্বর যা বিনামূল্যে দান করেছেন তা তুমি
টাকা দিয়ে কিনতে পারবে! ২১ এই ব্যাপারে তোমার কোন ভূমিকা নেই, কোন অংশও নেই, কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে
তোমার হৃদয় সরল নয়। ২২ তোমার এই শঠতা থেকে মন ফেরাও, এবং প্রভুর কাছে মিনতি কর, যেন তোমার হৃদয়ের
এই মতলবের ক্ষমা হতে পারে। ২৩ কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি তিক্ত পিত্তে ও অধর্মের বাঁধনে পড়ে রয়েছ।'
২৪ সিমোন উত্তরে বলল, 'আপনারাই আমার জন্য প্রভুর কাছে মিনতি করুন, আপনারা যা কিছু বললেন, তার কিছুই
যেন আমার উপর না নেমে আসে।' ২৫ আর তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে ও প্রভুর বাণী প্রচার করে যেরুসালেমে ফিরে যেতে
যেতে সামারীয়দের অনেক গ্রামে শুভসংবাদ প্রচার করলেন।

ফিলিপ ও সেই ইথিওপীয় রাজকর্মচারী

২৬ প্রভুর দূত ফিলিপকে একথা বললেন, 'ওঠ, যে পথ যেরুসালেম থেকে গাজা শহরের দিকে নেমে গেছে, সেই
পথ ধরে দক্ষিণ দিকে যাও; পথটা জনশূন্য।' ২৭ তিনি উঠে রওনা হলেন। আর দেখ, একজন ইথিওপীয় যেরুসালেমে
তীর্থ করতে গিয়েছিলেন; তিনি ছিলেন কান্দাকের অর্থাৎ ইথিওপিয়ার রানীর একজন উচ্চপদস্থ কঞ্চুকী, তাঁর সমস্ত
ধনাগারের অধ্যক্ষ। ২৮ সেসময়ে তিনি ফিরে আসছিলেন, এবং রথে বসে নবী ইসাইয়ার পুস্তক পড়ছিলেন। ২৯ আত্মা
ফিলিপকে বললেন, 'কাছে এগিয়ে যাও, সেই রথের সঙ্গে সঙ্গে চল।' ৩০ ফিলিপ দৌড় দিয়ে কাছে গিয়ে শুনতে
পেলেন, তিনি নবী ইসাইয়ার পুস্তক পড়ছেন। ফিলিপ বললেন, 'আপনি যা পড়ছেন, তা কি বুঝতে পারছেন?' ৩১ তিনি
উত্তর দিলেন, 'কেউই আমাকে বুঝিয়ে না দিলে আমি কেমন করে বুঝতে সক্ষম হয়ে উঠব?' আর তিনি ফিলিপকে
নিজের কাছে উঠে বসতে অনুরোধ করলেন। ৩২ শাস্ত্রের যে বচন তিনি পড়ছিলেন, তা এ:

তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত,
লোম-কাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে,
তিনি তেমনি মুখ খুললেন না।
৩৩ *তাঁর অবমাননায় তিনি ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হলেন,*
কিন্তু তাঁর বংশধরদের কাহিনী কেইবা বর্ণনা করতে পারবে?
কেননা তাঁর জীবন পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করা হল।

৩৪ ফিলিপকে উদ্দেশ করে কঞ্চুকী বললেন, 'আপনার দোহাই, নবী কার্ বিষয়ে একথা বলেন? নিজের বিষয়ে, না
অন্য কারও বিষয়ে?' ৩৫ তখন ফিলিপ শাস্ত্রের সেই বচন থেকে শুরু করে তাঁর কাছে যীশুর শুভসংবাদ প্রচার করতে
লাগলেন। ৩৬ পথে যেতে যেতে তাঁরা এক জলাশয়ের কাছে এসে উপস্থিত হলেন; কঞ্চুকী বললেন, 'এই যে, এখানে
জল আছে; আমার দীক্ষাস্নাত হবার বাধা কী?' [৩৭ ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'আপনি যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস
করেন, তবে দীক্ষাস্নাত হতে পারেন।' কঞ্চুকী উত্তরে বললেন, 'যীশুখ্রীষ্ট যে ঈশ্বর-পুত্র, একথা আমি বিশ্বাস করি।']
৩৮ তিনি রথ থামাতে বললেন, আর ফিলিপ ও কঞ্চুকী দু'জনে জলের মধ্যে নামলেন এবং ফিলিপ তাঁকে দীক্ষাস্নাত
করলেন। ৩৯ তাঁরা জল থেকে উঠে এলে প্রভুর আত্মা ফিলিপকে তুলে নিয়ে গেলেন, আর সেই কঞ্চুকী তাঁকে আর
দেখতে পেলেন না; আর তিনি আনন্দিত মনে নিজ পথে এগিয়ে চললেন। ৪০ কিন্তু ফিলিপ হঠাৎ আজোতাসে দেখা
দিলেন; তিনি শহরে শহরে ঘুরে শুভসংবাদ প্রচার করতে করতে শেষে সীজারিয়াতে এসে উপস্থিত হলেন।

স্বয়ং খ্রীষ্ট দ্বারা আহূত সৌল

৯ ইতিমধ্যে সৌল প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে নিশ্বাসে নিশ্বাসে হুমকি ও হত্যাকাণ্ডের কথা ব্যক্ত করতে করতে
মহাযাজকের কাছে গেলেন ২ ও দামাস্কাসের সমাজগৃহগুলির জন্য পত্র চাইলেন, যেন সেই পথাবলম্বী পুরুষ ও নারী
যাকেই পান, তাদের বেঁধে যেরুসালেমে নিয়ে আসতে পারেন। ৩ আর এমনটি ঘটল যে, তিনি যেতে যেতে
দামাস্কাসের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ আকাশ থেকে আলো তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে
লাগল। ৪ তিনি মাটিতে পড়ে শুনতে পেলেন, এক কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছে, 'সৌল, সৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ?'
৫ তিনি বললেন, 'প্রভু, আপনি কে?' আর উত্তর হল এ, 'আমি যীশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। ৬ এবার ওঠ, শহরে
প্রবেশ কর; আর তোমাকে কী করতে হবে, তা তোমাকে বলা হবে।' ৭ তাঁর সহযাত্রীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল:
কণ্ঠটি তারা শুনেছিল বটে, অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। ৮ সৌল মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু চোখ খুলে কিছুই
দেখতে পাচ্ছিলেন না; তাই তারা তাঁকে হাত ধরে দামাস্কাসে চালিত করল। ৯ তিন দিন ধরে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে
থাকলেন; খাদ্য বা পানীয় কিছুই স্পর্শ করলেন না।
১০ দামাস্কাসে আনানিয়াস নামে একজন শিষ্য ছিলেন। দর্শনযোগে প্রভু তাঁকে বললেন, 'আনানিয়াস!' তিনি
বললেন, 'প্রভু, এই যে আমি।' ১১ প্রভু তাঁকে বললেন, 'ওঠ, "সরল সরণী" নামে রাস্তায় গিয়ে যুদার বাড়িতে
তার্সসের সৌল নামে মানুষের সন্ধান কর; এ মুহূর্তে সে প্রার্থনা করছে; ১২ এবং দেখতে পেয়েছে, আনানিয়াস নামে
একজন মানুষ এসে তার উপর হাত রাখছে সে যেন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।' ১৩ কিন্তু আনানিয়াস প্রতিবাদ করে

বললেন, 'প্রভু, আমি অনেকের কাছে এই লোকটার বিষয় শুনেছি, সে যেরুসালেমে তোমার পবিত্রজনদের কত ক্ষতিই
না করেছে; ১৪ তাছাড়া, যত লোক তোমার নাম করে, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রধান যাজকদের কাছে
ক্ষমতা পেয়েছে।' ১৫ প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি যাও, কারণ জাতিগুলোর ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের
সাক্ষাতে আমার নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার উদ্দেশ্যে সে আমার মনোনীত পাত্র; ১৬ আমি নিজেই তাকে দেখাব
আমার নামের জন্য তাকে কত ক্লেশ ভোগ করতে হবে।' ১৭ তখন আনানিয়াস চলে গিয়ে সেই বাড়িতে প্রবেশ
করলেন, এবং তাঁর উপর হাত রেখে বললেন, 'ভাই সৌল, প্রভু আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন—সেই যীশুই,
যিনি তোমার আসার পথে তোমাকে দেখা দিলেন—যেন তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পার ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ
হও।' ১৮ আর তখনই তাঁর চোখ থেকে আঁসের মত কী যেন পড়ে গেল আর তিনি আবার চোখে দেখতে পেলেন;
তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দীক্ষাস্নাত হলেন, ১৯ তারপর কিছুটা খেয়ে শক্তি ফিরে পেলেন।

দামাস্কাসে সৌলের বাণীপ্রচার

কিছু দিনের মত তিনি দামাস্কাসে শিষ্যদের সঙ্গে থেকে গেলেন, ২০ এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজগৃহগুলিতে প্রচার করতে
লাগলেন যে, 'যীশুই ঈশ্বরের পুত্র।' ২১ যারা তাঁর কথা শুনত, তারা সকলে স্তম্ভিত হত; তারা বলত, 'এ কি সেই
লোকটা নয় যে, যারা এ নাম করে, তাদের যেরুসালেমে তীব্রভাবে অত্যাচার করত, এবং তাদের গ্রেপ্তার করে প্রধান
যাজকদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছিল?' ২২ সৌলের ক্ষমতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল, এবং
দামাস্কাসের ইহুদী উপনিবেশের লোকদের তিনি দিশেহারা করে দিতেন: তাদের প্রমাণ দিতেন যে, যীশুই সেই খ্রীষ্ট।
২৩ এভাবে বেশ কয়েক দিন কেটে গেল, পরে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করল; ২৪ কিন্তু সৌল তাদের
চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন; তাঁকে হত্যা করার লক্ষ্যে তারা নগরদ্বারগুলিতে দিনরাত পাহারা দিতে লাগল,
২৫ কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে রাতে নিয়ে একটা ঝুড়িতে করে নগরপ্রাচীর দিয়ে নামিয়ে দিল।

যেরুসালেমে সৌল

২৬ যেরুসালেমে এসে উপস্থিত হয়ে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু সকলে তাঁকে ভয়
করত—তিনি যে শিষ্য, একথা কেউই বিশ্বাস করত না। ২৭ তবু বার্নাবাস তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে প্রেরিতদূতদের
সামনে হাজির করলেন; এবং তাঁর সেই যাত্রাকালে তিনি কীভাবে প্রভুকে দেখতে পেয়েছিলেন, ও প্রভু যে তাঁর সঙ্গে
কথা বলেছিলেন, এবং কীভাবে তিনি দামাস্কাসে যীশুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, এই সমস্ত কথা
তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন। ২৮ তাই সৌল তাঁদের সঙ্গে থেকে যেরুসালেমের এখানে ওখানে যেতে লাগলেন; তিনি
প্রভুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার করতেন। ২৯ কিন্তু তিনি গ্রীকভাষী ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনা ও তর্ক করার পর
তারা তাঁকে হত্যা করবে বলে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হল। ৩০ কথাটা জানতে পেরে ভাইয়েরা তাঁকে সীজারিয়ায় নিয়ে গেলেন,
এবং সেখান থেকে তার্সসের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।
৩১ সেসময় যুদেয়া, গালিলেয়া ও সামারিয়ায় জনমণ্ডলী শান্তি ভোগ করছিল, নিজেকে গেঁথে তুলছিল, এবং
প্রভুভয়ে ও পবিত্র আত্মার সহায়তায় চলতে চলতে বৃদ্ধি লাভ করছিল।

এনেয়াসের সুস্থতা-লাভ

৩২ তখন এমনটি ঘটল যে, পিতর অবিরত ঘুরতে ঘুরতে লিদ্দা-নিবাসী পবিত্রজনদের কাছেও গেলেন। ৩৩ সেখানে
তিনি এনেয়াস নামে একজনের দেখা পেলেন, যে আট বছর ধরে বিছানায় পড়ে ছিল: তার পক্ষাঘাত হয়েছিল।
৩৪ পিতর তাকে বললেন, 'এনেয়াস, যীশুখ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করলেন: ওঠ, তোমার বিছানা ঠিক কর।' আর সে
তখনই উঠে দাঁড়াল। ৩৫ লিদ্দা ও শারোনের অধিবাসীরা সকলেই তাকে দেখতে পেল ও প্রভুর দিকে ফিরল।

তাবিথার পুনর্জীবনলাভ

৩৬ যাফায় একজন শিষ্যা ছিলেন যাঁর নাম তাবিথা, অর্থাৎ হরিণী। তিনি নানা সৎকর্ম সাধনে ও অর্থদানে সবসময়
ব্যস্ত থাকতেন। ৩৭ ঠিক এসময়ে তিনি পীড়িতা হয়ে পড়ে মারা গেছিলেন। লোকেরা তাঁর মৃতদেহ ধৌত করে
উপরতলার একটা কক্ষে শুইয়ে রেখেছিল। ৩৮ লিদ্দা যাফার কাছাকাছি হওয়ায়, পিতর লিদ্দায় আছেন শুনে শিষ্যেরা
তাঁর কাছে দু'জন লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করল, 'দেরি না করে আমাদের কাছে আসুন।' ৩৯ পিতর উঠে তাদের কাছে
চললেন। তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলে তারা তাঁকে সেই উপরতলার কক্ষে নিয়ে গেল, আর বিধবারা সকলে
চোখের জল ফেলতে ফেলতে এগিয়ে এসে তাঁকে সেই সব জামাকাপড় দেখাতে লাগল যা হরিণী তাদের মধ্যে বেঁচে
থাকার সময়ে নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। ৪০ পিতর সকলকে বের করে দিয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন; পরে
সেই মৃতদেহের দিকে ফিরে বললেন, 'তাবিথা, ওঠ।' তিনি চোখ খুললেন, পিতরকে দেখলেন, ও উঠে বসলেন।
৪১ পিতর তাঁকে পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন; পরে পবিত্রজনদের ও বিধবাদের ডেকে তাঁকে জীবিত অবস্থায়
দেখালেন।
৪২ একথা যাফার সব জায়গায় জানা হল, এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী হল। ৪৩ পিতর অনেক দিন
যাফায় থেকে গেলেন; তিনি সিমোন নামে একজন চামারের বাড়িতে ছিলেন।

কর্নেলিউসের দর্শন-লাভ

১০ সীজারিয়াতে কর্নেলিউস নামে একজন লোক ছিলেন, যিনি 'ইতালীয়' সৈন্যদলের একজন শতপতি। ২ তিনি ও
তাঁর বাড়ির সকলে ছিলেন ভক্তপ্রাণ ও ঈশ্বরভীরু। তিনি ইহুদী জনগণের প্রতি যথেষ্ট দানশীল ছিলেন এবং রীতিমত
ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করতেন। ৩ একদিন বেলা তিনটের দিকে তিনি দর্শনযোগে স্পষ্ট দেখতে পেলেন,
ঈশ্বরের দূত তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলছেন, 'কর্নেলিউস।' ৪ তাঁর দিকে তাকিয়ে ভয়ে অভিভূত হয়ে তিনি বললেন,
'প্রভু, এ কী?' দূত তাঁকে বললেন, 'তোমার প্রার্থনা ও তোমার অর্থদান সবই স্মৃতিচিহ্ন রূপে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের চরণে
পৌঁছেছে। ৫ তুমি এখন যাফায় কয়েকজন লোক পাঠিয়ে সিমোন নামে একজনকে—যে পিতর বলেও পরিচিত—
এখানে ডাকিয়ে আন; ৬ সে সিমোন নামে একজন চামারের বাড়িতে বাস করছে, তার ঘর সমুদ্রের ধারে।'
৭ কর্নেলিউসের সঙ্গে যে দূত কথা বললেন, তিনি চলে গেলে কর্নেলিউস নিজের দু'জন দাসকে ও তাঁর খাস সৈন্যদের
এমন একজনকে ডেকে পাঠালেন যে ধর্মপ্রাণ, ৮ আর তাদের কাছে এই সমস্ত কথা বলে যাফায় পাঠিয়ে দিলেন।

পিতরের দর্শন-লাভ

৯ পরদিন তারা পথে যেতে যেতে যখন শহরের কাছে এসে উপস্থিত হল, তখন পিতর আনুমানিক বারোটায় সেই
সময়ের প্রার্থনা সেরে নেবার জন্য ছাদের উপরে উঠলেন। ১০ তাঁর ক্ষুধা পেলে তিনি কিছুটা খেতে ইচ্ছা করলেন; কিন্তু
লোকেরা খাবারের ব্যবস্থা করার আগে তাঁর ভাবসমাধি হল। ১১ তিনি দেখতে পেলেন, আকাশ উন্মুক্ত, এবং বড়
চাদরের মত কী যেন একটা জিনিস নেমে আসছে, তার চার কোণ ধরে তা পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে; ১২ আর
তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সব ধরনের চতুষ্পদ প্রাণী ও সরিসৃপ এবং আকাশের পাখি। ১৩ তারপর তাঁর কাছে এক
কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'ওঠ, পিতর; ওগুলো মেরে খাও।' ১৪ কিন্তু পিতর বললেন, 'প্রভু, এমনটি না হোক! আমি
কখনও অপবিত্র বা অশুচি কিছু খাই না।' ১৫ তখন, দ্বিতীয়বারের মত, তাঁর কাছে সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'ঈশ্বর যা
শুচি করেছেন, তা তুমি অপবিত্র বলো না।' ১৬ এভাবে তিনবার হল, পরে হঠাৎ সেই জিনিসটা আবার আকাশে তুলে
নেওয়া হল। ১৭ পিতর এই যে দর্শন পেয়েছিলেন, তার কী অর্থ হতে পারে, এবিষয়ে মনে মনে ভাবছিলেন, সেসময়ে
কর্নেলিউসের পাঠানো লোকেরা সিমোনের বাড়ি খোঁজ করার পর ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল; ১৮ তারা ডেকে
জিজ্ঞাসা করছিল, সিমোন যাঁকে পিতর বলে, তিনি সেখানে ছিলেন কিনা। ১৯ পিতর তখনও দর্শনের কথা ভাবছেন,
সেসময়ে আত্মা বললেন, 'দেখ, কয়েকজন লোক তোমাকে খুঁজছে। ২০ ওঠ, নিচে নাম, দ্বিধা না করে তাদের সঙ্গে
যাও, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি।' ২১ পিতর নেমে গিয়ে সেই লোকদের বললেন, 'দেখ, তোমরা যাকে খুঁজছ,
আমিই সে; কিসের জন্য এসেছ?' ২২ তারা বলল, 'শতপতি কর্নেলিউস, যিনি একজন ধার্মিক ও ঈশ্বরভীরু ব্যক্তি, ও
সমস্ত ইহুদী জাতি যাঁর সুখ্যাতি করে, তিনি পবিত্র দূতের মধ্য দিয়ে এমন আদেশ পেয়েছেন, যেন আপনাকে নিজের
বাড়িতে আনবার ব্যবস্থা ক'রে আপনার নিজেরই মুখ থেকে কথা শোনেন।' ২৩ তাই পিতর তাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে
তাদের প্রতি আতিথেয়তা দেখালেন।

পরদিন উঠে তিনি তাদের সঙ্গে চললেন, যাফার ভাইদের মধ্যে কয়েকজনও তার সঙ্গে গেল। ২৪ পরদিন তাঁরা
সীজারিয়ায় এসে পৌঁছলেন; কর্নেলিউস তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সমবেত করে তাঁদের
অপেক্ষায় ছিলেন। ২৫ পিতর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে কর্নেলিউস এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে পড়ে প্রণিপাত
করলেন। ২৬ কিন্তু পিতর তাঁকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে বললেন, 'উঠুন; আমি নিজেও মানুষ।' ২৭ তারপর তিনি তাঁর
সঙ্গে আলাপ করতে করতে প্রবেশ করে দেখলেন, অনেক লোক সমবেত আছে। ২৮ তখন তিনি তাদের বললেন,
'আপনারা তো জানেন, অন্য জাতির কোন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা কিংবা তার কাছে যাওয়া ইহুদীর পক্ষে
বিধেয় নয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে অপবিত্র বা অশুচি বলা উচিত নয়। ২৯ এজন্য
আমাকে ডেকে পাঠানো হলে আমি কোন আপত্তি না করে এসেছি। তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপনারা কোন্
উদ্দেশ্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?' ৩০ কর্নেলিউস উত্তরে বললেন, 'আজ চার দিন হল, আমি এই সময়ের দিকে
ঘরের মধ্যে বিকেল তিনটের প্রার্থনা সেরে নিচ্ছিলাম, এমন সময়ে উজ্জ্বল পোশাক পরা এক পুরুষ হঠাৎ আমার
সামনে এসে দাঁড়ালেন; ৩১ তিনি বললেন, কর্নেলিউস, তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে, এবং তোমার অর্থদান সবই
ঈশ্বরের চরণে স্মরণ করা হয়েছে। ৩২ সুতরাং যাফায় লোক পাঠিয়ে সিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডাকিয়ে আন;
সে সমুদ্রের ধারে সিমোন চামারের বাড়িতে থাকছে। ৩৩ এজন্য আমি দেরি না করে আপনার কাছে লোক পাঠিয়ে
দিলাম। আপনি এসেছেন, ভালই করেছেন। তাই এখন আমরা সকলে আপনার সামনে সমবেত আছি। প্রভু আপনাকে
যা কিছু আদেশ করেছেন, আমরা তা শুনব।'

কর্নেলিউসের বাড়িতে পিতরের উপদেশ

৩৪ তখন পিতর কথা বলতে লাগলেন, 'আমি সত্যিই বুঝতে পারছি, ঈশ্বর কারও পক্ষপাত করেন না; ৩৫ কিন্তু
প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেউ তাঁকে ভয় করে ও ন্যায় পালন করে, সে তাঁর গ্রহণীয় হয়। ৩৬ তিনি ইস্রায়েল
সন্তানদের কাছে বাণী প্রেরণ করলেন, এবং তাদেরই কাছে যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা এই শান্তির শুভসংবাদ বহন করা হল যে,
ইনিই সকলের প্রভু।

৩৭ যোহন-প্রচারিত দীক্ষাস্নানের পর থেকে গালিলেয়াতে আরম্ভ ক'রে সমস্ত যুদেয়ায় সম্প্রতি কী ঘটেছে, আপনারা
তা জানেন: ৩৮ অর্থাৎ, কেমন করে ঈশ্বর নাজারেথের সেই যীশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে অভিষিক্ত করেছিলেন।
তিনি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং দিয়াবলের শক্তির অধীনে থাকা যত মানুষকে সুস্থ
করে তুলছিলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ৩৯ আর তিনি ইহুদীদের সারা দেশে ও যেরুসালেমে যা করেছেন,
আমরা নিজেরাই সেই সবকিছুর সাক্ষী; আবার, তারা তাঁকে এক গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে, ৪০ কিন্তু তৃতীয় দিনে
ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন ও এমনটি দিলেন তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন—৪১ জাতির সকলের কাছে
কিন্তু নয়, বরং ঈশ্বর আগে যাদের নিযুক্ত করেছিলেন, সেই সাক্ষীদেরই কাছে, অর্থাৎ এ আমাদেরই কাছে যারা,
মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পর, তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি। ৪২ আর তিনি আদেশ করলেন, আমরা
যেন জনগণের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন।
৪৩ তাঁর বিষয়ে সকল নবী এ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম দ্বারা সে পাপমোচন লাভ
করবে।'

বিজাতীয়দের উপরে আত্মার আগমন

৪৪ পিতর তখনও কথা বলছেন, সেসময়ে যত লোক বাণী শুনছিল, সকলের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলেন।
৪৫ পিতরের সঙ্গে পরিচ্ছেদিত যে সকল বিশ্বাসী লোক এসেছিল, তারা এতে স্তম্ভিত ছিল যে, বিজাতীয়দের উপরেও
পবিত্র আত্মার দান বর্ষণ করা হচ্ছে; ৪৬ বাস্তবিকই তারা শুনতে পাচ্ছিল, তাঁরা নানা ভাষায় কথা বলছেন ও ঈশ্বরের
মহিমাকীর্তন করছেন। ৪৭ তখন পিতর বললেন, 'এঁরা যাঁরা আমাদেরই মত পবিত্র আত্মাকে পেয়েছেন, কেউ কি
তাঁদের দীক্ষাস্নানের জল দিতে অস্বীকার করতে পারে?' ৪৮ আর তিনি যীশুখ্রীষ্ট-নামে তাঁদের দীক্ষাস্নাত করতে
আদেশ দিলেন। সবকিছু শেষে তাঁরা কয়েক দিন সেখানে থাকবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন।

যেরুসালেমে পিতরের আত্মপক্ষসমর্থন

১১ প্রেরিতদূতেরা ও যুদেয়াবাসী ভাইয়েরা শুনতে পেলেন, বিজাতীয়রা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করেছে; ২ আর যখন
পিতর যেরুসালেমে গেলেন, তখন পরিচ্ছেদিত লোকেরা এই বলে তাঁকে সমালোচনা করল, ৩ 'আপনি অপরিচ্ছেদিত
লোকদের বাড়িতে প্রবেশ করেছেন, ও তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছেন।'
৪ তাই পিতর পর পর সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে বর্ণনা করলেন; তিনি বললেন: ৫ 'আমি যাফা শহরে প্রার্থনা
করছিলাম, এমন সময়ে আমার ভাবসমাধি হল; তখন দর্শনযোগে আমি দেখতে পেলাম, বড় চাদরের মত কী যেন
একটা জিনিস নেমে আসছে, তার চার কোণ ধরে তা আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর তা আমার কাছে পর্যন্ত
এল; ৬ তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, তখন দেখলাম, তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর চতুষ্পদ জন্তু,
বন্যজন্তু, সরিসৃপ ও আকাশের যত পাখি। ৭ তারপর শুনতে পেলাম, এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে, ওঠ, পিতর;
ওগুলো মেরে খাও। ৮ কিন্তু আমি বললাম, প্রভু, এমনটি না হোক! অপবিত্র বা অশুচি কোন কিছু কখনও আমার মুখের
ভিতরে যায়নি। ৯ তখন, দ্বিতীয়বারের মত, আকাশ থেকে সেই কণ্ঠস্বর এই উত্তর দিল: ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তা
তুমি অপবিত্র বলো না। ১০ এভাবে তিনবার ঘটল; তারপর সেই সবকিছু আবার আকাশে টেনে নেওয়া হল। ১১ আর
দেখ, আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, ঠিক তখনই তিনজন পুরুষ সেখানে এসে দাঁড়াল; তাদের সীজারিয়া থেকে আমাকে
খোঁজ করতে পাঠানো হয়েছিল। ১২ আর আত্মা আমাকে দ্বিধা না করেই তাদের সঙ্গে যেতে বললেন। এই ছ'জন ভাইও
আমার সঙ্গে গেলেন; আর আমরা সেই বাড়িতে প্রবেশ করলাম। ১৩ তিনি আমাদের বললেন যে, তিনি এক দূতের
দর্শন পেয়েছিলেন, সেই দূত তাঁর বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, যাফায় লোক পাঠিয়ে সিমোন, যাকে পিতর বলে,
তাকে ডাকিয়ে আন; ১৪ সে তোমাকে এমন কথা বলবে, যা দ্বারা তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে পরিত্রাণ পাবে।
১৫ আমি কথা বলতে শুরু করলেই পবিত্র আত্মা তাঁদের উপরে নেমে এলেন, ঠিক যেভাবে শুরুতে আমাদের উপর
নেমে এসেছিলেন, ১৬ আর আমার প্রভুর কথা মনে পড়ল, যখন তিনি বলেছিলেন, *যোহন জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন
করতেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায়ই দীক্ষাস্নাত হবে।* ১৭ তাই আমরা প্রভু যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাসী হলে পর ঈশ্বর যেমন
আমাদের, তেমনি যখন তাঁদেরও সমান অনুগ্রহ দান করলেন, তখন আমি কি এমন একজন যে ঈশ্বরকে বাধা দিতে
সক্ষম?'
১৮ এই সকল কথা শুনে তারা তুষ্ট হল এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, 'তবে ঈশ্বর বিজাতীয়দের
কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।'

আন্তিওখিয়ায় মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা

১৯ ইতিমধ্যে স্তেফানকে কেন্দ্র করে যে উৎপীড়ন ঘটেছিল, তার ফলে যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা
ফিনিশিয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিওখিয়া পর্যন্তই গিয়েছিল, কিন্তু কেবল ইহুদীদেরই কাছে সেই বাণী প্রচার করছিল। ২০ তবু
তাদের মধ্যে সাইপ্রাস ও সাইরিনির কয়েকজন লোক ছিল, যারা আন্তিওখিয়ায় গিয়ে গ্রীকদের কাছেও কথা বলতে
গিয়ে প্রভু যীশুর শুভসংবাদ প্রচার করল। ২১ প্রভুর হাত তাদের সঙ্গে ছিল, তাই বহু বহু লোক বিশ্বাসী হয়ে প্রভুর
দিকে ফিরল। ২২ তেমন কথা যেরুসালেমের মণ্ডলীর কাছে গিয়ে পৌঁছল; আর তাঁরা বার্নাবাসকে আন্তিওখিয়ায় পাঠিয়ে

দিলেন। ২৩ তিনি সেখানে এসে পৌঁছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে আনন্দিত হলেন, এবং সকলকে আশ্বাসজনক কথা বলতে
লাগলেন, যেন তারা একাগ্র অন্তরে প্রভুতে স্থিতমূল থাকে; ২৪ কেননা তিনি ছিলেন সৎলোক এবং পবিত্র আত্মায় ও
বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি। তখন বহু বহু লোক প্রভুতে যুক্ত হল। ২৫ পরে তিনি সৌলকে খোঁজ করতে তার্সসে
গেলেন, এবং তাঁকে পেয়ে আন্তিওখিয়ায় নিয়ে এলেন। ২৬ তাঁরা পুরো এক বছর ধরে সেই মণ্ডলীতে একসঙ্গে
থাকলেন, এবং অনেক লোককে ধর্মশিক্ষা দিলেন। আন্তিওখিয়ায়ই প্রথমে শিষ্যদের 'খ্রীষ্টান' নামে অভিহিত করা
হল।

সৌল ও বার্নাবাসের যেরুসালেম-যাত্রা

২৭ সেসময় কয়েকজন নবী যেরুসালেম থেকে আন্তিওখিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। ২৮ তাঁদের মধ্যে আগাবস নামে
একজন ছিলেন; তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আত্মার আবেশে বলে দিলেন যে, সারা পৃথিবী জুড়ে মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে—
পরে তা ক্লাউদিউসের আমলেই দেখা দিল। ২৯ শিষ্যেরা স্থির করল, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসারে
যুদেয়াবাসী ভাইদের কাছে সাহায্য পাঠিয়ে দেবে; ৩০ আর সেইমত কাজ করল: বার্নাবাস ও সৌলের হাত দিয়ে তারা
প্রবীণবর্গের কাছে তা পাঠিয়ে দিল।

যাকোবকে হত্যা
পিতরকে গ্রেপ্তার ও অলৌকিক মুক্তিদান

১২ প্রায় সেই একই সময় হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কয়েকজন সদস্যকে উৎপীড়ন করতে শুরু করলেন: ২ তিনি
যোহনের ভাই যাকোবকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করালেন। ৩ এতে ইহুদীরা খুশি হল দেখে তিনি পিতরকেও গ্রেপ্তার
করালেন। তখন খামিরবিহীন রুটির পর্বের সময় ছিল। ৪ তিনি তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকে রাখলেন, এবং
তাঁকে পাহারা দেবার দায়িত্ব চার প্রহরী দলের উপর তুলে দিলেন: প্রতিটি দলে থাকবে চারজন সৈন্য। তিনি মনে
করছিলেন, পাস্কার পরেই তাঁকে জনগণের সামনে এনে দাঁড় করাবেন। ৫ যত সময় পিতর কারারুদ্ধ ছিলেন, তত
সময় ধরে জনমণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে বিরামহীন প্রার্থনা করতে থাকল। ৬ যেদিন তাঁর বিচার হেরোদের করার
কথা, তার আগের রাতে পিতর দু'জন সৈন্যের মাঝখানে দু'টো শেকলে আবদ্ধ হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন ও কয়েকজন প্রহরী
দরজায় পাহারা দিচ্ছিল, ৭ হঠাৎ প্রভুর এক দূত এসে দাঁড়ালেন, আর কারাকক্ষটা আলোয় ভরে উঠল। দূত পিতরের
কাঁধে নাড়া দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, 'শীঘ্রই ওঠ!' আর পিতরের হাত থেকে শেকল খসে পড়ল। ৮ দূত আবার
তাঁকে বললেন, 'কোমরে বন্ধনী বেঁধে নাও, জুতো পর।' তিনি তা করলে পর দূত তাঁকে বললেন, 'গায়ে চাদর জড়িয়ে
নাও, আমার পিছু পিছু এসো।' ৯ তিনি বেরিয়ে গিয়ে তাঁর পিছু পিছু যেতে লাগলেন; দূত যা কিছু করছেন, তা যে
বাস্তব, তিনি তখনও তা বুঝতে পারেননি, ভাবছিলেন, তিনি কোন এক দর্শনই পাচ্ছেন।
১০ তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরী দলকে অতিক্রম ক'রে শহরে যাওয়ার লোহার ফটকের কাছে এলেন; ফটকটা
আপনা থেকেই তাঁদের সামনে খুলে গেল, আর তাঁরা বেরিয়ে গিয়ে একটা রাস্তার শেষ মাথায় যাওয়ার পর হঠাৎ দূত
তাঁর কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ১১ তখন পিতরের চেতনা এল, তিনি বললেন, 'এখন আমি নিশ্চিত জানি, প্রভু
নিজের দূত পাঠিয়ে হেরোদের হাত থেকে ও ইহুদী জাতির সমস্ত প্রত্যাশা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।'
১২ ব্যাপারটা বিবেচনা করার পর তিনি মারীয়ার বাড়ির দিকে চলে গেলেন, ইনি মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনেরই
মা। সেখানে অনেকে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করছিল। ১৩ তিনি বাইরের দরজায় ঘা দিলে রোদা নামে একজন দাসী
শুনতে এল, ১৪ এবং পিতরের গলা চিনে সে আনন্দে দরজা না খুলে বরং ভিতরে ছুটে গিয়ে সংবাদ জানাল, দরজার
বাইরে পিতর দাঁড়িয়ে আছেন। তারা তাকে বলল, 'পাগল না কি?' কিন্তু সে জোর দিয়ে বলতে থাকল যে কথাটা
সত্য। ১৫ তখন তারা বলল, 'উনি পিতরের [রক্ষী] দূত।' ১৬ এদিকে পিতর দরজায় ঘা দিতে থাকছিলেন; আর যখন
তারা দরজা খুলে তাঁকে দেখতে পেল, তখন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। ১৭ তিনি হাত তুলে চুপ করার জন্য ইশারা
দিলেন, এবং প্রভু কীভাবে তাঁকে কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তাদের কাছে তার বর্ণনা দিলেন; শেষে বললেন,
'তোমরা যাকোবকে ও সমস্ত ভাইকে সংবাদ দাও।' পরে বাইরে গিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।
১৮ সকাল হতে না হতেই সৈন্যদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দিল: পিতরের কী হল? ১৯ হেরোদ তাঁর
খোঁজাখুঁজি করানোর পরেও যখন তাঁকে পাওয়া গেল না, তখন কারারক্ষীদের জেরা করে হুকুম দিলেন, তাদের মেরে
ফেলা হোক; তারপর যুদেয়া ছেড়ে সীজারিয়ায় গিয়ে সেইখানে থাকলেন।

হেরোদের মৃত্যু

২০ তিনি তুরস ও সিদোনের লোকদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তারা কিন্তু একমত হয়ে তাঁর কাছে এল, এবং
রাজভবনের অধ্যক্ষ ব্লাস্তসের সমর্থন জয় ক'রে তাঁরই দ্বারা শান্তিস্থাপনের জন্য আবেদন জানাল, কারণ সমস্ত
খাদ্য-সামগ্রীর জন্য তাদের অঞ্চল রাজার এলাকার উপরেই নির্ভর করত। ২১ নির্ধারিত দিনে হেরোদ রাজপোশাক পরে
ও রাজমঞ্চে আসীন হয়ে তাদের কাছে একটা ভাষণ দিলেন। ২২ তখন লোকেরা জয়ধ্বনি তুলে বলতে লাগল, 'এ
দেবতারই কণ্ঠ, মানুষের নয়!' ২৩ আর প্রভুর দূত ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁকে আঘাত হানলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে
গৌরব আরোপ করলেন না; আর তিনি কৃমি-বিকারে মারা গেলেন।

২৪ ইতিমধ্যে ঈশ্বরের বাণী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও চারদিকে পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল। ২৫ বার্নাবাস ও সৌল নিজেদের
সেবা-কর্ম সেরে নিয়ে যেরুসালেম থেকে ফিরে এলেন; তাঁরা মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনকে সঙ্গে নিলেন।

বাণীপ্রচারে প্রেরিত সৌল ও বার্নাবাস

১৩ আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে কয়েকজন নবী ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, এঁরা ছিলেন বার্নাবাস, নীগের নামে পরিচিত সিমোন,
সাইরিনীয় লুচিউস, সামন্তরাজ হেরোদের সহপালিত মানায়েন এবং সৌল। ২ একদিন তাঁরা প্রভুর উপাসনা ও উপবাস
করছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা বললেন, 'আমি বার্নাবাস ও সৌলকে যে কাজে আহ্বান করেছি, সেই কাজের
উদ্দেশ্যে আমার জন্য তাদের স্বতন্ত্র করে রাখ।' ৩ তখন তাঁরা উপবাস ও প্রার্থনা করার পর এবং তাঁদের উপর হাত
রাখার পর তাঁদের বিদায় দিলেন।

সাইপ্রাসে বাণীপ্রচার

৪ এভাবে তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত হয়ে সেলেউসিয়ায় গেলেন ও সেখান থেকে জাহাজে করে সাইপ্রাসের
দিকে যাত্রা করলেন। ৫ তাঁরা সালামিসে এসে ইহুদীদের বিভিন্ন সমাজগৃহে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে লাগলেন;
সহকারী রূপে সেই যোহনও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। ৬ তাঁরা সারা দ্বীপ পেরিয়ে পাফসে এসে পৌঁছলে সেখানে বার্-যীশু
নামে একজন ইহুদী মন্ত্রজালিক ও নকল নবীর দেখা পেলেন; ৭ সে প্রদেশপাল সের্জিউস পাউলুসের অনুচারী ছিল;
এই সের্জিউস ছিলেন বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি বার্নাবাস ও সৌলকে ডাকিয়ে এনে ঈশ্বরের বাণী শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ
করলেন। ৮ কিন্তু এলিমাস, অর্থাৎ সেই মন্ত্রজালিক—অনুবাদ করলে এ-ই হল তার নামের অর্থ—প্রদেশপালকে
বিশ্বাস থেকে ফেরাবার চেষ্টায় তাঁদের প্রতিরোধ করতে লাগল। ৯ তখন সৌল—যাঁকে পলও বলে—পবিত্র আত্মায়
পরিপূর্ণ হয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, ১০ 'যত ছলনা ও শঠতায় ভরা মানুষ, দিয়াবলের সন্তান, যত
প্রকার ধর্মময়তার শত্রু! প্রভুর সোজা পথ বাঁকাতে তুমি কি কখনও ক্ষান্ত হবে না? ১১ দেখ, প্রভুর হাত তোমার উপরে
রয়েছে: তুমি অন্ধ হবে, ও কিছুকাল ধরে সূর্য দেখতে পাবে না।' ঠিক সেই মুহূর্তেই তার উপর কুয়াশা ও অন্ধকার
নেমে পড়ল, আর সে হাতড়ে বেড়াতে লাগল, ও খুঁজতে লাগল কে তাকে হাত ধরে চালিত করবে। ১২ তেমন ঘটনা
দেখে প্রদেশপাল প্রভুর বিষয়ে যা শিখতে পেরেছিলেন, তাতে বিস্ময়মগ্ন হয়ে বিশ্বাসী হলেন।

পিসিদিয়ার আন্তিওখিয়ায় ইহুদীদের কাছে পলের বাণীপ্রচার

১৩ পাফস থেকে জলপথে যাত্রা করে পল ও তাঁর সঙ্গীরা পাম্ফিলিয়া প্রদেশের পের্গায় এসে পৌঁছলেন; সেখানে
যোহন তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে যেরুসালেমে ফিরে গেলেন। ১৪ কিন্তু তাঁরা পের্গা থেকে এগিয়ে গিয়ে পিসিদিয়া প্রদেশের
আন্তিওখিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন, এবং সাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহে প্রবেশ করে আসন নিলেন। ১৫ বিধান ও
নবী-পুস্তকের পাঠ শেষ হলে সমাজগৃহের অধ্যক্ষেরা তাঁদের বলে পাঠালেন: 'ভাই, উপস্থিত জনগণের কাছে যদি
আপনাদের কোন আশ্বাসজনক বক্তব্য থাকে, এসে বলুন।'

১৬ পল উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে কথা বলতে লাগলেন: 'ইস্রায়েলের মানুষেরা ও এখানকার ঈশ্বরভীরু
সকলে, শুনুন। ১৭ এই ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের বেছে নিলেন, এবং এই জাতি যখন মিশরদেশে
প্রবাসী ছিল, তখন তাদের উন্নীত করলেন, এবং *সেখান থেকে শক্ত বাহুতে তাদের বের করে আনলেন,* ১৮ এবং
আনুমানিক চল্লিশ বছর ধরে *মরুপ্রান্তরে তাদের প্রতিপালন ক'রে* ১৯ *কানান দেশে সাতটি জাতিকে ধ্বংস করে সেই
জাতির দেশটিকে তাদেরই উত্তরাধিকার রূপে দান করলেন।* ২০ এভাবে আনুমানিক সাড়ে চারশ' বছর কেটে গেল।
তারপর তিনি নবী সামুয়েলের সময় পর্যন্ত তাদের জন্য বিচারকদের ব্যবস্থা করলেন। ২১ তখন তারা একজন রাজা
চাইল, তাই ঈশ্বর তাদের চল্লিশ বছরের জন্য বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীর কীশের সন্তান সৌলকে দিলেন। ২২ তারপর তিনি
তাঁকে পদচ্যুত করে তাদের রাজারূপে সেই দাউদের উদ্ভব ঘটালেন, যাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, *আমি
যেসের সন্তান দাউদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত মানুষ, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করবে।*

২৩ তাঁরই বংশ থেকে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি-মত ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা সেই যীশুর উদ্ভব ঘটিয়েছেন, ২৪ যাঁর আগমনের
আগে যোহন গোটা ইস্রায়েল জাতির কাছে মনপরিবর্তনের দীক্ষাস্নান প্রচার করেছিলেন। ২৫ জীবনযাত্রার শেষ পর্যায়ে
যোহন একথা বলছিলেন: তোমরা আমাকে যাকে ভাব, আমি সে নই। দেখ, আমার পরে এমনই একজন আসছেন,
যাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য আমি নই।

২৬ হে ভাই, হে আব্রাহাম-বংশের সন্তানেরা! আপনারাও, হে ঈশ্বরভীরু সকলে! পরিত্রাণের এই বাণী আমাদেরই
কাছে প্রেরিত হয়েছে। ২৭ কেননা যেরুসালেমের অধিবাসীরা ও তাদের সমাজনেতারা তাঁকে না জানায়, এবং প্রতি
সাব্বাৎ দিনে নবীদের যে বাণী পাঠ করা হয় তাও না জানায়, তাঁকে দণ্ডিত ক'রে সেই সমস্ত বাণী পূর্ণ করে তুলেছে।
২৮ প্রাণদণ্ড দেওয়ার মত কোন দোষ না পেয়েও তারা পিলাতের কাছে তাঁকে হত্যা করার আবেদন জানাল।
২৯ তারপর, তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু লেখা ছিল, তা সিদ্ধ করার পর তারা সেই গাছ থেকে নামিয়ে তাঁকে এক সমাধির
মধ্যে রেখে দিল। ৩০ কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন। ৩১ আর যাঁরা গালিলেয়া থেকে
তাঁর সঙ্গে যেরুসালেমে এসেছিলেন, তিনি অনেক দিন ধরে তাঁদের দেখা দিলেন; ঠিক তাঁরাই এখন জনগণের সামনে
তাঁর সাক্ষী।

৩২ আর আমরা নিজেরা আপনাদের কাছে এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যে, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ৩৩ তিনি যীশুকে পুনরুত্থিত করায় তাঁদের বংশধর আমাদের জন্যই তা পূর্ণ করেছেন, যেমন
দ্বিতীয় সামসঙ্গীতে লেখা আছে: *তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।* ৩৪ আর তিনি যে তাঁকে মৃতদের
মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এবং তাঁকে যে আর অবক্ষয়ে ফিরে যেতে হবে না, তা তিনি এভাবেই ঘোষণা
করেছিলেন, *দাউদের কাছে পবিত্র যা কিছু, নিশ্চিত যা কিছু দেব বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা তোমাদেরই
দেব।* ৩৫ এজন্যও তিনি অন্য সামসঙ্গীতে বলেন, *তোমার পুণ্যজনকে তুমি অবক্ষয় দেখতে দেবে না।*
৩৬ বাস্তবিক দাউদ তাঁর নিজের যুগের মানুষদের মধ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পালন করার পর নিদ্রা গেলেন, তাঁকে
তাঁর নিজের পিতৃপুরুষদের কাছে গ্রহণ করা হল, ও তিনি সেই অবক্ষয় দেখলেন। ৩৭ কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে পুনরুত্থিত
করেছেন, তিনি সেই অবক্ষয় দেখেননি। ৩৮ সুতরাং, ভাই, আপনারা জেনে নিন, পাপমোচনের কথা আপনাদের কাছে
তাঁরই দ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে; আর মোশীর বিধানের মধ্য দিয়ে যে সকল বিষয়ে আপনারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে
পারতেন না, ৩৯ যে কেউ বিশ্বাস করে, তাকে সেই সকল বিষয়ে তাঁরই দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়। ৪০ সুতরাং
সতর্ক থাকুন: নবীদের পুস্তকে যা বলা হয়েছে, তা যেন আপনাদের বেলায় না ঘটে, অর্থাৎ,

৪১ *হে বিদ্রূপকারী সকল, চেয়ে দেখ,*
আশ্চর্য হও, লুকিয়ে থাক;
কারণ তোমাদের দিনগুলিতে
আমি এমন এক কাজ সাধন করতে চলেছি,
যা কেউ তোমাদের কাছে তা বর্ণনা করলে
তোমরা বিশ্বাস করতেই না।'

৪২ তাঁরা বেরিয়ে যাবার সময়ে লোকেরা অনুরোধ জানাল, যেন পর সাব্বাৎ দিনেও তাঁরা সেই সমস্ত বিষয়ে কথা
বলেন। ৪৩ সভা ভেঙে যাওয়ার পর ইহুদী ও ইহুদী-ধর্মাবলম্বী অনেক ভক্তপ্রাণ মানুষ পল ও বার্নাবাসের অনুসরণ
করল; তাঁরা তাদের সঙ্গে কথা বললেন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকতে তাদের আবেদন জানালেন।

বিজাতীয়দের কাছে পল ও বার্নাবাসের বাণীপ্রচার

৪৪ পরবর্তী সাব্বাৎ দিনে শহরের প্রায় সমস্ত লোক ঈশ্বরের বাণী শুনবার জন্য সমবেত হল। ৪৫ কিন্তু ইহুদীরা এত
বিপুল জনতাকে দেখে ঈর্ষায় ভরে উঠল, এবং নিন্দা করতে করতে পলের প্রতিটি কথার প্রতিবাদ করতে লাগল।
৪৬ তখন পল ও বার্নাবাস সৎসাহসের সঙ্গে একথা বললেন: 'প্রথমে আপনাদেরই কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা
আমাদের অবশ্যকর্তব্য ছিল; কিন্তু আপনারা যখন তা সরিয়ে দিচ্ছেন এবং নিজেদের অনন্ত জীবনের অযোগ্য বলে
বিবেচনা করছেন, তখন দেখুন, আমরা বিজাতীয়দের দিকেই চোখ ফেরাচ্ছি; ৪৭ কারণ প্রভু আমাদের ঠিক এই আজ্ঞা
দিলেন:

আমি তোমাকে বিজাতীয়দের জন্য আলোরূপে রেখেছি
তুমি যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বহন কর আমার পরিত্রাণ।'

৪৮ তা শুনে বিজাতীয়রা আনন্দিত হল ও প্রভুর বাণীর গৌরবকীর্তন করতে লাগল; এবং অনন্ত জীবন লাভের
জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল। ৪৯ প্রভুর বাণী সেই দেশের সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্তি লাভ করল। ৫০ কিন্তু ইহুদীরা
সম্ভ্রান্ত ঘরের ভক্তপ্রাণ মহিলাদের ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উত্তেজিত করে তুলল, পল ও বার্নাবাসের বিরুদ্ধে
নির্যাতন শুরু করে দিল, এবং নিজেদের এলাকা থেকে তাঁদের তাড়িয়ে বের করে দিল। ৫১ তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে
পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে ইকনিয়মের দিকে গেলেন। ৫২ কিন্তু নতুন শিষ্যেরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল।

ইকনিয়মে বাণীপ্রচার

১৪ ইকনিয়মেও তাঁরা ইহুদীদের সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন, এবং এমনভাবে কথা বললেন যে, ইহুদী ও গ্রীক বহু
লোক বিশ্বাসী হল। ২ কিন্তু যে ইহুদীরা বিশ্বাস করতে সম্মত হল না, তারা ভাইদের বিরুদ্ধে বিজাতীয়দের মন
উত্তেজিত করে বিষিয়ে তুলল। ৩ তবু তাঁরা সেখানে অনেক দিন কাটালেন ও প্রভুতে সাহস রেখে প্রচার করলেন, আর
তিনিও, তাঁদের হাত দ্বারা নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ ঘটতে দেওয়ায়, নিজের অনুগ্রহের বাণীর পক্ষে সাক্ষ্য
দিলেন। ৪ তখন শহরের অধিবাসীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল: এক দল ইহুদীদের পক্ষে, আর এক দল
প্রেরিতদূতদের পক্ষে। ৫ কিন্তু বিজাতীয়রা ও ইহুদীরা তাদের সমাজনেতাদের সমর্থনে একদিন তাঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার
করতে ও পাথর মারতে চেষ্টা করল, ৬ তখন সংবাদ পেয়ে তাঁরা লিকাওনিয়া প্রদেশের লিস্ত্রা ও দের্বা শহরে ও তার
কাছাকাছি অঞ্চলে পেরিয়ে গেলেন; ৭ আর সেখানে শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

লিস্ত্রায় বাণীপ্রচার

৮ লিস্ত্রায় একজন লোক ছিল, যে জীবনে কখনও হাঁটতে পারেনি, কারণ তার পায়ে বল ছিল না, মাতৃগর্ভ থেকেই
সে খোঁড়া ছিল। ৯ লোকটি পলের কথা শুনছিল; আর তিনি তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, সুস্থ হতে পারবে বলে তার

বিশ্বাস আছে দেখে ১০ জোর গলায় বললেন, 'পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও।' আর লোকটি লাফ দিয়ে উঠল ও হাঁটতে লাগল। ১১ পল যা করেছেন, তা দেখে জনতা লিকাওনীয় ভাষায় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দেবতারা মানুষ রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন!' ১২ আর তারা বার্নাবাসকে জেউস আর প্রধান বক্তা বলে পলকে হের্মেস বলল।

১৩ তারপর নগরপ্রাচীরের বাইরে জেউসের যে মন্দির ছিল, তার যাজক কতগুলো বৃষ ও মালা মন্দিরদ্বারে এনে লোকদের সঙ্গে একটা যজ্ঞ দিতে চাচ্ছিল। ১৪ তা শুনে প্রেরিতদূত বার্নাবাস ও পল নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন ও লোকদের মধ্যে ছুটে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, ১৫ 'বন্ধু সকল! এসব কেন করছ? আমরাও তোমাদের মত সাধারণ মানুষমাত্র; আমরা তোমাদের এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যেন এই সমস্ত অসার বস্তু ত্যাগ করে সেই জীবনময় ঈশ্বরেরই দিকে ফের, *যিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সবকিছুর মধ্যে যা কিছু আছে নির্মাণ করলেন।* ১৬ তিনি অতীতকালে যুগের পর যুগ সমস্ত জাতিকে নিজ নিজ পথে চলতে দিলেন; ১৭ তবু তিনি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হননি, কেননা তিনি মঙ্গল সাধন করে এসেছেন; হ্যাঁ, তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে ঋতুতে ঋতুতে তোমাদের ফসল উৎপাদন করে এসেছেন, আর খাদ্য দানে তোমাদের দেহ ও আনন্দ দানে তোমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করে এসেছেন।' ১৮ এই সকল কথা বলে তাঁরা কষ্ট করে জনতাকে থামাতে পারলেন যেন তারা তাঁদের উদ্দেশে সেই যজ্ঞ না দেয়।

প্রথম প্রচার-যাত্রার সমাপ্তি

১৯ কিন্তু আন্তিওখিয়া ও ইকনিয়ম থেকে কয়েকজন ইহুদী এসে জনতাকে নিজেদের পক্ষে জয় ক'রে পলকে পাথর ছুড়ে মারল ও শহরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল; মনে করছিল, তিনি মারা গেছেন। ২০ শিষ্যেরা এসে তাঁর চারপাশে জড় হল, তিনি কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে শহরে ফিরে গেলেন। পরদিন বার্নাবাসের সঙ্গে তিনি দের্বার দিকে রওনা হলেন।

২১ সেই শহরে শুভসংবাদ প্রচার করে ও অনেককে শিষ্য করে তাঁরা লিস্ত্রা, ইকনিয়ম ও আন্তিওখিয়া হয়ে ফিরে গেলেন; ২২ যেতে যেতে তাঁরা শিষ্যদের মন সুস্থির করতেন, এবং তাদের আশ্বাস দিতেন, তারা যেন বিশ্বাসে স্থিতমূল থাকে; তাঁরা বলতেন, 'ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদের বহু ক্লেশ পেরিয়ে যেতে হবে।' ২৩ তাঁরা তাদের জন্য প্রতিটি মণ্ডলীতে প্রবীণবর্গ নিযুক্ত করলেন, এবং উপবাস ও প্রার্থনা করে সেই প্রভুরই হাতে তাদের সঁপে দিলেন যাঁর প্রতি তারা বিশ্বাস রেখেছিল। ২৪ পরে পিসিদিয়া পেরিয়ে তাঁরা পাম্ফিলিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। ২৫ তাঁরা পের্গায় বাণী প্রচার করে আত্তালিয়ায় গেলেন; ২৬ এবং সেখান থেকে জাহাজে করে সেই আন্তিওখিয়ারই দিকে যাত্রা করলেন, যেখানে তাঁরা, এই যে কাজ পূর্ণ করে এসেছিলেন, তা করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের হাতে সমর্পিত হয়েছিলেন।

২৭ একবার এসে উপস্থিত হয়ে তাঁরা জনমণ্ডলীকে সমবেত করলেন, এবং ঈশ্বর তাঁদের মধ্য দিয়ে যে কত কাজ সাধন করেছিলেন ও তিনি যে বিজাতীয়দের জন্য বিশ্বাসের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত কিছুর বিবরণ দিলেন। ২৮ সেখানে তাঁরা শিষ্যদের সঙ্গে বেশ কয়েক দিন কাটালেন।

আন্তিওখিয়ায় মতভেদ

১৫ একসময় যুদেয়া থেকে কয়েকজন লোক এসে ভাইদের এই শিক্ষা দিতে লাগল যে, 'তোমরা যদি মোশীর পরম্পরাগত প্রথা অনুসারে পরিচ্ছেদিত না হও, তবে পরিত্রাণ পেতে পারবে না।' ২ এতে মতভেদ সৃষ্টি হল, এবং পল ও বার্নাবাস তাদের সঙ্গে যথেষ্ট তর্কবিতর্ক করলে পর এ স্থির করা হল যে, সেই সমস্যার মীমাংসার জন্য পল, বার্নাবাস আর তাঁদের আরও কয়েকজন যেরুসালেমে প্রেরিতদূতদের ও প্রবীণবর্গের কাছে যাবেন। ৩ জনমণ্ডলী খানিকটা পথ তাঁদের এগিয়ে দিয়ে এল, আর তাঁরা ফিনিশিয়া ও সামারিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে করতে সকলের কাছে বর্ণনা করছিলেন কেমন করে বিজাতীয়রা বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল; এতে সমস্ত ভাইদের মধ্যে বড়ই আনন্দ জাগিয়ে তুললেন। ৪ তাঁরা যেরুসালেমে এসে পৌঁছলে জনমণ্ডলী, প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন; এবং ঈশ্বর তাঁদের মধ্য দিয়ে যে সকল কাজ সাধন করেছিলেন, সেই সমস্ত কিছুর বিবরণ দিলেন।

যেরুসালেমের মহাসভায় সেই সমস্যার আলোচনা ও সমাধান

৫ কিন্তু ফরিসি সম্প্রদায়ের কয়েকজন—তাঁরা ইতিমধ্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন—তখন প্রতিবাদ করে একথা বললেন যে, সেই লোকদের পক্ষে পরিচ্ছেদিত হওয়া আবশ্যক, মোশীর বিধান পালন করতে তাদের আদেশ দেওয়াও আবশ্যক।

৬ বিষয়টা বিচার-বিবেচনা করার জন্য প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ সমবেত হলেন। ৭ দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর পিতর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: 'ভাইয়েরা, তোমরা জান, অনেক দিন আগেই ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে এমনটি বেছে নিয়েছিলেন যেন বিজাতীয়রা আমার মুখ থেকে শুভসংবাদের বাণী শুনে বিশ্বাসী হয়। ৮ অন্তর্যামী পরমেশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও কাছে পবিত্র আত্মাকে দান ক'রে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন; ৯ তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি, বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন। ১০ তাই, যে জোয়ালের ভার আমাদের পিতৃপুরুষেরা আর আমরাও বহন করতে সক্ষম হইনি, শিষ্যদের ঘাড়ে সেই জোয়াল চাপিয়ে তোমরা এখন

কেনই বা ঈশ্বরকে যাচাই করছ? ১১ বরং আমরা বিশ্বাস করি, ওরা যেমন, আমরাও তেমনি প্রভু যীশুর অনুগ্রহ গুণেই
পরিত্রাণ পাব!’

১২ গোটা জনসমাবেশ নীরব হয়ে পড়ল, আর বার্নাবাস ও পলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্যে কি কি চিহ্ন
ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে তার বর্ণনা শুনল। ১৩ তাঁদের কথা শেষ হলে যাকোব এই বলে
কথা বলতে লাগলেন, ১৪ ‘ভাইয়েরা, আমার কথা শোন। সিমোন এইমাত্র জানিয়েছেন, কীভাবে ঈশ্বর বিজাতীয়দের
মধ্য থেকে আপন নামের জন্য এক জাতিকে নেবেন বলে আগে থেকে স্থির করেছিলেন। ১৫ একথার সঙ্গে নবীদের
বাণী মেলে, যেহেতু লেখা আছে:

১৬ *এরপরে আমি ফিরে আসব,*
দাউদের পড়ে থাকা তাঁবুটা পুনর্নির্মাণ করব,
তার ভগ্নস্তূপ পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করব,
১৭ *যেন বাকি মানুষেরা,*
এবং যে সকল জাতির উপরে আমার নাম আহ্বান করা হয়েছে,
তারা প্রভুর অন্বেষণ করে।
একথা প্রভুই বলছেন, যিনি ১৮ *অনাদিকাল থেকে*
এই সমস্ত কথা জানিয়ে আসছেন।

১৯ সুতরাং আমার অভিমত এ, বিজাতীয়দের মধ্যে যারা ঈশ্বরের দিকে ফেরে, তাদের আমরা বিরক্ত করব না,
২০ তাদের কাছে শুধু লিখে পাঠাব, যেন তারা প্রতিমার কলুষ থেকে, অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে, গলা টিপে মারা পশুর
মাংসাহার থেকে, এবং রক্ত-আহার থেকে বিরত থাকে। ২১ কেননা প্রাচীন কাল থেকেই প্রতিটি শহরে মোশীর এমন
লোক আছে যারা তাঁর কথা প্রচার করে; বাস্তবিকই প্রতিটি সাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহগুলিতে তাঁর পুস্তক পাঠ করা হয়।’

২২ তখন প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ গোটা জনমণ্ডলীর সঙ্গে স্থির করলেন, নিজেদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে
বেছে নিয়ে পল ও বার্নাবাসের সঙ্গে তাঁদের আন্তিওখিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন: এঁরা হলেন সেই যুদা, যিনি বার্সাব্বাস নামে
পরিচিত, এবং সিলাস—ভাইদের মধ্যে দু’জনেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ২৩ তাঁদের হাতে এই পত্র লিখে পাঠালেন:
‘প্রেরিতদূতদের, প্রবীণবর্গের ও ভাইদের পক্ষ থেকে, আন্তিওখিয়া, সিরিয়া ও সিলিসিয়ার অধিবাসী বিজাতীয় ভাইদের
সমীপে: শুভেচ্ছা! ২৪ আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আমাদের কাছ থেকে কোন নির্দেশ না পেয়েও এখানকার কয়েকজন
লোক তোমাদের কাছে গিয়ে নানা দাবি রেখে তোমাদের প্রাণ অস্থির করে তোমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। ২৫ এজন্য
আমরা একমত হয়ে স্থির করেছি যে, ২৬ কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তোমাদের কাছে তাদের পাঠিয়ে দেব আমাদের সেই
প্রিয় বার্নাবাস ও পলের সঙ্গে, যাঁরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামের জন্য নিজেদের প্রাণ নিবেদন করেছেন।
২৭ সুতরাং যুদা ও সিলাসকে প্রেরণ করলাম: এঁরা নিজেরাও তোমাদের কাছে এই একই কথা মুখে জানাবেন।
২৮ পবিত্র আত্মা ও আমরা স্থির করেছি, যেন এই কয়েকটা অবশ্যপালনীয় বিষয় ছাড়া তোমাদের উপরে আর কোন
ভার না দেওয়া হয়, যথা: ২৯ তোমাদের উচিত, প্রতিমার প্রসাদ, রক্ত-আহার, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার ও
অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা; এসব কিছু এড়িয়ে চললে তোমরা ঠিকই করবে। তোমাদের মঙ্গল হোক।’

৩০ তাঁরা বিদায় নিয়ে আন্তিওখিয়ায় ফিরে এলেন, এবং মণ্ডলীর সকলকে সমবেত করে পত্রটা তাদের হাতে তুলে
দিলেন। ৩১ তা পড়ে তারা পত্রটার আশ্বাসপূর্ণ কথায় আনন্দিত হল। ৩২ তখন যুদা ও সিলাস, নিজেরাই নবী হওয়ায়,
অনেক কথার মধ্য দিয়ে ভাইদের আশ্বাস দিলেন ও সুস্থির করলেন। ৩৩ সেখানে কিছু দিন কাটাবার পর তাঁরা ভাইদের
শান্তি-শুভেচ্ছা গ্রহণ করে বিদায় নিলেন, ও তাঁদের কাছে ফিরে গেলেন, যাঁরা তাঁদের প্রেরণ করেছিলেন। [৩৪ কিন্তু
সিলাস সেখানে থাকবেন বলে মনস্থ করলেন।] ৩৫ কিন্তু পল ও বার্নাবাস আন্তিওখিয়ায় থেকে গেলেন, এবং আরও
অনেকের সঙ্গে শুভসংবাদ, অর্থাৎ প্রভুর বাণীর প্রসঙ্গে শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে লাগলেন।

পলের নতুন সহযাত্রী সিলাস

৩৬ কয়েক দিন পর পল বার্নাবাসকে বললেন, ‘চল, ফিরে যাই! যে সকল শহরে আমরা প্রভুর বাণী প্রচার
করেছিলাম, সেখানকার ভাইদের দেখতে যাই, যেন দেখতে পারি তারা কেমন চলছে।’ ৩৭ বার্নাবাস মার্ক বলে পরিচিত
সেই যোহনকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, ৩৮ কিন্তু পল মনে করছিলেন, যে ব্যক্তি পাম্ফিলিয়ায় তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ
করে চলে গেছিলেন ও তাঁদের কাজে অংশ নিতে অসম্মত হয়েছিলেন, এমন ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নেওয়া উচিত নয়।
৩৯ মনের অমিল এমন হল যে, তাঁরা দু’জনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেন: একদিকে বার্নাবাস মার্ককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে
করে সাইপ্রাসে গেলেন, ৪০ অপরদিকে পল সিলাসকে বেছে নিলেন; এবং ভাইয়েরা তাঁকে প্রভুর অনুগ্রহের হাতে সঁপে
দেওয়ার পর তিনি রওনা হলেন।

পলের নতুন সহকর্মী তিমথি

৪১ সিরিয়া ও সিলিসিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে করতে তিনি মণ্ডলীগুলিকে সুস্থির করতেন।

১৬ তিনি দের্বী, এবং পরে লিস্ত্রায় গেলেন। আর দেখ, সেখানে তিমথি নামে একজন শিষ্য ছিলেন; তিনি বিশ্বাসী
একজন ইহুদী মহিলার সন্তান, কিন্তু তাঁর পিতা গ্রীক। ² লিস্ত্রা ও ইকনিয়মের ভাইয়েরা তাঁর সুখ্যাতি করত। ³ পল
চাইলেন, এঁকে যাত্রাসঙ্গী করে নিয়ে যাবেন; তাই সেই অঞ্চলের ইহুদীদের কথা ভেবে তিনি তাঁকে পরিচ্ছেদিত
করালেন, কারণ সকলেই জানত যে তাঁর পিতা গ্রীক। ⁴ শহরে শহরে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা সেখানকার ভাইদের কাছে
প্রেরিতদূতদের ও যেরুসালেমের প্রবীণবর্গের নির্দেশগুলি জানিয়ে তাদের তা পালন করতে বলতেন। ⁵ এভাবে
মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, এবং দিনে দিনে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল।

মাসিডনে যাবার জন্য দিব্য আহ্বান

⁶ তাঁরা ফ্রিজিয়া ও গালাতিয়া অঞ্চল পেরিয়ে গেলেন, কারণ পবিত্র আত্মা এশিয়ায় বাণী প্রচার করতে তাঁদের
নিষেধ করেছিলেন; ⁷ মিসিয়ার সীমানায় পৌঁছে তাঁরা বিথিনিয়ায় যাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু যীশুর আত্মা
তাঁদের যেতে দিলেন না। ⁸ তাই মিসিয়া পেরিয়ে তাঁরা ত্রোয়াসে চলে গেলেন। ⁹ রাতে পল একটা দর্শন পেলেন:
একজন মাসিডনীয় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করে বলছে, 'মাসিডনে এসে আমাদের সাহায্য কর!' ¹⁰ তিনি সেই
দর্শন পেলে আমরা বিলম্ব না করে মাসিডনে যেতে চেষ্টা করলাম, কারণ বুঝেছিলাম, স্বয়ং ঈশ্বর সেখানকার লোকদের
কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে আমাদের আহ্বান করেছিলেন।

ফিলিপ্পিতে বাণীপ্রচার

¹¹ ত্রোয়াস থেকে আমরা সরাসরি জলপথে সামোথ্রেসের দিকে গেলাম, পরদিন নেয়াপলিসের দিকে, ¹² আর
সেখান থেকে ফিলিপ্পির দিকে; শহরটা রোমীয় একটা উপনিবেশ ও মাসিডনের সেই জেলার প্রধান শহর। সেই শহরে
আমরা কয়েকদিন থাকলাম। ¹³ সাব্বাৎ দিনে নগরদ্বারের বাইরে নদীকূলে গেলাম; মনে করছিলাম, সেখানে
প্রার্থনা-স্থান আছে। আমরা আসন নিয়ে সমবেত নারীদের কাছে উপদেশ দিতে লাগলাম। ¹⁴ তাদের মধ্যে লিদিয়া
নামে একজন ঈশ্বরভক্তা নারী ছিলেন; তিনি থিয়াতিরার একজন দামী বেগুনি কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন; তিনি
আমাদের কথা শুনছিলেন, আর প্রভু তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন, তাই তিনি পলের কথা গ্রহণ করলেন। ¹⁵ তিনি ও তাঁর
বাড়ির সকলে দীক্ষাস্নাত হলে পর তিনি এই অনুরোধ রাখলেন, 'আপনারা যদি মনে করেন, আমি প্রভুর প্রকৃত
বিশ্বাসী, তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন।' আর তিনি আমাদের কোন আপত্তি শুনতে চাইলেন না।

পল ও সিলাসকে গ্রেপ্তার ও অলৌকিক মুক্তিদান

¹⁶ একদিন আমরা প্রার্থনা-সভায় যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের সামনে একটি তরুণী ক্রীতদাসী এগিয়ে এল;
তার উপর দৈবজ্ঞ এক আত্মা ভর করে ছিল। সে লোকদের ভাগ্য গণনা করে তার মনিবদের বহু টাকা লাভ করাত।
¹⁷ সে পলের ও আমাদের পিছনে চলতে চলতে চিৎকার করে বলছিল, 'এঁরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, এঁরা তোমাদের
পরিত্রাণের পথ জানাচ্ছেন।' ¹⁸ আর সে অনেক দিন ধরে এভাবে করতে থাকল। কিন্তু পল বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে
সেই আত্মাকে বললেন, 'যীশুখ্রীষ্টের নামে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হও।' আর সেই ক্ষণেই
সে বেরিয়ে গেল। ¹⁹ তার মনিবেরা যখন দেখল, তাদের অর্থলাভের আশাও বেরিয়ে গেল, তখন পলকে ও সিলাসকে
ধরে শহরের সভাকেন্দ্রে সমাজনেতাদের সামনে টেনে নিয়ে গেল; ²⁰ এবং বিচারকদের কাছে তাঁদের নিয়ে এসে
বলল, 'এরা আমাদের শহরে যথেষ্ট অশান্তি ছড়াচ্ছে; এরা ইহুদী, ²¹ এবং রোমীয় হয়ে আমাদের যে ধরনের
রীতিনীতি গ্রহণ বা পালন করা উচিত নয়, এরা তা-ই প্রচার করছে।' ²² জনতাও তাঁদের বিরুদ্ধে উঠল, এবং
বিচারকেরা তাঁদের পোশাক খুলে দিয়ে তাঁদের বেত মারতে আদেশ দিলেন, ²³ এবং প্রচুর প্রহারের পর তাঁদের
কারাগারে ফেলে দিলেন; কারারক্ষীকে তাঁদের কড়া পাহারা দিতে আদেশ দিলেন। ²⁴ তেমন আদেশ পেয়ে সে তাঁদের
ভিতরের কারাকক্ষে নিয়ে গেল, এবং কাঠের বেড়ির মধ্যে তাঁদের পা আটকে রাখল।

²⁵ মাঝরাতে পল ও সিলাস প্রার্থনা করতে করতে ঈশ্বরের স্তুতিগান করছিলেন, এবং বন্দিরা তাঁদের গান কান
পেতে শুনছিল। ²⁶ হঠাৎ এমন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল যে, কারাগারের ভিত কেঁপে উঠল; তখনই সমস্ত দরজা খুলে গেল,
ও সকলের শেকল খসে পড়ল। ²⁷ ঘুম থেকে জেগে উঠে, ও কারাগারের সমস্ত দরজা খোলা দেখে কারারক্ষী খড়্গ
খুলে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল; সে মনে করছিল, বন্দিরা পালিয়ে গেছে। ²⁸ কিন্তু পল জোর গলায় ডেকে বললেন,
'নিজের ক্ষতি করো না! আমরা সকলে এখানে আছি।' ²⁹ তখন সে আলো আনিয়ে ভিতরে দৌড়ে গেল ও আতঙ্কে
কাঁপতে কাঁপতে পল ও সিলাসের সামনে লুটিয়ে পড়ল; ³⁰ এবং তাঁদের বাইরে এনে বলল, 'মহাশয়, পরিত্রাণ পাবার
জন্য আমাকে কী করতে হবে?' ³¹ তাঁরা বললেন, 'তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর, তবেই
পরিত্রাণ পাবে।' ³² পরে তাঁরা তার কাছে ও তার বাড়িতে উপস্থিত সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা
করলেন। ³³ রাতের সেই ক্ষণেই সে তাঁদের নিয়ে গিয়ে তাঁদের সমস্ত ক্ষত ধুয়ে দিল, এবং সে নিজে ও তার সকল
লোক দেরি না করে দীক্ষাস্নাত হল। ³⁴ তারপর সে তাঁদের দু'জনকে উপরে নিজের বাসস্থানে নিয়ে গিয়ে তাঁদের
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পেরেছেন বিধায় সে ও বাড়ির সকলে খুবই আনন্দ ভোগ
করল।

৩৫ সকাল হলে বিচারকেরা বেত্রধরদের দ্বারা বলে পাঠালেন, ‘ওই লোকদের মুক্ত করে দাও।’ ৩৬ কারারক্ষী পলকে
খবর দিল যে, ‘বিচারকেরা বলে পাঠিয়েছেন, যেন আপনাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়; তাই আপনারা এখন শান্তিতে
বিদায় নিতে পারেন।’ ৩৭ কিন্তু পল বললেন, ‘আমরা রোমীয় নাগরিক হলেও তাঁরা বিচার না করে সকলের সামনে
আমাদের বেত মারিয়েছেন, কারাগারেও নিক্ষেপ করেছেন! আর এখন কি গোপনেই আমাদের বের করে দিচ্ছেন? তা
হবে না; তাঁরা নিজেরা এসে আমাদের বাইরে নিয়ে যান।’ ৩৮ বেত্রধরেরা বিচারকদের কাছে গিয়ে কথাটা জানাল।
তাঁরা যে রোমীয় নাগরিক, একথা শুনে বিচারকেরা ভয়ে অভিভূত হলেন; ৩৯ এবং এসে তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইলেন;
তারপর তাঁদের বাইরে নিয়ে গিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাবার জন্য তাঁদের কাছে অনুরোধ রাখলেন। ৪০ তাঁরা কারাগার
থেকে বেরিয়ে লিদিয়ার বাড়িতে গেলেন; সেখানে ভাইদের সঙ্গে দেখা করে ও তাঁদের আশ্বাস দেওয়ার পর রওনা
হলেন।

থেসালোনিকিতে ইহুদীদের বিরোধিতা

১৭ আম্ফিপলিস ও আপল্লোনিয়ার পথ ধরে তাঁরা থেসালোনিকিতে এসে পৌঁছলেন। সেখানে ইহুদীদের একটা
সমাজগৃহ ছিল। ২ অভ্যাসমত পল তাদের কাছে গেলেন, এবং তিনটে সাব্বাৎ দিন ধরে তাদের সঙ্গে শাস্ত্র ভিত্তিক
আলোচনা করলেন; ৩ তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, খ্রীষ্টের পক্ষে যন্ত্রণাভোগ করা ও মৃতদের মধ্য
থেকে পুনরুত্থান করা অবধারিতই ছিল; তিনি বলছিলেন: ‘যে যীশুকে আমি আপনাদের কাছে প্রচার করছি, তিনিই
সেই খ্রীষ্ট।’ ৪ তাদের কয়েকজন তাঁর কথা মেনে নিল ও পল ও সিলাসের সঙ্গে যোগ দিল; তেমনিভাবে ভক্তপ্রাণ
গ্রীকদের মধ্যে বহু লোক ও সেখানকার গণ্যমান্য বেশ কয়েকজন মহিলাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ৫ কিন্তু ইহুদীরা
ঈর্ষান্বিত হয়ে বাজারের কয়েকটা দুষ্ট লোককে সঙ্গে নিয়ে এসে একটা ভিড় জমিয়ে শহরে একটা গোলমাল বাধিয়ে
দিল। যাসোনের বাড়ির সামনে গিয়ে তারা গণসভায় তাঁদের দাঁড় করাবার জন্য খোঁজ করছিল। ৬ কিন্তু তাঁদের খুঁজে
না পাওয়ায় তারা যাসোন ও কয়েকজন ভাইকে নগর-প্রশাসকদের সামনে টেনে নিয়ে গেল, ও চিৎকার করে বলতে
লাগল, ‘এই যে লোকেরা জগৎসংসার ওল্ট-পাল্ট করে দিচ্ছে, এরা এবার এখানেও এসে উপস্থিত হল! ৭ যাসোন
এদের নিজের ঘরে উঠিয়েছে। এরা সকলে সীজারের রাজাজ্ঞা অমান্য করে, কেননা বলে: যীশু নামে আর একজন
রাজা আছেন।’ ৮ এই সমস্ত কথা শুনে লোকের ভিড় ও নগর-প্রশাসকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ৯ তখন তাঁরা
যাসোনের ও বাকি সকলের কাছ থেকে জামিন নিলেন; তারপর তাঁদের ছেড়ে দিলেন।

বেরেয়ায় ইহুদীদের বিরোধিতা

১০ কিন্তু ভাইয়েরা দেরি না করে পল ও সিলাসকে রাতের বেলায় বেরেয়ায় পাঠিয়ে দিল। সেখানে এসে পৌঁছেই
তাঁরা ইহুদীদের সমাজগৃহে গেলেন। ১১ থেসালোনিকির ইহুদীদের চেয়ে এরা উদারমনা ছিল, এবং গভীর আগ্রহ
দেখিয়ে বাণী গ্রহণ করল; সেই সমস্ত কথা ঠিক তা-ই কিনা, তা জানবার জন্য তারা প্রতিদিন শাস্ত্র তন্ন তন্ন করে
পরীক্ষা করতে লাগল। ১২ তাদের অনেকে, এবং গ্রীকদেরও অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা ও পুরুষ বিশ্বাসী হলেন।
১৩ কিন্তু থেসালোনিকির ইহুদীরা যখন জানতে পারল যে বেরেয়াতেও পল দ্বারা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা হচ্ছে, তখন
সেখানেও এসে জনগণকে অস্থির ও উত্তেজিত করতে লাগল। ১৪ তাই ভাইয়েরা দেরি না করে পলকে সমুদ্রের দিকের
পথে পাঠিয়ে দিল; তবু সিলাস ও তিমথি সেখানে রইলেন। ১৫ যারা পলকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল, তারা তাঁকে
এথেন্স পর্যন্ত পৌঁছে দিল, এবং সিলাস ও তিমথি যেন যত শীঘ্রই তাঁর কাছে চলে আসেন, পলের এই নির্দেশ নিয়ে
তারা আবার বেরেয়ায় ফিরে গেল।

এথেন্সে পলের বাণীপ্রচার

১৬ এথেন্সে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সেই শহরকে প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখে পলের অন্তরে তাঁর আত্মা
বিষিয়ে উঠছিল। ১৭ তিনি সমাজগৃহে ইহুদীদের সঙ্গে ও ঈশ্বরভক্ত মানুষদের সঙ্গে, এমনকি প্রতিদিন শহরের
সভাকেন্দ্রে যাদের দেখা পেতেন, তাদেরও সঙ্গে ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করতে লাগলেন। ১৮ এমনকি, এপিকুরীয়
ও স্তোইকীয় কয়েকজন দার্শনিকও তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। কেউ কেউ বলছিল, ‘এই তোতাপাখি কি বকছে?’
আবার কেউ কেউ বলছিল, ‘মনে হচ্ছে, লোকটা ভিনদেশী কোন না কোন দেবতার প্রচারক।’ কেননা তিনি যীশু ও
পুনরুত্থান সংক্রান্ত শুভসংবাদ প্রচার করছিলেন। ১৯ তাঁকে হাত ধরে তারা আরেওপাগসে নিয়ে গেল, ও সেখানে গিয়ে
তাঁকে বলল, ‘আমরা কি জানতে পারি, এই যে নতুন ধর্মতত্ত্ব আপনি প্রচার করছেন, তা কী? ২০ কারণ আপনি
আমাদের যথেষ্ট অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন, তাই আমাদের জানবার ইচ্ছা আছে, এসব কিছুর অর্থ কী।’ ২১ বাস্তবিকই
এমনটি মনে হয় যে, এথেন্সের সকল লোক ও সেখানে যে সকল বিদেশীরা বাস করে, তারা সকলে নতুন কোন বিষয়ে
কথা বলা বা শোনা ছাড়া অন্য কিছুতেই সময় ব্যয় করতে পারে না।
২২ তখন পল আরেওপাগসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘এথেন্সের মানুষেরা, আমি দেখতে পাচ্ছি, সব দিক
দিয়ে আপনারা বড়ই দেবতাভক্ত; ২৩ কেননা শহরে ঘুরতে ঘুরতে ও আপনাদের পুণ্যনির্মিতি লক্ষ করতে করতে আমি
একটা বেদি দেখতে পেলাম যার উপরে লেখা আছে, “অজ্ঞাত দেবের উদ্দেশে।” সুতরাং আপনারা যাঁকে না জেনে
ভক্তি করেন, তাঁরই কথা আমি আপনাদের কাছে প্রচার করি। ২৪ *ঈশ্বর, যিনি নির্মাণ করেছেন* জগৎ ও *তার মধ্যে*

যা কিছু আছে, তিনিই স্বর্গমর্তের প্রভু, ফলে মানুষের হাতে গড়া মন্দিরে তিনি বাস করেন না। ২৫ আরও, তিনি এমন কোন কিছুর অভাবে ভুগছেন না যে, মানুষের হাতের সেবার উপরেই তাঁকে নির্ভর করতে হবে, কেননা তিনিই সকলকে জীবন ও প্রাণবায়ু ও সমস্ত কিছুই দান করে থাকেন। ২৬ তিনি একটি মানুষ থেকে সমগ্র মানবজাতির উদ্ভব ঘটালেন, যেন তারা সারা পৃথিবী জুড়ে বাস করে; আর শুধু তা নয়, তাদের অস্তিত্বকাল ও বসবাসের সীমাও স্থির করেছেন। ২৭ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এ: মানুষ ঈশ্বরের অন্বেষণ করবে, যেন তারা, কেমন যেন হাতড়ে হাতড়েই তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনমতে তাঁর সন্ধান পায়; বাস্তবিকই তিনি আমাদের কারও কাছ থেকে দূরে নন; ২৮ কারণ তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত, ঠিক যেমনটি আপনাদের নিজেদের কয়েকজন কবিও বলেছেন,

আমরা তাঁরই বংশ।'

২৯ সুতরাং, আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ, তখন আমাদের পক্ষে ঈশ্বরত্বকে মানুষের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে গড়া সোনা, রুপো বা পাথরের মূর্তির মত বিবেচনা করা উচিত নয়। ৩০ সেই অজ্ঞতার কালের দিকে আর লক্ষ না করে ঈশ্বর এখন সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন। ৩১ কেননা তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে নিজের নিযুক্ত একটি মানুষ দ্বারা জগতের ন্যায়বিচার করবেন। এবিষয়ে সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়ে তিনি সেই মানুষকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।'

৩২ মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনে কেউ কেউ হাসাহাসি করতে লাগল; অন্য কেউ বলল, 'আচ্ছা, আপনার কাছে এবিষয় আর একদিন শুনব।' ৩৩ এভাবে পল সেই বৈঠক থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ৩৪ কিন্তু তবু কোন কোন মানুষ তাঁর সঙ্গে যোগ দিল ও বিশ্বাসী হল; এদের মধ্যে ছিলেন নগরপরিষদের সদস্য দিওনিসিওস ও দামারিস নামে একজন মহিলা, এবং এঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন।

করিন্থে মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা

১৮ এরপর পল এথেন্স ছেড়ে করিন্থে গেলেন। ২ সেখানে আকুইলা নামে একজন ইহুদীর দেখা পেলেন: ইনি জাতিতে পন্তীয়, অল্প দিন আগে নিজের স্ত্রী প্রিসিল্লাকে নিয়ে ইতালি থেকে এসেছিলেন, কারণ ক্লাউদিউসের রাজাজ্ঞা অনুসারে সমস্ত ইহুদীকে রোম ছেড়ে চলে যেতে হল। পল তাঁদের কাছে গেলেন; ৩ একই পেশার মানুষ হওয়ায় তিনি তাঁদের বাড়িতে উঠলেন ও তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। [কেননা তাঁদের পেশা ছিল তাঁবু-নির্মাণ]। ৪ প্রতিটি সাব্বাৎ দিনে তিনি সমাজগৃহে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, এবং ইহুদীদের ও গ্রীকদের মন জয় করতে চেষ্টা করতেন।

৫ সিলাস ও তিমথি মাসিডন থেকে আসবার পর পল বাণীপ্রচারেই সমস্ত সময় দিতে লাগলেন, ইহুদীদের প্রমাণ দিচ্ছিলেন যে, যীশুই সেই খ্রীষ্ট। ৬ কিন্তু তারা প্রতিরোধ করছিল ও অপমানজনক কথা বলছিল বিধায় তিনি চাদর ঝেড়ে ফেলে তাদের বললেন, 'তোমাদের রক্ত তোমাদেরই মাথায় পড়ুক, এতে আমি নির্দোষ! এখন থেকে আমি বিজাতীয়দের কাছে চললাম।' ৭ আর সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি তিতিউস ইউস্তুস নামে একজন ঈশ্বরভক্তের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন; তার বাড়ি ছিল সমাজগৃহের পাশাপাশি। ৮ সমাজগৃহের অধ্যক্ষ ক্রিস্পস তাঁর বাড়ির সকলের সঙ্গে প্রভুতে বিশ্বাসী হলেন; এবং করিন্থীয়দের অনেকে পলকে শুনে বিশ্বাসী হয়ে দীক্ষাস্নাত হল।

৯ একদিন, রাতের বেলায় প্রভু দর্শনযোগে পলকে বললেন, 'ভয় করো না, বরং কথা বলতে থাক, নীরব থেকো না; ১০ কারণ আমি নিজেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; কেউই তোমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে না, কারণ এই শহরে আমার লোক অনেকেই আছে।' ১১ তাই তিনি আঠারো মাস ওখানে থেকে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী শিখিয়ে দিলেন।

১২ গাল্লিও যে সময় আখাইয়ার প্রদেশপাল, সেসময় ইহুদীরা একজোট হয়ে পলকে আক্রমণ করল, ও তাঁকে প্রদেশপালের দরবারে নিয়ে গেল। ১৩ তারা বলল, 'এই লোকটা জনগণকে ঈশ্বরের এমনভাবে উপাসনা করতে প্ররোচিত করে যা বিধান বিরুদ্ধ।' ১৪ পল তখনও মুখ খোলেননি, সেসময়ে গাল্লিও ইহুদীদের বললেন, 'ইহুদী সকল! ব্যাপারটা যদি কোন অন্যায় বা জঘন্য কাজ সংক্রান্ত হত, তবে তোমাদের অভিযোগ শোনা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হত; ১৫ কিন্তু সমস্যা যদি কোন কথা বা নাম বা তোমাদের নিজেদের বিধান সংক্রান্ত হয়, তবে তোমরা নিজেরাই সেইসব বুঝে নাও। আমি সেই সব ব্যাপারের বিচারক হতে রাজি নই।' ১৬ আর তিনি দরবার থেকে তাদের বের করে দিলেন। ১৭ তাই সকলে সমাজগৃহের অধ্যক্ষ সোস্থেনেসকে ধরে দরবারের সামনে মারতে লাগল; কিন্তু গাল্লিও সেই সব ব্যাপারে কিছুই মনোযোগ দিতে সম্মত হলেন না।

আন্তিওখিয়ায় প্রত্যাবর্তন ও তৃতীয় প্রচার-যাত্রার সূচনা

১৮ পল আরও কয়েক দিন সেখানে থাকার পর ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে করে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন; তাঁর সঙ্গে প্রিসিল্লা ও আকুইলাও গেলেন; তাঁর একটা মানত ছিল বিধায় তিনি কেংক্রেয়া বন্দরে মাথা মুড়িয়ে নিলেন। ১৯ পরে তাঁরা এফেসসে এসে পৌঁছলে তিনি সেই দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন; আগে কিন্তু একাকী সমাজগৃহে গিয়ে ইহুদীদের সঙ্গে ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনা করলেন। ২০ তারা তাঁকে তাদের মধ্যে আর কিছু দিন থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। ২১ তথাপি তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি আর এক সময় তোমাদের কাছে ফিরে আসব।' পরে তিনি জলপথে এফেসস

ছেড়ে চলে গেলেন। ২২ সীজারিয়ায় এসে পৌঁছলে তিনি মণ্ডলীকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাতে গেলেন; পরে আন্তিওখিয়ায়
গেলেন।
২৩ সেখানে কিছুদিন কাটাবার পর তিনি আবার যাত্রা করলেন; এবং পর পর গালাতিয়া অঞ্চল ও ফ্রিজিয়ার মধ্য
দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে শিষ্যদের সুস্থির করছিলেন।

আপল্লোস

২৪ সেসময়ে আপল্লোস নামে একজন ইহুদী এফেসসে এসে উপস্থিত হলেন, যিনি জন্মসূত্রে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার
মানুষ। তিনি ছিলেন সুবক্তা, এবং শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। ২৫ তিনি প্রভুর পথ সম্বন্ধে শিক্ষা
পেয়েছিলেন, এবং ভক্তপ্রাণ হওয়ায় যীশু সম্বন্ধে সূক্ষ্মরূপেই কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন; কিন্তু কেবল যোহনের
দীক্ষাস্নানের কথা জানতেন। ২৬ ইতিমধ্যে তিনি সৎসাহসের সঙ্গে সমাজগৃহে কথা বলতে শুরু করলেন, আর প্রিসিল্লা
ও আকুইলা তাঁর উপদেশ শুনলেন; পরে তাঁরা তাঁকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এবং ঈশ্বরের পথের কথা আরও
গভীরতরভাবে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। ২৭ যেহেতু তিনি আখাইয়ায় যেতে অভিপ্রেত ছিলেন, সেজন্য ভাইয়েরা তাঁকে
উৎসাহ দিলেন, এবং শিষ্যদের কাছে পত্র লিখলেন, তারা যেন তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করে। আর তিনি সেখানে গিয়ে
উপস্থিত হয়ে, যারা অনুগ্রহ-গুণে বিশ্বাসী হয়েছিল, তাদের যথেষ্ট উপকার করলেন, ২৮ কারণ যীশুই যে সেই খ্রীষ্ট,
একথা শাস্ত্রবাণীর মধ্য দিয়ে প্রমাণ ক'রে অধিকারের সঙ্গে সকলের সামনে ইহুদীদের একেবারে নিরুত্তর করতেন।

এফেসসে যোহনের শিষ্যেরা

১৯ আপল্লোস যে সময়ে করিন্থে ছিলেন, সেসময়ে পল উত্তর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এফেসসে এসে পৌঁছলেন; সেখানে
বেশ কয়েকজন শিষ্যকে পেলেন। ২ তাদের বললেন, 'বিশ্বাসী হওয়ার সময়ে তোমরা কি পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিলে?'
তারা তাঁকে বলল, 'পবিত্র আত্মা বলতে যে কিছু আছে, আমরা তাও শুনিনি।' ৩ তিনি বললেন, 'তবে কিসে দীক্ষাস্নাত
হয়েছিলে?' তারা বলল, 'যোহনের দীক্ষাস্নানে।' ৪ পল বললেন, 'যোহন মনপরিবর্তনেরই দীক্ষাস্নানে দীক্ষাস্নান
সম্পাদন করতেন; কিন্তু জনগণকে বলতেন, যিনি তাঁর পরে আসবেন, তাঁতেই, অর্থাৎ যীশুতেই তাদের বিশ্বাস করতে
হবে।' ৫ একথা শুনে তারা প্রভু যীশু-নামের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হল। ৬ আর পল তাদের উপর হাত রাখলেই পবিত্র
আত্মা তাদের উপর নেমে এলেন, আর তারা নানা ভাষায় কথা বলতে ও নবীয় বাণী দিতে লাগল। ৭ তাদের মোট
সংখ্যা ছিল আনুমানিক বারোজন পুরুষলোক।

এফেসসে মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা

৮ পরে তিনি সমাজগৃহে যেতে লাগলেন; তিন মাস ধরে সৎসাহসের সঙ্গে কথা বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে
আলোচনা করলেন ও যুক্তি দেখালেন। ৯ কিন্তু যখন কয়েকজন জেদ দেখিয়ে ও বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে সকলের
সামনে সেই পথের নিন্দা করতে লাগল, তখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি নিজের শিষ্যদের আলাদা করে নিয়ে
প্রতিদিন তিরান্নসের সভাগৃহে নিজের ধর্মালোচনা চালাতে লাগলেন। ১০ এভাবে দু'বছর চলল; ফলে এশিয়ার
অধিবাসী ইহুদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাণী শুনতে পেল।

ইহুদী ওঝারা

১১ পলের হাত দ্বারা ঈশ্বর এমন অভিনব পরাক্রম-কর্ম সাধন করতেন যে, ১২ তাঁর স্পর্শ-পাওয়া রুমাল বা
তোয়ালে রোগীদের কাছে নিয়ে গেলে তাদের অসুখ ছাড়ত ও মন্দাত্মাগুলো বেরিয়ে যেত। ১৩ কিন্তু ভ্রাম্যমাণ কয়েকজন
ইহুদী ওঝাও মন্দাত্মাগ্রস্ত লোকদের উপরে প্রভু যীশুর নাম করতে চেষ্টা করছিল, তারা বলছিল, 'পল যাঁর কথা প্রচার
করেন, সেই যীশুর দিব্যি!' ১৪ স্কেভা নামে ইহুদী একজন প্রধান যাজক ছিলেন, যাঁর সাত সন্তান ঠিক এভাবেই কাজ
করছিল। ১৫ মন্দাত্মা উত্তরে তাদের বলল, 'যীশুকে আমি জানি, পলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কে?' ১৬ আর মন্দাত্মাগ্রস্ত
লোকটা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং দু'জনকে কাবু করে ফেলে তাদের এতই প্রচণ্ডভাবে মারতে লাগল যে,
তারা উলঙ্গ ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। ১৭ ঘটনা এফেসস-অধিবাসী ইহুদী ও গ্রীক
সকলেরই কাছে জানাজানি হল, ফলে সকলে ভয়ে অভিভূত হল, এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত হতে লাগল।
১৮ আর যারা বিশ্বাসী হয়েছিল, তাদের অনেকে এসে নিজেদের কুকাজ খোলাখুলি স্বীকার করল, ১৯ ও যারা আগে
তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা করেছিল, তাদের অনেকেও নিজেদের পুঁথিপত্র নিয়ে এল, ও জড় করে সকলের সামনে তা পুড়িয়ে
ফেলল; হিসাব করলে দেখা গেল, সেই সব পুঁথিপত্রের মূল্য পঞ্চাশ হাজার রুপোর টাকা। ২০ এভাবে প্রভুর বাণী বৃদ্ধি
পাচ্ছিল ও প্রবল হয়ে উঠছিল।

এফেসসে রৌপ্যকারিগরদের দাঙ্গা

২১ এই সমস্ত ঘটনার পর পল আত্মায় স্থির করলেন, তিনি মাসিডন ও আখাইয়া পার হয়ে যেরুসালেমে যাবেন;
তিনি বলছিলেন, 'সেখানে যাবার পর আমাকে রোমও দেখতে হবে।' ২২ তাঁর সহকারীদের দু'জনকে—তিমথি ও
এরাস্তসকে—মাসিডনে পাঠিয়ে তিনি নিজে আর কিছু দিন এশিয়ায় রইলেন।

২৩ সেসময়েই এই পথকে কেন্দ্র করে বড় গোলযোগ বেধে গেল; ২৪ কারণ দেমেত্রিওস নামে একজন রৌপ্যকার
ছিল, যে আর্তেমিস দেবীর ছোট্ট ছোট্ট রুপোর মন্দির গড়ায় কারিগরদের যথেষ্ট কাজ যোগাত। ২৫ লোকটা এদের,
এবং যারা একই ধরনের পেশার মানুষ, তাদেরও ডেকে বলল, 'বন্ধু সকল, আপনারা জানেন, এই কাজের উপরেই
নির্ভর করে আমাদের সমৃদ্ধি! ২৬ আর আপনারা নিজেরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছেন যে, শুধু এই এফেসসে নয়, প্রায়
সমস্ত এশিয়াতেও এই পল বহু বহু লোকের মন জয় করে বিপথে ফিরিয়েছে; সে নাকি বলে বেড়ায় যে, মানুষের হাতে
গড়া দেবতাগুলো আসলে ঈশ্বর নয়। ২৭ ফলে শুধু যে আমাদের এই ব্যবসার দুর্নাম হওয়ার আশঙ্কা আছে, তা নয়,
কিন্তু লোকে মহাদেবী আর্তেমিসের মন্দিরটাও মূল্যহীন বলে গণ্য করবে, এবং যাঁকে সমস্ত এশিয়া, এমনকি
বিশ্বজগৎও পূজা করে, তাঁকেও তাঁর নিজের মহত্ত্ব হারাতে হবে।'
২৮ একথা শুনে তারা ক্রোধে জ্বলে উঠে জোর গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এফেসীয়দের আর্তেমিসই
মহাদেবী!' ২৯ তখন শহরে বিরাট গন্ডগোল বেধে গেল; সকলে মিলে সজোরে রঙ্গভূমির দিকে ছুটে চলল এবং পলের
দু'জন মাসিডনীয় সহযাত্রী সেই গাইউস ও আরিস্তার্খসকে টানতে টানতে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। ৩০ পল নিজে জনতার
কাছে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু শিষ্যেরা তাঁকে যেতে দিল না। ৩১ তখন প্রদেশের কয়েকজন কর্তা-ব্যক্তি পলের বন্ধু
ছিলেন বিধায় তাঁকে অনুরোধ করে পাঠালেন, তিনি যেন রঙ্গভূমিতে গিয়ে নিজের বিপদ না ঘটান। ৩২ ইতিমধ্যে নানা
লোকে নানা কথা বলে চেঁচাচ্ছে, সভায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, বেশির ভাগ লোকের জানা নেই তারা কিজন্য
এসেছে।
৩৩ তখন ইহুদীরা আলেক্জান্দারকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য ঠেলছিল, আর ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে
বাইরে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দিল, আর হাত দিয়ে ইশারা করে সে জনগণের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ভাষণ
দিতে চাচ্ছিল। ৩৪ কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল, সে ইহুদী, তখন সকলে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একসুরে চিৎকার করতে
থাকল, 'এফেসীয়দের আর্তেমিসই মহাদেবী!' ৩৫ শেষে নগরসচিব জনতাকে ক্ষান্ত করতে পারলেন, তখন তিনি
বললেন, 'এফেসীয় সকল, বল দেখি, এফেসস নগরীই যে মহাদেবী আর্তেমিস-মন্দিরের ও আকাশ থেকে পতিত তাঁর
প্রতিমার রক্ষীকা, মানুষদের মধ্যে কে একথা না জানে? ৩৬ সুতরাং, একথা যখন খন্ডনের অতীত, তখন তোমাদের
ক্ষান্ত থাকা উচিত, ও অবিবেচিত কোন কাজ না করাও উচিত। ৩৭ কারণ এই যে লোকদের তোমরা এখানে নিয়ে
এসেছ, তারা তো মন্দিরের পবিত্রতাও নষ্ট করেনি, দেবীর নিন্দাও করেনি; ৩৮ সুতরাং, যদি কারও বিরুদ্ধে
দেমেত্রিওসের ও তার সঙ্গী কারিগরদের কোন অভিযোগ থাকে, তবে এর জন্য আদালত আছে, প্রদেশপালেরাও
আছেন: যে যার অভিযোগ আদালতেই পেশ করুক। ৩৯ আর যদি তোমাদের অন্য কোন দাবি থাকে, তবে নিয়মিত
সভায়ই তার নিষ্পত্তি হবে। ৪০ বস্তুতপক্ষে, আজকের ঘটনার জন্য দাঙ্গার দায়ে আমাদের অভিযুক্ত হওয়ার যথেষ্ট
আশঙ্কাও আছে, যেহেতু এমন কোন কারণ নেই যার জোরে এই বিশৃঙ্খল জনসমাবেশের বিষয়ে আমরা যুক্তি দেখাতে
পারি।' ৪১ আর একথা বলে তিনি সভা ভেঙে দিলেন।

এফেসস থেকে ত্রোয়াসে

২০ সেই হাঙ্গামা থেমে যাওয়ামাত্র পল শিষ্যদের ডেকে পাঠালেন, এবং তাদের উৎসাহ দেওয়ার পর তাদের কাছ
থেকে বিদায় নিয়ে মাসিডনের দিকে রওনা হলেন। ২ সেই নানা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি অনেক উপদেশ
দানে শিষ্যদের উৎসাহ দিয়ে গ্রীসে এসে পৌঁছলেন। ৩ সেখানে তিন মাস কাটাবার পর তিনি যখন জলপথে সিরিয়ায়
যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল বিধায় তিনি মাসিডন হয়েই ফিরে যেতে স্থির
করলেন। ৪ তাঁর সঙ্গে চললেন বেরেয়ার পিরসের ছেলে সোপাত্রস, থেসালোনিকির আরিস্তার্খস ও সেকুন্দুস, দের্বার
গাইউস, তিমথি ও এশিয়ার তিখিকস্ ও ত্রফিমস্। ৫ তাঁরা আমাদের আগে গিয়ে ত্রোয়াসে আমাদের জন্য অপেক্ষা
করলেন। ৬ আমরা কিন্তু খামিরবিহীন রুটির পর্বের দিনগুলির পরে ফিলিপ্পি থেকে জলপথে রওনা হলাম আর পাঁচ
দিন পর ত্রোয়াসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলাম; সেখানে সাত দিন কাটালাম।

ত্রোয়াসে একটি যুবকের পুনর্জীবনলাভ

৭ সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত ছিলাম, এবং পল তাদের উপদেশ দিতে শুরু
করলেন; পরদিন তাঁকে চলে যেতে হবে বিধায় তিনি মাঝরাত পর্যন্ত কথা বলে চললেন। ৮ উপরতলার যে কক্ষে
আমরা সমবেত ছিলাম, সেখানে অনেকগুলো বাতি জ্বলছিল। ৯ এউতিখস নামে একটি যুবক জানালার ধারে বসে
ছিল; পল আরও কথা বলে চলছেন, এমন সময়ে তার ভীষণ ঘুম পাওয়ায় ঘুমের ঘোরে সেই যুবক তিনতালা থেকে
নিচে পড়ে গেল। যখন লোকে তাকে তুলে নিল, সে তখন মৃত। ১০ পল নেমে গিয়ে তার দেহের উপরে পড়লেন, ও
তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমরা ব্যস্ত হয়ো না; তার মধ্যে এখনও প্রাণ আছে।' ১১ পরে আবার উপরে গিয়ে
রুটি ছিঁড়ে খেয়ে আরও বহুক্ষণ ধরে, এমনকি প্রভাত পর্যন্ত কথা বললেন, আর শেষে বিদায় নিলেন। ১২ আর তারা
সেই ছেলেটিকে জীবিত অবস্থায় নিয়ে এসে যথেষ্ট স্বস্তি পেল।

ত্রোয়াস থেকে মিলেতসে

১৩ আর আমরা, আগে আগে জাহাজে করে যাদের রওনা হওয়ার কথা ছিল, আসোসের দিকে যাত্রা করলাম; কথা
ছিল, সেইখানে পলকে তুলে নেব, কারণ তিনি স্থলপথে যেতে স্থির করেছিলেন। ১৪ তিনি আসোসে আমাদের সঙ্গে
যোগ দিলে আমরা তাঁকে তুলে নিয়ে মিতিলেনের দিকে গেলাম। ১৫ পরদিন সেখান থেকে জাহাজে করে আমরা
খিয়সের সামনে পর্যন্ত গেলাম; দ্বিতীয় দিন সামোস দ্বীপে ভিড়লাম, এবং ত্রোগিলিওনে থাকবার পর পরদিন
মিলেতসে গিয়ে পৌঁছলাম। ১৬ পল স্থির করেছিলেন, এশিয়ায় যেন তাঁর বেশি দেরি না হয়, এফেসসের পাশ কাটিয়ে
এগিয়ে যাবেন; সম্ভব হলে পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে যেরুসালেমে উপস্থিত থাকবার জন্য তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন।

এফেসস মণ্ডলীর প্রবীণবর্গের কাছে পলের বিদায়বাণী

১৭ মিলেতস থেকে তিনি এফেসসে লোক পাঠিয়ে মণ্ডলীর প্রবীণবর্গকে ডাকিয়ে আনলেন। ১৮ তাঁরা এসে উপস্থিত
হলে তিনি তাঁদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'আপনারা জানেন, এশিয়ায় আমার আসার প্রথম দিন থেকে আমি
কিভাবে আপনাদের মধ্যে বরাবর দিন কাটিয়েছি: ১৯ আমি সম্পূর্ণ মনের বিনম্রতায় ও চোখের জল ফেলতে ফেলতে,
ইহুদীদের পাতা ষড়যন্ত্রের নানা পরীক্ষার মধ্য থেকে প্রভুর সেবা করে এসেছি। ২০ আপনারা জানেন, যেন সকলের
উপকার হয় আমি কোন কিছু করতে কখনও দ্বিধা করিনি; সকলের সামনে ও ঘরে ঘরে আমি প্রচার করেছি ও
সদুপদেশ দিয়েছি; ২১ ইহুদী ও গ্রীক উভয়েরই কাছে আমি ঈশ্বরের দিকে মনপরিবর্তন এবং আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি
বিশ্বাস বিষয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ রেখেছি। ২২ এখন দেখুন, আমি আত্মা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যেরুসালেমে যাচ্ছি; সেখানে
আমার কি কি ঘটবে, তা জানি না। ২৩ একথাই মাত্র জানি: পবিত্র আত্মা প্রতিটি শহরে আমার কাছে এই বলে সাক্ষ্য
দিচ্ছেন যে, শেকল ও উৎপীড়ন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ২৪ কিন্তু আমি যদি নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়তে
পারি, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবা-দায়িত্ব প্রভু যীশু থেকে পেয়েছি, তা যদি
সম্পন্ন করতে পারি, তবে আমার নিজের প্রাণেরও কোন মূল্য দেব না।

২৫ দেখুন, আমি জানি, যাদের মধ্যে আমি ঘুরে ঘুরে রাজ্যের কথা প্রচার করে এসেছি, সেই আপনারা সকলে
আমার মুখ আর দেখতে পাবেন না; ২৬ এজন্য আমি আজ ঘোষণা করছি যে, কারও বিনাশের জন্য আমি দায়ী হব না,
২৭ কারণ আপনাদের কাছে ঈশ্বরের গোটা সঙ্কল্প জ্ঞাত করায় আমি কখনও পিছিয়ে যাইনি। ২৮ আপনারা নিজেদের
বিষয়ে সাবধান থাকুন, এবং সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ
করে নিযুক্ত করেছেন আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই জনমণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন।
২৯ আমি জানি, আমার চলে যাওয়ার পর শিকার-ললুপ নেকড়ে আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, তারা পালকে রেহাই
দেবে না। ৩০ আপনাদের মধ্য থেকেও কয়েকটা লোক উঠে শিষ্যদের নিজেদের পিছনে আকর্ষণ করার জন্য নানা
বিরোধী কথা প্রচার করবে। ৩১ সুতরাং জেগে থাকুন; মনে রাখুন, আমি তিন বছর ধরে দিনরাত প্রত্যেককে চোখের
জল ফেলতে ফেলতে চেতনা দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হইনি।

৩২ এখন আমি প্রভুর কাছে ও তাঁর অনুগ্রহের বাণীর কাছে আপনাদের সঁপে দিচ্ছি; তাঁর অনুগ্রহই তো আপনাদের
গেঁথে তুলতে সক্ষম, ও সকল পবিত্রিতজনের মধ্যে উত্তরাধিকার মঞ্জুর করতেও সক্ষম। ৩৩ আমি কারও রুপো বা
সোনা বা পোশাক পেতে কখনও আকাঙ্ক্ষা করিনি। ৩৪ আপনারা নিজেরাই তো জানেন, আমার নিজের এবং আমার
সঙ্গীদের নানা প্রয়োজন মেটাতে আমার এই দু'টো হাত কাজ করেছে। ৩৫ আমি যে কোন উপায়ে আপনাদের দেখিয়েছি
যে, এভাবে পরিশ্রম করেই দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে—সেই প্রভু যীশুর বাণী মনে রেখে, যিনি নিজে বলেছেন,
পাওয়ার চেয়ে দেওয়ারই মধ্যে বেশি সুখ।'

৩৬ একথা বলে তিনি সকলের সঙ্গে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন। ৩৭ সকলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, এবং পলের
গলা ধরে তাঁকে চুম্বন করতে লাগলেন; ৩৮ তাঁরা এজন্যই বিশেষভাবে দুঃখ পাচ্ছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন, তাঁরা
তাঁর মুখ আর দেখতে পাবেন না। পরে জাহাজ পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

পলের যেরুসালেম যাত্রা

২১ তাঁদের কাছ থেকে মর্মভেদী বিদায় নেওয়ার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে জলপথে রওনা হয়ে সোজা চলে এলাম কোস্
দ্বীপে, পরদিন রোড্স্ দ্বীপে, এবং সেখান থেকে পাতারায় এসে পৌঁছলাম। ২ এখানে এমন একটা জাহাজ পেলাম, যা
পার হয়ে ফিনিশিয়ায় যাবে; তাই সেই জাহাজে উঠে আমরা যাত্রা করলাম। ৩ দূর থেকে সাইপ্রাস দ্বীপ দেখে তা বাঁ
দিকে ফেলে আমরা সিরিয়ার দিকে তুরসে এসে পৌঁছলাম; সেখানে জাহাজের মালপত্র নামিয়ে দেওয়ার কথা।
৪ সেখানকার শিষ্যদের খুঁজে বের করে আমরা সাত দিন তাদের সঙ্গে থেকে গেলাম। তারা আত্মার আবেশে পলকে
শুধু শুধু বলছিলেন, তিনি যেন যেরুসালেমে না যান। ৫ কিন্তু সেই কয়েক দিন কেটে গেলে আমরা বেরিয়ে পড়ে রওনা
হলাম; তখন তারা সকলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে শহরের বাইরে পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল। সেখানে,
সমুদ্রের ধারে নতজানু হয়ে আমরা প্রার্থনা করলাম, ৬ এবং পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর আমরা জাহাজে
উঠলাম ও তারা বাড়ি ফিরে গেল।

৭ তুরস ছেড়ে তলেমাইসে এসেই আমরা আমাদের জলযাত্রা শেষ করলাম; ভাইদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানিয়ে
তাদের সঙ্গে এক দিন থাকলাম; ৮ পরদিন আবার রওনা হয়ে সীজারিয়ায় এসে পৌঁছলাম, এবং সুসমাচার-প্রচারক
ফিলিপের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকলাম—এই ফিলিপ হলেন সেই সাতজনের একজন। ৯ তাঁর চারজন

অবিবাহিতা মেয়ে ছিল, তাঁরা সকলে নবী ছিলেন। ১০ আমরা সেখানে কয়েক দিন ধরে ছিলাম, সেসময়ে যুদেয়া থেকে
আগাবস নামে একজন নবী এসে উপস্থিত হলেন। ১১ তিনি আমাদের কাছে এসে পলের কোমরবন্ধনী নিয়ে তা দিয়ে
নিজের হাত-পা বেঁধে বললেন, 'পবিত্র আত্মা একথা বলছেন, এই কোমরবন্ধনী যার, ইহুদীরা তাকে যেরুসালেমে
এভাবেই বেঁধে বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেবে।' ১২ তা শুনে সেখানকার ভাইয়েরা ও আমরা পলকে অনুরোধ করলাম,
যেন তিনি যেরুসালেমে না যান। ১৩ উত্তরে পল বললেন, 'এত চোখের জল ফেলে ও আমার হৃদয় ভেঙে তোমরা এ
কি করছ? প্রভুর নামের জন্য আমি তো যেরুসালেমে শুধু বন্দি হতে নয়, মরতেও প্রস্তুত আছি।' ১৪ এভাবে তিনি
আমাদের অনুরোধ মেনে নিতে সম্মত না হলে আমরা শেষে ক্ষান্ত হয়ে বললাম, 'প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!'
১৫ এই সকল দিন শেষে আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যেরুসালেমের দিকে রওনা হলাম। ১৬ সীজারিয়া থেকে
কয়েকজন শিষ্য আমাদের সঙ্গে চললেন; তাঁরা সাইপ্রাস দ্বীপের ম্নাসোন নামে একজনকে সঙ্গে করে এনেছিলেন যিনি
পুরনো একজন শিষ্য; তাঁরই বাড়িতে আমাদের গিয়ে ওঠার কথা।

যেরুসালেমে পলের আগমন

১৭ যেরুসালেমে এসে পৌঁছলে পর ভাইয়েরা আমাদের আনন্দপূর্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। ১৮ পরদিন পল আমাদের
সঙ্গে যাকোবকে দেখতে গেলেন; সেখানে প্রবীণবর্গও সকলে উপস্থিত ছিলেন। ১৯ তাঁদের সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা
জানানোর পর তিনি তাঁদের কাছে তন্ন তন্ন করে সেই সমস্ত কর্মের বর্ণনা দিলেন, যা ঈশ্বর তাঁর সেবাকাজের মধ্য দিয়ে
বিজাতীয়দের মধ্যে সাধন করেছিলেন। ২০ তা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করলেন, পরে তাঁকে বললেন, 'ভাই,
তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, ইহুদীদের মধ্যে কত হাজার হাজার লোক বিশ্বাসী হয়েছে, আর তারা সকলে বিধানের প্রতি
খুবই অনুরক্ত। ২১ তোমার বিষয়ে তারা এমন কথা শুনেছে যে, বিজাতীয়দের মধ্যে যে ইহুদীরা বাস করে, তুমি নাকি
তাদের সকলকে মোশীর পথ ত্যাগ করতে শিক্ষা দিয়ে বলে থাক, তারা যেন শিশুদের পরিচ্ছেদিত না করে ও
যথারীতি পথে না চলে। ২২ এখন কী করা যায়? তারা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে যে, তুমি এসেছ। ২৩ তাই আমরা যা
বলি, তুমি তা কর: আমাদের এমন চারজন পুরুষ আছে, যাদের মানত রয়েছে; ২৪ তাদের নিয়ে গিয়ে তুমিও তাদের
সঙ্গে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন কর, এবং তারা যেন মাথা মুড়িয়ে নিতে পারে সেই সব খরচ তুমিই বহন কর। এমনটি
করলে, তবে সকলেই জানতে পারবে যে, তোমার সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনেছে, তাতে সত্য কিছু নেই, তুমি নিজেও
বরং নিজের আচার-আচরণে বিধান পালন করছ। ২৫ কিন্তু যে বিজাতীয়রা বিশ্বাসী হয়েছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে
তাদের কাছে আগে লিখে জানিয়ে দিয়েছি যেন প্রতিমার প্রসাদ, রক্ত-আহার, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার এবং
অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে।'
২৬ তাই পরদিন পল সেই কয়েকজনকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এবং তাদের সঙ্গে নিজেও শুদ্ধিক্রিয়ার অনুষ্ঠান
শুরু করার পর মন্দিরে প্রবেশ করলেন, আর সেখানে সেই তারিখ জানিয়ে দিলেন, যে তারিখে আত্মশুদ্ধি-কাল শেষ
হলে তাদের প্রত্যেকের জন্য অর্ঘ্য উৎসর্গ করা হবে।

পলকে গ্রেপ্তার

২৭ সেই সাত দিন প্রায় শেষ হতে যাচ্ছিল এমন সময় এশিয়ার ইহুদীরা মন্দিরের মধ্যে তাঁর দেখা পেয়ে লোকদের
উত্তেজিত করে তুলল, এবং তাঁকে ধরে ২৮ চিৎকার করে বলতে লাগল: 'ইস্রায়েলের মানুষেরা, সাহায্য কর! এই সেই
লোক, যে সব জায়গায় সকলের কাছে আমাদের জাতির ও বিধানের আর এই স্থানের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে।
এখন গ্রীকদেরও মন্দিরের মধ্যে এনেছে, আর এই পবিত্র স্থান কলুষিত করেছে।' ২৯ বস্তুত তারা আগে শহরের মধ্যে
পলের সঙ্গে এফেসীয় ত্রফিমসকে দেখেছিল; মনে করেছিল, তাকেই পল মন্দিরের মধ্যে এনেছে। ৩০ এতে সমগ্র
শহরটা কেঁপে উঠল, জনগণ চতুর্দিক থেকে ছুটে এল, এবং পলকে ধরে মন্দিরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল; আর
তখনই সমস্ত দরজা বন্ধ করা হল। ৩১ তারা তাঁকে হত্যা করতেও চেষ্টা করছিল, সেসময় সৈন্যদলের সহস্রপতির কাছে
এই খবর এল যে, সমগ্র যেরুসালেমে গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে। ৩২ তিনি সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা সৈন্য ও শতপতিকে সঙ্গে
করে তাদের দিকে ছুটে এলেন; আর লোকেরা সহস্রপতি ও সৈন্যদের দেখতে পেয়ে পলকে মারা বন্ধ করে দিল।
৩৩ তখন সহস্রপতি কাছে এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে হুকুম দিলেন যেন তাঁকে দু'টো শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়;
তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটা কে ও কী করেছে। ৩৪ লোকদের মধ্য থেকে চেঁচিয়ে কেউ কেউ এক ধরনের কথা
বলছিল, কেউ কেউ অন্য ধরনের কথা; তাই তেমন গণ্ডগোলের কারণে কিছুই বুঝতে না পারায় তিনি তাঁকে দুর্গে
নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। ৩৫ পল যখন সিঁড়ির কাছে এসেছেন, তখন জনতার এত হিংস্রতার জন্য সৈন্যেরা পলকে
কাঁধে করে বহন করতে বাধ্য হল, ৩৬ কারণ লোকের ভিড় পিছু পিছু আসছিল আর জোর গলায় বলছিল, 'ওকে শেষ
করে ফেল!'

ইহুদীদের সামনে পলের আত্মপক্ষসমর্থন

৩৭ তারা পলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যেতে যাচ্ছে, সেসময় পল সহস্রপতিকে বললেন, 'আপনাকে কি কিছু বলতে
পারি?' ৩৮ তিনি বললেন, 'তুমি কী গ্রীক ভাষা জান? তবে তুমি কি সেই মিশরীয় নও, যে কিছুদিন আগে বিদ্রোহ শুরু
করে দিল ও সেই চার হাজার খুনী মানুষকে সঙ্গে করে মরুপ্রান্তরে নিয়ে গেছিল?' ৩৯ পল বললেন, 'আমি ইহুদী,

সিলিসিয়া প্রদেশের তার্সসের মানুষ; এমন শহরেরই মানুষ যা তত অপরিচিত নয়। আপনাকে মিনতি করি: জনগণের কাছে আমাকে কথা বলতে অনুমতি দিন।' ৪০ তিনি অনুমতি দিলে পল সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে জনগণের দিকে হাত দিয়ে ইশারা দিলেন; তখন মহা নিস্তব্ধতা নেমে এল, আর তিনি হিব্রু ভাষায় তাদের কাছে একথা বলতে শুরু করলেন:

২২ 'ভাই ও পিতা সকল, আপনাদের কাছে আমার এই আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা শুনুন।' ২ যখন তারা শুনল, তিনি তাদের কাছে হিব্রু ভাষায়ই কথা বলছেন, তখন নিস্তব্ধতা আরও গভীরতর হল। ৩ তিনি বলে চললেন, 'আমি ইহুদী, সিলিসিয়া প্রদেশের তার্সসে আমার জন্ম, কিন্তু এই নগরীতেই মানুষ হয়েছি; গামালিয়েলের পায়ের কাছে বসে আমি পিতৃবিধানের সূক্ষ্মতম নিয়ম অনুসারেই শিক্ষা পেয়েছি; ঈশ্বরের প্রতি আমারও গভীর আগ্রহ ছিল, যেমন আপনাদের সকলের আজ রয়েছে। ৪ আমি প্রাণনাশ পর্যন্তই এই পথ নির্যাতন করতাম, পুরুষ-মহিলাদের বেঁধে কারাগারে তুলে দিতাম। ৫ এবিষয়ে স্বয়ং মহাযাজক ও সমস্ত প্রবীণবর্গও আমার সাক্ষী। তাঁদের কাছ থেকে ভাইদের জন্য পত্র নিয়ে আমি দামাস্কাসে যাত্রা করছিলাম, যারা সেখানে ছিল, দণ্ডিত হবার জন্য তাদেরও যেন বেঁধে যেরুসালেমে নিয়ে আসতে পারি।

৬ তখন এমনটি ঘটল যে, যেতে যেতে আমি দামাস্কাসের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি, এমন সময় হঠাৎ দুপুর বারোটায় আকাশ থেকে একটা তীব্র আলো আমার চারদিকে জ্বলতে লাগল। ৭ আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, এবং শুনতে পেলাম, এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে, সৌল, সৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ? ৮ আমি উত্তর দিলাম, প্রভু, আপনি কে? তিনি আমাকে বললেন, আমি নাজারেথীয় যীশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। ৯ আমার সঙ্গীরা সেই আলো দেখতে পেল বটে, অথচ যে কণ্ঠস্বর আমার সঙ্গে কথা বলছিল, তা তারা শুনতে পেল না। ১০ পরে আমি বললাম, প্রভু, আমি কী করব? প্রভু আমাকে বললেন, ওঠ, দামাস্কাসে যাও; আর তোমাকে কী করতে হবে বলে নিরূপিত আছে, সেই সমস্ত তোমাকে বলা হবে। ১১ আর যেহেতু সেই আলোর তেজে আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, সেজন্য আমার সঙ্গীরা আমাকে হাত ধরে চালিত করতে করতেই আমি দামাস্কাসে এসে পৌঁছলাম।

১২ আনানিয়াস নামে কোন একজন লোক, যিনি ভক্তপ্রাণ বিধান-পরায়ণ ও সেখানকার অধিবাসী সকল ইহুদী যাঁর সুখ্যাতি করত, ১৩ তিনি আমার কাছে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই সৌল, দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও! আর সেই ক্ষণেই আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম। ১৪ পরে তিনি বললেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা জানবার জন্য এবং সেই ধর্মাত্মাকে দেখবার ও তাঁর মুখের কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য আগে থেকে তোমাকে নিযুক্ত করেছেন; ১৫ কারণ তুমি যা দেখতে ও শুনতে পেয়েছ, সকল মানুষের কাছে সেই সমস্ত বিষয়ে তোমাকে তাঁর সাক্ষী হতে হবে। ১৬ আর এখন তুমি কেন দেরি করছ? ওঠ, তাঁর নাম করে দীক্ষাস্নাত হও ও তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেল।

১৭ এমনটি ঘটল যে, আমি যেরুসালেমে ফিরে এসে মন্দিরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময়ে আমার ভাবসমাধি হল, ১৮ তখন তাঁকে দেখতে পেলাম; তিনি আমাকে বললেন, দেরি না করে শীঘ্রই যেরুসালেম ছেড়ে চলে যাও, কারণ এই লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। ১৯ আমি বললাম, প্রভু, তারা তো জানে যে, যারা তোমার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠছিল, আমিই তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করতাম ও প্রতিটি সমাজগৃহে তাদের বেত মারতাম। ২০ আর যখন তোমার সাক্ষী সেই স্তেফানের রক্তপাত হয়, তখন আমি নিজেই পাশে দাঁড়িয়ে সম্মতি দিচ্ছিলাম, আর যারা তাঁকে হত্যা করছিল, তাদের জামাকাপড় পাহারা দিচ্ছিলাম। ২১ তিনি আমাকে বললেন, যাও, কারণ আমি তোমাকে দূরে, বিজাতীয়দেরই কাছে, প্রেরণ করতে যাচ্ছি।'

২২ লোকেরা এপর্যন্ত তাঁর কথা শুনেছিল, কিন্তু তাঁর এই কথায় জোর গলায় বলতে লাগল, 'ওকে পৃথিবী থেকে দূর করে দাও! ও বেঁচে থাকার যোগ্য নয়!' ২৩ এবং চিৎকার করতে করতে নিজেদের চাদর ফেলে দিচ্ছিল ও ধুলো আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছিল, ২৪ তাই সহস্রপতি পলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন, এবং লোকেরা কোন্ দোষের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এতই চিৎকার করছে, তা জানবার জন্য কড়া বেত মেরে তাঁকে জেরা করতে নির্দেশ দিলেন।

২৫ কিন্তু তারা যখন তাঁকে কশা দিয়ে বাঁধল, তখন যে শতপতি কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পল তাঁকে বললেন, 'একজন রোমীয় নাগরিককে বিচার না করেই বেত মারা আপনাদের পক্ষে কি বিধেয়?' ২৬ কথাটা শুনে শতপতি সহস্রপতিকে গিয়ে বললেন, 'আপনি কী করতে যাচ্ছেন? লোকটা তো রোমীয় নাগরিক!' ২৭ তাই সহস্রপতি তাঁকে এসে বললেন, 'আমাকে বল, তুমি কি রোমীয় নাগরিক?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' ২৮ সহস্রপতি প্রতিবাদ করে বললেন, 'এই নাগরিকত্ব আমি বহু অর্থের বিনিময়েই পেয়েছি।' পল বললেন, 'আমি জন্মসূত্রেই তা-ই।' ২৯ তাই যাদের তাঁকে জেরা করার কথা ছিল, তারা তখনই পিছিয়ে গেল; সহস্রপতিও ভয় পেলেন, কেননা বুঝতে পারলেন যে পল ছিলেন রোমীয় নাগরিক, আর তিনি তাঁকে শেকল দিয়েই বেঁধে রেখেছিলেন।

ইহুদী মহাসভার সামনে পল

৩০ পরদিন, ইহুদীরা কিজন্যই বা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে, তা সঠিকভাবে জানবার ইচ্ছায় সহস্রপতি তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন, ও প্রধান যাজকদের ও গোটা মহাসভাকে সমবেত হবার জন্য আদেশ দিলেন; পরে পলকে এনে তাঁদের সামনে দাঁড় করালেন।

২৩ মহাসভার দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে পল বললেন, ‘ভাইয়েরা, আজ পর্যন্ত আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সবসময়
সদ্বিবেকেই আচরণ করেছি।’ ২ এতে মহাযাজক আনানিয়াস তাঁর মুখে আঘাত করতে নিজ অনুচারীদের আজ্ঞা
দিলেন। ৩ তখন পল তাঁকে বললেন, ‘চুনকাম-করা দেওয়াল! একদিন ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন; তুমি বিধান
অনুসারেই আমার বিচার করতে আসন নিয়েছ, অথচ বিধানের বিরুদ্ধেই কি আমাকে আঘাত করতে আজ্ঞা দিয়েছ?’
৪ অনুচারীরা বলল, ‘তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে অপমান করছ?’ ৫ পল বললেন, ‘ভাইয়েরা, আমি তো জানতাম না
যে, উনি মহাযাজক; কেননা লেখা আছে, *তোমার জাতির কোন নেতাকে তুমি অভিশাপ দেবে না।’*

৬ কিন্তু পল ভালই জানতেন যে, তাদের একটা অংশ সাদুকি ও একটা অংশ ফরিসি, তাই মহাসভার মধ্যে
উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘ভাই, আমি ফরিসি ও ফরিসির সন্তান! মৃতদের প্রত্যাশা ও পুনরুত্থান সম্বন্ধেই আমার বিচার
করা হচ্ছে।’ ৭ তিনি কথাটা বলতে না বলতেই ফরিসি ও সাদুকিদের মধ্যে বিবাদ বেধে গেল, সভার সদস্যেরা দু’ দলে
বিভক্ত হলেন। ৮ কারণ সাদুকিরা বলেন, পুনরুত্থান নেই, স্বর্গদূত ও আত্মাও নেই; অপরদিকে ফরিসিরা দু’টোই
স্বীকার করে। ৯ তখন বড় কোলাহল শুরু হয়ে গেল, এবং ফরিসি দলের কয়েকজন শাস্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে
করতে বললেন, ‘আমরা এর কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। হতেও পারে যে, কোন আত্মা বা কোন দূত এর কাছে কথা
বলেছেন!’ ১০ বিবাদ এতই তীব্র হয়ে উঠছিল যে, পাছে তারা পলকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, এই ভয়ে
সহস্রপতি আদেশ দিলেন, যেন সৈন্যেরা নেমে এসে তাদের মধ্য থেকে পলকে কেড়ে নিয়ে দুর্গে নিয়ে যায়। ১১ পর
রাতে প্রভু পলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘সাহস ধর, কারণ আমার বিষয়ে যেমন যেরুসালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ,
তেমনি রোমেও দিতে হবে।’

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

১২ সকাল হলে ইহুদীরা গোপন মন্ত্রণাসভায় বসল, এবং বিনাশ-মানতে নিজেদেরই আবদ্ধ করে শপথ করল, যে
পর্যন্ত তারা পলকে হত্যা না করে, সেপর্যন্ত খাদ্য-পানীয় কিছুই স্পর্শ করবে না। ১৩ যারা এই ষড়যন্ত্রে অংশ নিল,
সংখ্যায় তারা চল্লিশজনের বেশি। ১৪ তারা প্রধান যাজকদের ও প্রবীণবর্গকে গিয়ে বলল, ‘আমরা এক মহা
বিনাশ-মানতে নিজেদের আবদ্ধ করেছি: যে পর্যন্ত পলকে হত্যা না করি, সেপর্যন্ত আমরা কিছুই মুখে দেব না। ১৫ তাই
আপনারা এখন মহাসভার সঙ্গে সহস্রপতির কাছে এই আবেদন জানান, তিনি যেন তাঁকে আপনাদের সামনে এনে
হাজির করান; আপনারা এমনি বলবেন যে, আপনারা আরও সূক্ষ্মতররূপে তার বিষয়ে বিচার করতে যাচ্ছেন। আর
সে এসে পৌঁছবার আগে আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হব।’

১৬ কিন্তু পলের বোনের ছেলে তাদের এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে দুর্গে চলে গেল, এবং প্রবেশ করে পলকে
কথাটা জানাল, ১৭ আর পল একজন শতপতিকে ডাকিয়ে এনে বললেন, ‘এই যুবকটিকে সহস্রপতির কাছে নিয়ে যান,
কারণ তাঁর কাছে এর কিছু বলার আছে।’ ১৮ তিনি যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে সহস্রপতিকে গিয়ে বললেন, ‘বন্দি পল
আমাকে ডাকিয়ে এনে এই যুবকটিকে আপনার কাছে নিয়ে আসতে অনুরোধ করল, কারণ আপনার কাছে এর কিছু
বলার আছে।’ ১৯ সহস্রপতি তাকে হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গিয়ে সকলের আড়ালে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমার কাছে
তোমার কী বলার আছে?’ ২০ সে বলল, ‘ইহুদীরা একমত হয়ে এ স্থির করেছে যে, পলের বিষয়ে আরও সূক্ষ্মতররূপে
তদন্ত করার সূত্রে তারা আগামীকাল তাঁকে মহাসভায় নিয়ে যাবার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ রাখবে। ২১ আপনি
তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, কারণ তাদের মধ্যে চল্লিশজনের বেশি লোক তাঁর জন্য ওত পেতে আছে; তারা এমন
বিনাশ-মানতে নিজেদের আবদ্ধ করেছে যে, যে পর্যন্ত তাঁকে হত্যা না করে, সেপর্যন্ত তারা খাদ্য-পানীয় কিছুই স্পর্শ
করবে না; এখন তারা প্রস্তুত হয়ে আছে, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছে।’ ২২ সহস্রপতি যুবকটিকে এই
আদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন, ‘তুমি যে আমাকে এই খবর দিয়েছ, তা কাউকে বলবে না।’

সীজারিয়াতে পলকে স্থানান্তর

২৩ পরে দু’জন শতপতিকে ডাকিয়ে এনে তিনি বললেন, ‘ব্যবস্থা কর, যেন রাত ন’টার মধ্যে সীজারিয়া পর্যন্ত
যাবার জন্য দু’শোজন পদাতিক, সত্তরজন অশ্বারোহী ও দু’শোজন বর্শাধারী প্রহরী প্রস্তুত থাকে। ২৪ তাছাড়া পলের
জন্যও বাহন প্রস্তুত করা হোক, যেন তাকে অক্ষত অবস্থায় প্রদেশপাল ফেলিক্সের কাছে পৌঁছে দিতে পার।’ ২৫ তারপর
তিনি এই মর্মে একটা পত্রও লিখে দিলেন: ২৬ ‘আমি ক্লাউদিউস লিসিয়াস, মহামান্য প্রদেশপাল ফেলিক্সের সমীপে:
মঙ্গলবাদ! ২৭ ইহুদীরা একে ধরে হত্যা করতে যাচ্ছিল বিধায় আমি সৈন্যদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে তার প্রাণ বাঁচালাম,
কেননা জানতে পারলাম যে, এ রোমীয় নাগরিক। ২৮ তারা এর বিরুদ্ধে কোন্ অভিযোগ আনছে, তা জানবার ইচ্ছায়
আমি তাদের মহাসভায় একে নিয়ে গেলাম। ২৯ আর বুঝতে পারলাম, অভিযোগটা তাদের বিধান সংক্রান্ত কোন না
কোন বিবাদে কেন্দ্রীভূত, কিন্তু এমন কোন অভিযোগ পেলাম না, যার ভিত্তিতে তাকে প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড দেওয়া
চলে। ৩০ উপরন্তু, খবর পেলাম যে, এর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে, তাই দেরি না করে একে আপনার কাছে পাঠিয়ে
দিলাম। এর বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ আছে, তাদেরও নোটিস দিয়েছি, যেন এর বিরুদ্ধে তাদের যা বলার আছে,
আপনার সাক্ষাতেই তা পেশ করে।’

৩১ আদেশ অনুসারে সৈন্যেরা সেই রাতে পলকে আন্তিপাত্রিসে নিয়ে গেল। ৩২ পরদিন পলের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার
ভার অশ্বারোহীদের হাতে তুলে দিয়ে তারা দুর্গে ফিরে এল। ৩৩ অশ্বারোহীরা সীজারিয়ায় এসে পৌঁছে প্রদেশপালের

হাতে পত্রটা তুলে দিয়ে পলকেও তাঁর সামনে হাজির করল। ৩৪ পত্রটা পড়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পল কোন্‌
প্রদেশের মানুষ, এবং তিনি যে সিলিসিয়ার মানুষ, একথা জানতে পেরে বললেন, ৩৫ ‘তোমার বিরুদ্ধে যাদের
অভিযোগ আছে, তারা যখন আসবে, তখন তোমার ব্যাপার শুনব।’ এবং আজ্ঞা দিলেন, যেন তাঁকে হেরোদের প্রাসাদে
আটক রাখা হয়।

প্রদেশপালের দরবারে উপস্থিত পল

২৪ পাঁচ দিন পর মহাযাজক আনানিয়াস কয়েকজন প্রবীণকে ও তের্তুলুস নামে একজন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে
গেলেন, এবং তাঁরা প্রদেশপালের কাছে পলের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযোগ জানালেন। ২ পলকে ডাকা হলে তের্তুলুস
এই বলে অভিযোগ পেশ করতে শুরু করলেন: ‘মহামান্য ফেলিক্স, আপনারই জন্য আমরা মহাশান্তি ভোগ করছি,
আবার আপনার দূরদর্শিতার জন্যই এই জাতি নানা উন্নয়নের কাজ দেখতে পেয়েছে—৩ একথা আমরা সর্বতভাবে
সর্বত্রই সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। ৪ তবু আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করতে চাই না বিধায় মিনতি করি,
আপনি নিজের দয়া গুণে আমাদের স্বল্প কথা শুনুন; ৫ কারণ আমরা দেখতে পেলাম, এই লোকটা মহামারীর মত! এ
তো জগতের সমস্ত ইহুদীর মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে, ও নাজারীয় দলের একটা প্রধান নেতা; ৬ এমনকি এ তো মন্দিরও
কলুষিত করতে চেষ্টা করেছিল, আর আমরা একে গ্রেপ্তার করেছি। [অভিপ্রায় ছিল, আমরা আমাদের বিধান অনুসারে
এর বিচার করব, ৭ কিন্তু সহস্রপতি লিসিয়াস এসে পড়ে একে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন, ৮ এবং
অভিযোগকারীদের আপনার দরবারে দাঁড়াতে হুকুম দিলেন] ৮ আপনি একে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, নিজেই বুঝতে
পারবেন, এর বিরুদ্ধে আমরা যে সমস্ত অভিযোগ এনেছি, তা সত্য কিনা।’ ৯ ইহুদীরাও সমর্থন জানিয়ে বলল যে, এই
সমস্ত কথা ঠিক।

পলের আত্মপক্ষসমর্থন

১০ প্রদেশপাল কথা বলার জন্য পলকে ইশারা দিলে তিনি এই উত্তর দিলেন, ‘আপনি বহু বছর ধরে এই জাতির
উপর বিচার অনুশীলন করে আসছেন, একথা জেনে আমি আশ্বাস নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। ১১ আপনি নিজে
জেনে নিতে পারবেন যে, এখনও বারো দিনের বেশি হয়নি, যখন আমি উপাসনার উদ্দেশ্যে যেরুসালেমে গিয়েছিলাম।
১২ এরা মন্দিরে আমাকে কারও সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে বা জনতাকে উত্তেজিত করতে কখনও দেখেনি—কোন
সমাজগৃহেও নয়, শহরেও নয়; ১৩ আর এইমাত্র এরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনছে, তার কোনও
প্রমাণও আপনার সামনে দিতে পারে না। ১৪ কিন্তু আমি আপনার কাছে একথা স্বীকার করি: এরা যাকে “দল” বলে,
সেই পথ অনুসারে আমি পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকি; যা কিছু বিধান অনুযায়ী এবং যা কিছু
নবী-পুস্তকে লেখা আছে, তা সবই বিশ্বাস করি; ১৫ আর এদের নিজেদেরও যেমন, আমারও তেমনি ঈশ্বরের কাছে এই
প্রত্যাশা আছে যে, ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই পুনরুত্থান হবে। ১৬ আর এজন্য আমি ঈশ্বরের সামনে ও মানুষের
সামনে আমার বিবেককে অনিন্দনীয় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি। ১৭ বেশ কয়েক বছর পরে আমি এবার
সাহায্যদান অর্পণ করতে ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করতে এসেছিলাম; ১৮ এই উপলক্ষে লোকেরা আমাকে শুদ্ধিক্রিয়া পালন
করার পরেই মন্দিরে দেখতে পেল। কোন ভিড়ও জমেনি, কোন গণ্ডগোলও হয়নি; ১৯ বরং এশিয়ার কয়েকজন ইহুদীই
উপস্থিত ছিল, সুতরাং তাদেরই এখানে উপস্থিত হওয়া উচিত, যেন আমার বিরুদ্ধে যদি তাদের কোন কথা থাকে,
আপনার কাছে তা বলে অভিযোগ উপস্থাপন করে। ২০ এরা যারা উপস্থিত, কমপক্ষে এরাই বলুক, আমি মহাসভার
সামনে দাঁড়ালে এরা আমার বিষয়ে কী অপরাধ পেয়েছে। ২১ কেবল এই একটি কথা, যা আমি তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে
উচ্চকণ্ঠে বলেছিলাম, অর্থাৎ: মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়েই আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার হচ্ছে।’

কারাবাসে পল

২২ সেই পথ সম্বন্ধে ফেলিক্সের সূক্ষ্ম জানা ছিল; তিনি বিচার স্থগিত করে তাদের বললেন, ‘যখন সহস্রপতি
লিসিয়াস আসবেন, তখন আমি তোমাদের বিচারের রায় দেব।’ ২৩ আর তিনি শতপতিকে আদেশ দিলেন, যেন পলকে
আটকে রাখা হয়, কিন্তু তাঁকে যেন একপ্রকার স্বাধীনতাও দেওয়া হয়, এবং তাঁর কোন বন্ধুকে যেন তাঁর সেবা করতে
কোন প্রকার বাধা দেওয়া না হয়।

২৪ কয়েক দিন পর ফেলিক্স দ্রুসিল্লা নামে নিজের ইহুদী স্ত্রীর সঙ্গে এসে পলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁরই মুখে
খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাসের কথা শুনলেন। ২৫ কিন্তু যখন পল ন্যায়নীতি, আত্মসংযম ও ভাবী বিচারের কথা বলতে
লাগলেন, তখন ফেলিক্স ভয় পেলেন; বললেন, ‘আচ্ছা, এখনকার মত যেতে পার, উপযুক্ত সময় পেলে আবার
তোমাকে ডেকে পাঠাব।’ ২৬ তাঁর এই আশাও ছিল, পল তাঁকে টাকা দেবেন, এজন্য তাঁকে প্রায়ই ডেকে পাঠিয়ে তাঁর
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

২৭ কিন্তু দু’বছর অতিবাহিত হলে ফেলিক্সের স্থানে পর্চিউস ফেস্তুস এলেন, আর ফেলিক্স ইহুদীদের খুশি করার
ইচ্ছায় পলকে বন্দিদশায় রেখে গেলেন।

সীজারের কাছে পলের আপীল

২৫ ফেস্তুস সেই প্রদেশে আসার তিন দিন পর সীজারিয়া থেকে যেরুসালেমে গেলেন। ২ প্রধান যাজকেরা ও ইহুদীদের
জননেতারা তাঁর কাছে এসে পলের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা তুললেন, ৩ এবং তাঁর বিরুদ্ধে এই আবেদনও জানালেন,
যেন ফেস্তুস অনুগ্রহ করে পলকে যেরুসালেমে আনার ব্যবস্থা করেন। আসলে তাঁরা পথে তাঁকে হত্যা করার জন্য
চক্রান্ত আঁটছিলেন। ৪ কিন্তু ফেস্তুস উত্তরে বললেন যে, পল সীজারিয়ায় আটকে ছিলেন, ও তিনি নিজেই বেশি দেরি না
করে সেখানে ফিরে যাবেন। ৫ তিনি বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যাঁদের অধিকার আছে, তাঁরা আমার সঙ্গে সেখানে
গিয়ে সেই লোকটার যদি কোন অপরাধ থাকে, সেখানেই তাকে অভিযুক্ত করুন।'
৬ আর তাঁদের কাছে আট-দশ দিনের বেশি না থেকে সীজারিয়ায় চলে গেলেন, এবং পরদিন বিচারাসনে আসন
নিয়ে পলকে সামনে আনবার হুকুম দিলেন। ৭ তিনি যখন এসে উপস্থিত হলেন, তখন যে ইহুদীরা যেরুসালেম থেকে
এসেছিল, তারা তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করতে লাগল, কিন্তু তার কোন
প্রমাণ দেখাতে পারল না। ৮ পল আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, 'ইহুদীদের বিধানের বিরুদ্ধে, বা মন্দিরের বিরুদ্ধে, কিংবা
সীজারের বিরুদ্ধে আমি কোন অপরাধ করিনি।' ৯ কিন্তু ফেস্তুস ইহুদীদের খুশি করার ইচ্ছায় পলকে এই বলে উত্তর
দিলেন, 'তুমি কি যেরুসালেমে গিয়ে সেখানে আমার সামনে এই সব বিষয়ে বিচারাধীন হতে সম্মত?' ১০ পল বললেন,
'আমি সীজারের বিচারাসনের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি, এইখানে আমার বিচার হওয়া উচিত। ইহুদীদের বিরুদ্ধে আমি
তো কোন অন্যায় করিনি, একথা আপনিও ভাল ভাবেই জানেন। ১১ যদি আমি অপরাধী হই, এবং প্রাণদণ্ডের যোগ্য
কিছু করে থাকি, তাহলে মরতে অস্বীকার করি না। কিন্তু এরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনছে, তাতে যদি
সত্য বলতে কিছু না থাকে, তবে এদের হাতে আমাকে তুলে দেওয়া কারও অধিকার নেই। আমি সীজারের কাছেই
আপীল করি!' ১২ তখন ফেস্তুস পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর উত্তরে বললেন, 'তুমি সীজারের কাছে
আপীল করেছ, সীজারের কাছেই যাবে।'

আগ্রিপ্পার সামনে পল

১৩ কয়েক দিন পর রাজা আগ্রিপ্পা ও তাঁর বোন বের্নিকা ফেস্তুসকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। ১৪ আর যেহেতু
তাঁরা সেখানে বেশ কিছুদিন থাকলেন, সেজন্য ফেস্তুস রাজার কাছে পলের কথা উত্থাপন করে বললেন, 'ফেলিক্স
একটা লোককে বন্দিদশায় রেখে গেছেন; ১৫ আর আমি যেরুসালেমে থাকতে ইহুদীদের প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণবর্গ
তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ পেশ করে তার দণ্ডাজ্ঞার জন্য আবেদন জানালেন। ১৬ আমি তাঁদের এই উত্তর দিলাম
যে, আসামী যে পর্যন্ত ফরিয়াদী পক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে অভিযোগের উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনের অবকাশ না পায়,
সে পর্যন্ত তাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া রোমীয়দের নীতি নয়। ১৭ আর যখন তাঁরা এখানে একসঙ্গে এলেন, তখন
আমি দেরি না করে পরদিন বিচারাসনে বসে সেই লোকটাকে আনতে হুকুম দিলাম। ১৮ ফরিয়াদী পক্ষ তার পাশে
দাঁড়িয়ে, আমি যে ধরনের অপরাধ অনুমান করেছিলাম, তারা সেই ধরনের কোন অপরাধ তার বিষয়ে উত্থাপন করল
না; ১৯ তার বিরুদ্ধে যা উপস্থাপন করল, তা ছিল কেবল তাদের নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপার সংক্রান্ত, ও যীশু নামে মৃত
কোন্ একটা লোকের ব্যাপার সংক্রান্ত, যার বিষয়ে কিন্তু পল বলছিল, লোকটা এখনও জীবিত। ২০ কীভাবে ব্যাপারটা
তদন্ত করব, তা আদৌ বুঝতে না পেরে আমি পলকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে যেরুসালেমে গিয়ে সেইখানে বিচারাধীন
হতে সম্মত কিনা। ২১ কিন্তু পল আপীল করল, যেন তার মামলাটা সম্রাটেরই বিচারের জন্য রেখে দেওয়া হয়; তাই
আমি সীজারের কাছে না পাঠানো পর্যন্ত তাকে বন্দিদশায় রাখতে হুকুম দিলাম।' ২২ আগ্রিপ্পা ফেস্তুসকে বললেন,
'আমিও সেই লোকের কাছে কিছু কথা শুনতে চাচ্ছিলাম।' ফেস্তুস বললেন, 'আগামী কাল তাঁকে শুনতে পাবেন।'
২৩ তাই পরদিন আগ্রিপ্পা ও বের্নিকা ঘটা করে এলেন, এবং সহস্রপতিদের ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে
দরবার-কক্ষে প্রবেশ করলেন; ফেস্তুসের হুকুমে পলকেও আনা হল। ২৪ তখন ফেস্তুস বললেন, 'রাজা আগ্রিপ্পা, এবং
আমাদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত সকলে, আপনারা তাকেই দেখতে পাচ্ছেন, যার বিরুদ্ধে গোটা ইহুদী জাতি আমার
কাছে যেরুসালেমে এবং এই স্থানে আবেদন জানাল, ও উচ্চকণ্ঠে বলল যে, এর আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। ২৫ কিন্তু
আমি দেখতে পেলাম, প্রাণদণ্ডের যোগ্য হওয়ার জন্য এ কিছুই করেনি, তথাপি এ নিজেই সম্রাটের কাছে আপীল করায়
একে পাঠাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ২৬ কিন্তু রাজাধিরাজের কাছে এর বিষয়ে লিখে জানাবার মত নিশ্চিত কিছুই পাচ্ছি না।
সেজন্য আপনাদের সাক্ষাতে, বিশেষভাবে হে রাজা আগ্রিপ্পা, আপনারই সাক্ষাতে একে হাজির করেছি, যেন
জিজ্ঞাসাবাদের পর আমি লিখবার কিছু সূত্র পাই। ২৭ কেননা বন্দির বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে না
জানিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া আমি তো বৃথাই বলে মনে করি।'
২৬ আগ্রিপ্পা তখন পলকে বললেন, 'তোমার নিজের পক্ষে যা বলার আছে, তা বলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।' এবং
পল হাত বাড়িয়ে দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন:

আগ্রিপ্পার সামনে পলের আত্মপক্ষসমর্থন

২ 'রাজা আগ্রিপ্পা, ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনে, তা সম্বন্ধে আজ আপনার সামনে আত্মপক্ষ
সমর্থন করতে পেরেছি বিধায় আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি, ৩ বিশেষভাবে এই কারণে যে, ইহুদীদের সমস্ত
রীতিনীতি ও সমস্যা সম্বন্ধে আপনি ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। সুতরাং, আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি ধৈর্যের
সঙ্গে আমার কথা শুনুন। ৪ যৌবনকাল থেকে আমার জীবন—যা আমি প্রথম থেকেই আমার নিজের জাতির মধ্যে ও

যেরুসালেমে কাটিয়েছি—তা ইহুদীরা সকলেই জানে। ৫ প্রথম থেকেই তো তারা আমাকে জানে বিধায় ইচ্ছা করলে
সাক্ষ্যও দিতে পারে যে, ফরিসি বলে আমি আমাদের ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে নিয়মপরায়ণ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য পালন
করেছি। ৬ আর আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাশা রাখি
বিধায়ই আমি এখন বিচারিত হবার জন্য দাঁড়াচ্ছি—৭ সেই যে প্রতিশ্রুতির ফল পাবার প্রত্যাশায়ই আমাদের বারো
গোষ্ঠী দিনরাত একাগ্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের সেবা করে চলছে। মহারাজ, সেই প্রত্যাশার বিষয়েই ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে
অভিযোগ আনছে। ৮ ঈশ্বর যে মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন, একথা কেনই বা আপনাদের কাছে অচিন্তনীয় মনে
হচ্ছে?

৯ আমিই তো মনে করতাম যে, নাজারেথীয় যীশুর নামের বিরুদ্ধে যা কিছু করা যায়, তা আমারই কর্তব্য। ১০ আর
আমি আসলে যেরুসালেমে তা-ই করতাম; প্রধান যাজকদের কাছ থেকে অধিকার পেয়ে পবিত্রজনদের অনেককেই
আমি কারাগারে নিক্ষেপ করতাম ও তাঁদের প্রাণদণ্ডের সময়ে সম্মতি প্রকাশ করতাম, ১১ আর সমস্ত সমাজগৃহে
বারবার তাদের শাস্তি দিয়ে বলপ্রয়োগে ধর্মনিন্দা করাতে চেষ্টা করতাম, এবং তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে
বিদেশের শহরে পর্যন্তও তাদের পিছনে ধাওয়া করতাম।

১২ এই উদ্দেশ্যে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে অধিকার ও দায়িত্বভার নিয়ে আমি একদিন দামাস্কাসে যাচ্ছিলাম,
১৩ এমন সময়ে, হে মহারাজ, দুপুরের দিকে আমি পথিমধ্যে দেখতে পেলাম, আকাশ থেকে সূর্যের তেজের চেয়েও
তেজময় এক আলো আমার ও আমার সহযাত্রীদের চারদিকে জ্বলতে লাগল। ১৪ আমরা সকলে মাটিতে পড়ে গেলাম,
আর আমি শুনতে পেলাম এক কণ্ঠস্বর হিব্রু ভাষায় আমাকে বলছে, সৌল, সৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ? হুলের
মুখে লাথি মারা তোমার কেমন কষ্টকর! ১৫ তখন আমি বললাম, প্রভু, আপনি কে? প্রভু বললেন, আমি যীশু, যাঁকে
তুমি নির্যাতন করছ। ১৬ এবার ওঠ, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। তোমাকে আমার সেবক ও সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করার
উদ্দেশ্যেই তো আমি আজ তোমাকে দেখা দিয়েছি: তুমি যে আমার এই দেখা পেলে এবং পরেও আমি যে আবার
তোমাকে দেখা দেব, এরই বিষয়ে তোমাকে সাক্ষী হতে হবে। ১৭ *আমি তোমাকে উদ্ধার করব* এই জাতির মানুষের
হাত থেকে আর *সেই বিজাতিদেরও হাত থেকে, যাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করছি* ১৮ *তুমি যেন তাদের চোখ খুলে
দাও*, ফলে তারা যেন *অন্ধকার থেকে আলোর দিকে*, শয়তানের আধিপত্য থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরতে পারে,
আমাতে বিশ্বাস রেখে তারা যেন পাপমোচন পেতে পারে এবং পবিত্রিতজনদের মধ্যে উত্তরাধিকার পেতে পারে।

১৯ এজন্য, রাজা আগ্রিপ্পা, আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের প্রতি অবাধ্য হইনি; ২০ বরং প্রথমে দামাস্কাসের লোকদের
কাছে, পরে যেরুসালেমের লোকদের কাছে ও সারা যুদেয়া অঞ্চলে, এবং বিজাতীয়দেরও কাছে আমি প্রচার করতে
লাগলাম, তারা যেন মনপরিবর্তনের যোগ্য কাজ সাধন ক'রে মনপরিবর্তন করে ও ঈশ্বরের দিকে ফেরে। ২১ এই সমস্ত
কারণেই ইহুদীরা মন্দিরে আমাকে ধরে হত্যা করতে চেষ্টা করল। ২২ কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে আমি
আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছি ও ছোট বড় সকলেরই কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি। নবীরা ও মোশীও যা ঘটবে বলে গেছেন, তা ছাড়া
আমি আর কিছুই বলছি না; তাঁরা বলেছিলেন, ২৩ খ্রীষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে, এবং মৃতদের মধ্য থেকে
পুনরুত্থিতদের প্রথম হওয়ায় তাঁকে আমাদের জাতির কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে আলো প্রচার করতে হবে।'

২৪ তিনি এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন, এমন সময়ে ফেস্তুস উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'পল, তুমি উন্মাদ!
অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য তোমাকে উন্মাদ করে তুলেছে।' ২৫ পল বললেন, 'মহামান্য ফেস্তুস, আমি উন্মাদ নই, বরং যে কথা
বলছি, তা সত্য ও সুবিবেচিত কথা! ২৬ বাস্তবিকই স্বয়ং রাজা এই সকল বিষয় বোঝেন, আর তাঁরই সামনে আমি
সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলছি, কারণ আমার ধারণাই যে এর কিছুই রাজার অজানা নয়, কেননা এই যা ঘটেছে, তা
আড়ালে ঘটেনি। ২৭ রাজা আগ্রিপ্পা, আপনি কি নবীদের বিশ্বাস করেন? আমি জানি, আপনি বিশ্বাস করেন।' ২৮ এতে
আগ্রিপ্পা পলকে বললেন, 'আর কিছু সময়, আর তুমি আমাকে নিশ্চিত করবে যে, আমাকেও খ্রীষ্টান করেছ!' ২৯ পল
বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে এই নিবেদন রাখছি, একটু হোক বা বেশি হোক, আপনিই শুধু নন, কিন্তু অন্য যত লোক
আজ যাঁরা আমাকে শুনছেন, সকলেই যেন—এই শেকল ছাড়া—আমি যেমন তাঁরাও তেমনি হন।'

৩০ তখন রাজা, প্রদেশপাল ও বের্নিকা এবং তাঁদের সঙ্গে যাঁরা সেখানে বসে ছিলেন, সকলে উঠে দাঁড়ালেন;
৩১ এবং অন্য জায়গায় গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বলতে লাগলেন, 'লোকটা প্রাণদণ্ডের বা শেকলের যোগ্য
কিছুই করেনি।' ৩২ আগ্রিপ্পা ফেস্তুসকে বললেন, 'এ যদি সীজারের কাছে আপীল না করত, তবে তাকে মুক্তি দেওয়া
যেতে পারত।'

রোম যাত্রা

২৭ যখন স্থির করা হল যে, আমরা জাহাজে করে ইতালি অভিমুখে যাত্রা করব, তখন পলকে এবং আরও কয়েকজন
বন্দিকে আউগুস্তা সেনাদলের একজন শতপতির হাতে তুলে দেওয়া হল, যাঁর নাম জুলিউস। ২ আদ্রামিত্তিয়ামের এমন
একটা জাহাজে উঠলাম, যা এশিয়ার নানা জায়গায় যাওয়ার কথা। মাসিডনের থেসালোনিকীয় আরিস্তার্খসও আমাদের
সঙ্গে ছিলেন। ৩ পরদিন আমরা সিদোনে এসে ভিড়লাম; আর জুলিউস পলের প্রতি যথেষ্ট দয়া দেখিয়ে তাঁকে
বন্ধুবান্ধবদের কাছে গিয়ে তাদের কাছ থেকে একটু সেবা-যত্ন পাবার অনুমতি দিলেন। ৪ সেখান থেকে আমরা আবার
জলপথে রওনা হলাম; বাতাস উল্টো হওয়ায় আমরা সাইপ্রাস দ্বীপের আড়ালে থেকে এগিয়ে চললাম। ৫ পরে
সিলিসিয়া ও পাম্ফিলিয়ার সামনে দিয়ে সাগর পার হয়ে লিসিয়া প্রদেশের মিরায় নামলাম।

৬ সেখানে আলেক্জান্দ্রিয়ার একটা জাহাজ ইতালিতে যাচ্ছে দেখে শতপতি আমাদের সেই জাহাজে তুলে নিলেন।
৭ বেশ কিছুদিন ধরে আস্তে আস্তে চলে কষ্ট করে ক্নিদসের সামনাসামনি এসে পৌঁছলাম; কিন্তু বাতাসে আর এগিয়ে
যেতে না পারায় আমরা সাল্মোনী অন্তরীপের পাশ দিয়ে গিয়ে ক্রীট দ্বীপের আড়ালে থেকে এগিয়ে চললাম। ৮ পরে
কষ্ট করে উপকূলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে গিয়ে 'শুভ বন্দর' নামে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম, যা লাসাইয়া শহরের
কাছাকাছি।
৯ বহুদিন নষ্ট হয়েছিল বিধায়, এবং উপবাস-পর্ব অতীত হয়েছিল বিধায় জলযাত্রা বিপজ্জনক হওয়ায় পল তাদের
সতর্ক করে বলছিলেন, ১০ 'মানুষ, আমি দেখতে পাচ্ছি, এই যাত্রায় অমঙ্গল ও যথেষ্ট ক্ষতি হবে—শুধু মালপত্র বা
জাহাজের নয়, আমাদের প্রাণেরও ক্ষতি হবে।' ১১ কিন্তু শতপতি পলের কথার চেয়ে জাহাজের সারেঙ ও মালিকের
কথায় বেশি কান দিলেন। ১২ সেই 'শুভ বন্দর' শীতকাল কাটানোর উপযুক্ত জায়গা না হওয়ায় বেশির ভাগ লোক
সেখান থেকে এগিয়ে যাবার মত প্রকাশ করল, যেন কোন রকমে ফিনিক্সে পৌঁছে সেইখানে শীতকাল কাটাতে পারে।
ফিনিক্স হচ্ছে ক্রীটের একটি বন্দর, যার দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক খোলা।

প্রচণ্ড ঝড় ও জাহাজডুবি থেকে উদ্ধার

১৩ যখন মৃদু দক্ষিণা বাতাস বইতে লাগল, তখন তারা, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে ক'রে নঙর তুলে ক্রীটের
ধার ঘেঁষে এগিয়ে যেতে লাগল। ১৪ কিন্তু অল্পকাল পরে দ্বীপের ভিতর থেকে তুফানের মত প্রচণ্ড এক বাতাস ছুটে এল,
যার নাম ঈশান-বায়ু। ১৫ তখন জাহাজ ঝড়ের মধ্যে পড়ে বাতাসের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে না পারায় আমরা তা
ভেসে যেতে দিলাম। ১৬ কাউদা নামে একটা ছোট দ্বীপের আড়ালে থেকে চলে বহু কষ্ট করে জাহাজের ডিঙিটা সামনে
নিতে পারলাম। ১৭ তখন নাবিকেরা তা তুলে নেওয়ার পর মোটা কাছি জাহাজের চারপাশে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে
নিল। পরে, পাছে সির্তিসের চরে ঠেকে যাই, এই ভয়ে তারা ভাসা নঙরটা জলে নামিয়ে দিল; আর এভাবে জাহাজটা
এমনিই ভেসে যেতে লাগল। ১৮ ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা খাচ্ছিলাম বিধায় পরদিন তারা মালপত্র জলে ফেলে দিতে লাগল।
১৯ তৃতীয় দিনে তারা নিজেদের হাতেই জাহাজের সরঞ্জামও ফেলে দিল। ২০ আর অনেক দিন পর্যন্ত সূর্য কি তারা মুখ
দেখাচ্ছিল না বিধায়, এবং ঝড়ের তাণ্ডব অবিরতই চলছিল বিধায় আমরা শেষে মনে করছিলাম, এবার রক্ষা পাবার
আর কোন আশা নেই।
২১ সকলে অনেক দিন না খেয়ে থাকার পর, পল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মানুষ, তোমাদের উচিত ছিল,
আমার কথা মেনে নিয়ে ক্রীট থেকে জাহাজ না ছাড়া; তবেই এই অমঙ্গল ও ক্ষতি এড়াতে পারতে। ২২ যাই হোক,
এখন আমার পরামর্শ এ: ভেঙে পড়ো না, কারণ কারও প্রাণের হানি হবেই না, কেবল জাহাজেরই হবে। ২৩ কেননা
আমি যে ঈশ্বরের মানুষ ও যাঁর সেবা করি, তাঁর এক দূত গত রাতে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ২৪ বললেন, পল, ভয়
করো না, সীজারের সামনে তোমাকে দাঁড়াতেই হবে। আর দেখ, তোমার জন্যই ঈশ্বর তোমার সকল সহযাত্রীর প্রাণ
রক্ষা করবেন। ২৫ তাই, হে মানুষেরা, ভেঙে পড়ো না, কারণ ঈশ্বরে আমার এমন আস্থা আছে যে, আমার কাছে
যেমনটি বলা হয়েছে, তেমনিই ঘটবে। ২৬ তবে কোন একটা দ্বীপে গিয়ে আমাদের পড়তেই হবে।'
২৭ এভাবে আমরা আদ্রিয়া সাগরে ভেসে যেতে যেতে যখন চৌদ্দ দিনের রাত এল, তখন মাঝরাতের দিকে
নাবিকেরা অনুমান করতে লাগল যে, তারা কোন একটা দেশের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। ২৮ ওলনদড়ি ফেলে মেপে
দেখা গেল, সেখানে জলের গভীরতা বিশ বাঁও। একটু পরে আবার দড়ি ফেলে মাপা হল: দেখা গেল, পনেরো বাঁও।
২৯ তখন পাছে আমরা কোন পাথুরে উপকূলে গিয়ে পড়ি, এই ভয়ে জাহাজের পিছন দিক থেকে চারটে নঙর নামিয়ে
দিয়ে তারা উন্মুখ হয়ে সকালের অপেক্ষায় বসে থাকল। ৩০ নাবিকেরা জাহাজ থেকে একবার পালাতে চেষ্টা করেছিল;
গলুইয়ের দিক থেকে কয়েকটা নঙর ফেলবার ছল করে তারা ডিঙিটা সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিল; এজন্য পল শতপতিকে
ও সৈন্যদের বললেন, ৩১ 'ওরা জাহাজে না থাকলে আপনারা রক্ষা পেতে পারবেন না।' ৩২ তাই সৈন্যেরা ডিঙির দড়ি
কেটে তা জলে পড়তে দিল।
৩৩ সকাল হয়ে আসছে, সেসময় পল সকল লোককে কিছু খেতে অনুরোধ করতে লাগলেন; বললেন, 'আজ চৌদ্দ
দিন হল, আপনারা কিছু না খেয়ে অনাহারে অপেক্ষা করতে করতে বসে আছেন; ৩৪ তাই আমার অনুরোধ: কিছু খেয়ে
নিন, নিজেদের বাঁচানোর জন্য কিছুটা খাওয়া দরকার! আপনাদের কারও মাথার এক গাছি চুলও নষ্ট হবে না।' ৩৫ তা
বলে পল রুটি নিয়ে সকলের চোখের সামনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ-স্তুতি জানালেন, এবং তা ছিঁড়ে খেতে শুরু করলেন।
৩৬ তখন সকলে সাহস পেল, এবং তারাও খেতে লাগল। ৩৭ সেই জাহাজে আমরা মোট দু'শো ছিয়াত্তরজন লোক
ছিলাম, ৩৮ সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলে পর তারা সমস্ত গম সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটা হালকা করে দিল।
৩৯ সকাল হলে তারা বুঝতে পারছিল না, সেটা কোন্ জায়গা। কিন্তু তারা লক্ষ করল, সামনে বালুতটে ঘেরা
একটা উপসাগর আছে; পরামর্শ করল, সম্ভব হলে সেই বালুতটের উপরে জাহাজটা তুলে দেবে। ৪০ তারা নঙরগুলো
কেটে সমুদ্রে ছেড়ে দিল, এবং একই সময়ে হালগুলোর বাঁধনও খুলে দিল; পরে সামনের দিকের পাল বাতাসের মুখে
তুলে দিয়ে বালুতটের দিকে চলতে লাগল। ৪১ কিন্তু একটা চরে হঠাৎ ঠেকে গিয়ে জাহাজটা আটকে গেল, আর
জাহাজের সামনের দিক আটকে গিয়ে অচল হয়ে রইল, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে ভেঙে যেতে
লাগল। ৪২ বন্দিরা পাছে সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়, সেই ভয়ে সৈন্যেরা তাদের মেরে ফেলতে চাচ্ছিল, ৪৩ কিন্তু শতপতি
পলকে রক্ষা করার ইচ্ছায় তাদের সেই সঙ্কল্প থেকে ক্ষান্ত করলেন। তিনি হুকুম দিলেন, যারা সাঁতার জানে, তারা

আগে ঝাঁপ দিয়ে ডাঙায় উঠবে, ⁴⁴ আর বাকি সকলে তক্তা কিংবা জাহাজের যা কিছু পায়, তা ধরে ডাঙায় উঠবে।
এভাবে সকলে ডাঙায় উঠে রক্ষা পেল।

মাল্টায় পল

২৮ একবার রক্ষা পেয়ে আমরা জানতে পারলাম, সেই দ্বীপের নাম মাল্টা। ২ সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের প্রতি
অসাধারণ আন্তরিকতা প্রকাশ করল: তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল এবং যথেষ্ট শীত করছিল বিধায় তারাই আগুন
জ্বালিয়ে আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানাল। ৩ পল এক গাদা জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে সেই আগুনের উপরে ফেলে দিতে
দিতে আগুনের তাপে একটা বিষাক্ত সাপ বের হয়ে তাঁর হাত কামড়ে ধরল। ৪ তখন সেই অধিবাসীরা তাঁর হাতে সেই
জন্তুটা ঝুলছে দেখে এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'লোকটা নিশ্চয়ই একটা খুনী; সমুদ্র থেকে রক্ষা
পেলেও ন্যায়দেবী একে বাঁচতে দিলেন না।' ৫ কিন্তু তিনি হাত ঝেড়ে জন্তুটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন, ও তাঁর
কিছুই ক্ষতি হল না। ৬ তখন তারা অপেক্ষা করতে লাগল, তাঁর দেহ ফুলে উঠবে, বা তিনি হঠাৎ মরে মাটিতে পড়ে
যাবেন; কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন দেখল, অস্বাভাবিক কিছুই তাঁর ঘটছে না, তখন তাদের মত পাল্টে
গেল, আর বলতে লাগল, উনি দেবতা!
৭ সেই জায়গার কাছাকাছি অঞ্চলে ওই দ্বীপের প্রশাসক পুব্লিউসের নিজের জমিদারি ছিল; তিনি আমাদের সাদরে
গ্রহণ করে আন্তরিকতার সঙ্গে তিন দিন ধরে আমাদের প্রতি আতিথেয়তা দেখালেন। ৮ সেসময় পুব্লিউসের পিতা জ্বর
ও আমাশায় শয্যাশায়ী ছিলেন। পল ভিতরে তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করার পর তাঁর উপর হাত রেখে তাঁকে সুস্থ করে
তুললেন। ৯ এই ঘটনার পর অন্য যত রোগী সেই দ্বীপে ছিল, সকলে এসে সুস্থ হয়ে উঠল। ১০ আর তারা খুব আদরের
সঙ্গে আমাদের সমাদর করল, এবং আমাদের চলে যাওয়ার সময়ে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী জাহাজে এনে
দিল।

মাল্টা থেকে রোমে

১১ তিন মাস পর আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার একটা জাহাজে উঠে রওনা হলাম; জাহাজটা ওই দ্বীপেই শীতকাল
কাটিয়েছিল, এর গলুইয়ে ছিল যমজ-দেবতার মূর্তি। ১২ আমরা সিরাকিউজে এসে ভিড়লাম, আর সেখানে তিন দিন
থাকলাম। ১৩ সেখান থেকে তীর ঘেঁষে ঘুরে গিয়ে রেজিউমে এসে পৌঁছলাম; এক দিন পর দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু
হল আর আমরা দ্বিতীয় দিনে পুতেওলিতে এসে পৌঁছলাম। ১৪ সেখানে কয়েকজন ভাইদের পেলাম; তাঁরা
অনুনয়-বিনয় করলে আমরা এক সপ্তাহ তাঁদের সঙ্গে থেকে গেলাম; আর এভাবে রোমে এসে পৌঁছলাম।
১৫ সেখানকার ভাইয়েরা আমাদের সংবাদ পেয়ে আমাদের বরণ করার জন্য আপ্পিউস-হাট ও তিন-সরাই পর্যন্তই
এগিয়ে এসেছিলেন; তাঁদের দেখে পল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন উৎসাহ পেলেন। ১৬ রোমে এসে উপস্থিত
হওয়ার পর পল নিজের প্রহরী সৈন্যের সঙ্গে একটা বাড়িতে আলাদা করে বাস করার অনুমতি পেলেন।

রোমে পল

১৭ তিন দিন পর তিনি ইহুদীদের গণ্যমান্য সকল লোককে ডাকিয়ে সেখানে সমবেত করলেন। তাঁরা সমবেত হলে
তিনি তাঁদের বললেন, 'ভাইয়েরা, আমি স্বজাতির বিরুদ্ধে বা আমাদের পিতৃপুরুষদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে যদিও
কোন কিছু করিনি, তবু যেরুসালেমে গ্রেপ্তার করে আমাকে রোমীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ১৮ আমাকে জেরা
করার পরে প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ না পাওয়ায় তারা আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল; ১৯ কিন্তু ইহুদীরা যখন
আপত্তি করতে থাকল, তখন আমি সীজারের কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম; আমি যে স্বজাতিদের বিরুদ্ধে কোন
অভিযোগ আনতে চাচ্ছিলাম, এমন নয়। ২০ সেই কারণে আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য ও কথা
বলার জন্য আপনাদের এখানে ডেকেছি; কারণ ইস্রায়েলের প্রত্যাশার জন্যই আমি এই শেকলে আবদ্ধ হয়ে আছি।'
২১ তারা তাঁকে বলল, 'যুদেয়া থেকে আমরা আপনার বিষয়ে কোন চিঠিপত্র পাইনি; ভাইদের মধ্যেও কেউই এখানে
এসে আপনার বিষয়ে খারাপ সংবাদ দেননি বা নিন্দাজনক কথা বলেননি। ২২ কিন্তু আপনার মনের কথা আমরা
আপনার নিজের মুখেই শুনতে ইচ্ছা করি; কারণ এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে, সব জায়গায় লোকে এর বিরুদ্ধে
কথা বলে থাকে।'
২৩ তাঁরা একটা দিন স্থির করে সেই দিনে অনেকে তাঁর ভাড়াটে বাড়িতে তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁদের কাছে তিনি
ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝিয়ে দিলেন ও সেই বিষয়ে নিজের সাক্ষ্য দান
করলেন; এবং মোশীর বিধান ও নবীদের পুস্তক ভিত্তি করে যীশুর বিষয়ে তাঁদের মন জয় করতে চেষ্টা করলেন।
২৪ কেউ কেউ তাঁর কথা গ্রহণ করলেন, কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করলেন না। ২৫ তাই তাঁরা নিজেদের মধ্যে একমত
হতে পারলেন না, আর যখন বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন পল তাঁদের এই একটি শেষ কথা বলে দিলেন: 'পবিত্র আত্মা
নবী ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে আপনাদের পিতৃপুরুষদের যা বলেছিলেন, কেমন যথার্থই সেই কথা:

২৬ *যাও, এই জনগণকে বল:*
তোমরা শুনতে থাক, কিন্তু কখনও বুঝবে না!
তোমরা দেখতে থাক, কিন্তু কখনও উদ্বুদ্ধ হবে না!

২৭ *কেননা এই লোকদের হৃদয় স্থূল হয়ে গেছে,*
তারা কানে খাটো হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ করে দিয়েছে,
পাছে তারা চোখে দেখতে পায় ও কানে শুনতে পায়,
হৃদয়ে বোঝে ও পথ ফেরায়,
আর আমি তাদের সুস্থ করি।

২৮ সুতরাং আপনারা জেনে রাখুন, বিজাতীয়দের কাছে ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ প্রেরিত হল, আর তারা শুনবে!’
[২৯ তিনি একথা বলার পর ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে তীব্রভাবে তর্ক করতে করতে চলে গেলেন।]
৩০ তিনি পুরো দু’বছর ধরে নিজের ভাড়াটে বাড়িতে থাকলেন; যত লোক তাঁর কাছে যেত, তিনি সকলকে গ্রহণ
করে ৩১ সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে ও অবাধে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করতেন, এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সংক্রান্ত কথা
শিখিয়ে দিতেন।